

দ্বিতীয়া শতাব্দী
গণনা
সংক্রান্ত

দ্বিতীয়া শতাব্দী
গণনা
সংক্রান্ত

যেহেতু
গণনা
সংক্রান্ত

যেহেতু
গণনা
সংক্রান্ত

যেহেতু
গণনা
সংক্রান্ত

হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি

এবং

হেডম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি

(পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত)

যেহেতু
গণনা
সংক্রান্ত

যেহেতু
গণনা
সংক্রান্ত

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

শিল্প

কি

দণ্ডমূল্য
গণনা

হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি
এবং
হেডম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি
(পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত)

সম্পাদনা
অমলেন্দু ভট্টাচার্য



বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
শিলচর
১৪০৯

Hedamba Rajyer Dandabidhi Ebang Hedamba Rajyer Rinadanbidhi
(Padmanath Bhattacharjee, Vidyabinode sampadita)
(Penal Code and Financial Rules of Hedamba Kingdom, Edited by Padmanath
Bhattacharjee, Vidyabinode)
Edited by : **Amalendu Bhattacharjee,**
Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan,
Silchar, Assam.
First Edition 2003. Price Rs. 100.00

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারি ২০০৩ খ্রিঃ

প্রকাশক : **শ্রীবিনোদবিহারী দেবনাথ**
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
গৌসাই পাড়া, তারাপুর
শিলচর - ৩, আসাম

প্রচ্ছদ : হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি 'ক' পুথির একটি পৃষ্ঠা

মুদ্রণ : **প্রাসঙ্গিক প্রিন্টার অ্যান্ড পাবলিকেশনস**
হাসপাতাল রোড, শিলচর - ৫, ফোন : ২৩৮৯৬৯

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

মুখবন্ধ

‘হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি’ ও ‘হেডম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি’ পুনর্মুদ্রিত হয়ে একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা লগ্নে ঘোষিত লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল এই উপত্যকার ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদির মুদ্রণ ও দুপ্রাপ্য গ্রন্থাদির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। বর্তমান গ্রন্থটি এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মেলনের দায়বদ্ধতার সূচক।

বরাক সুরমা উপত্যকায় আঞ্চলিক গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। সাপ্তাহিক ‘শ্রীহট্ট প্রকাশ’ (১৮৭৫) এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ পত্রিকায় উনিশ শতকের আট এর দশকে এ অঞ্চল বিষয়ক একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় সুবৃহৎ আকরগ্রন্থ অচ্যুত চরণ চৌধুরীর ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’। ১৯০৬ খ্রিঃ শিলচর নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত উদ্যোগে আঞ্চলিক ঐতিহ্যচর্চা শুরু হয়। সুরমা-উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর শিলচর অধিবেশনে (১৯১৪) গৃহীত প্রস্তাবের সূত্রে গঠিত হয় ‘শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান সমিতি’। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গড়ে উঠে ‘কাছাড় অনুসন্ধান সমিতি’। ১৯৫৭ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় অনুসন্ধান সমিতির প্রথম গ্রন্থ দেবব্রত দত্তের ‘কাছাড়ের প্রস্তর লিপি’।

এই প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছে গবেষণা পরিষদ উপসমিতি। আঞ্চলিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির মানসে ১৪০১ বঙ্গাব্দ বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়েছে ‘ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ’। প্রকাশিত হয়েছে গবেষণা পরিষদ পত্রিকা। গবেষণা পরিষদ গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই শুরু হয়েছিল বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের প্রক্রিয়া। ১৯৯১ খ্রিঃ ১২ জানুয়ারী শিলচরে অনুষ্ঠিত গবেষণা পরিষদের সভায় স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্বল্প মেয়াদী প্রকল্পের অন্তর্গত ছিল বরাক উপত্যকার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট দলিল পত্রের সঙ্কলন প্রণয়ন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ। ১৯৯২ খ্রিঃ ২ ফেব্রুয়ারী করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত সভায় ‘হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি’ ও ‘হেডম্বরাজ্যের ঋণাদান বিধি’ একত্রে পুনর্সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান এই দুটি গ্রন্থই এখন দুপ্রাপ্য। ড° সুজিৎ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ড° অমলেন্দু ভট্টাচার্যকে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তাঁরা সে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

একত্রে সঙ্কলিত এই সংস্করণ প্রকাশের আনন্দময় মুহূর্তে আমরা স্মরণ করছি সেই

সব ব্যক্তিত্বদের, যাঁদের সঠিক নেতৃত্ব সম্মেলনকে বর্তমান স্তরে উন্নীত করেছে। এঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত। তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রস্তাবটির রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় যুক্ত ছিলেন দেবব্রত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী, বিজিৎ চৌধুরী, নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, ড° সুজিৎ চৌধুরী, ড° জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য, ড° কামালুদ্দীন আহমেদ, আবুল হোসেন মজুমদার, ড° জন্মজিৎ রায়, নীতিশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রী নির্মলেন্দু ধর, শ্রী শ্যামানন্দ চৌধুরী এবং আরো অনেকেই নানাভাবে সহায়তা করেছেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

শিলচরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি এই প্রকাশনাটির জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন। এই সহযোগিতার জন্য আমরা শ্রীপ্রভাস সেন মজুমদার, শ্রীসুজিত কুমার ভট্টাচার্য ও শ্রী শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিকেশন্স এর শ্রীপার্থ ভট্টাচার্য ও শ্রীঅরিজিৎ আদিত্য এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এই প্রকাশনাটির ব্যাপারে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৩ জানুয়ারি,
২০০৩ইং

বিজয় কুমার ধর
সভাপতি

বিনোদবিহারী দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

‘হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি’ এবং ‘হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি’ হেড়ম্ব বংশীয় শেষ নৃপতি মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের (১৮১৩-১৮৩০) স্বাক্ষরিত রাজকীয় আইন। কেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে এই আইন প্রণীত হয়েছিল এ সম্পর্কে উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ লিখেছেন, “ “কাছাড়ীর নিয়ম” বা কাছাড়ী রাজাগণের আইন বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়। কথিত আছে কাছাড়ের সমতল ভাগ কাছাড়ী জাতি অধিকার করিলে বাঙ্গালী প্রজাবর্গের বিচার কার্যে বহু অসুবিধা ঘটে। এই অসুবিধা নিবারণ কল্পে বাঙ্গালা ভাষায় আইন প্রচারিত হয়। রাজগুরু এই আইনের সাহায্যে বাঙ্গালী প্রজাগণের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন।” (কাছাড়ের ইতিবৃত্ত / পৃঃ ৮৯)।

সমতল কাছাড়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু পূর্বকাল থেকেই এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। ভারত-আর্যগোষ্ঠীর মানুষেরা গান্ধেয় সমতল হয়ে পূর্বদিকে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, বরাক উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত হবার পর পর্বতসঙ্কুল অরণ্যভূমির জন্য তা ব্যাহত হয়েছিল। ইতিহাসবিদরা খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এই উপত্যকার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। ঐ সময় সমতল কাছাড়ে ত্রিপুরী রাজ্য গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এ অঞ্চল ছিল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর ভাটেরা তাম্রলিপি অনুযায়ী বরাক উপত্যকা তখন শ্রীহট্ট রাজ্যের অধীনে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকা ও সন্নিহিত অঞ্চলে গৌড়, লাউড়, জয়ন্তীয়া ইত্যাদি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচ সেনাপতি চিলারায় কাছাড়ে কোচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ১৫৩৬ খ্রিঃ আহোমদের হাতে পরাজিত হয়ে ডিমাসা রাজারা ডিমাপুর থেকে মাইবঙ্গ তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কাছাড়ের শেষ কোচ রাজা অপুত্রক ভীম সিংহের কন্যা কাঞ্চনীর সঙ্গে ডিমাসা রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ১৭৫০ খ্রিঃ রাজধানী মাইবঙ্গ থেকে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। এই রাজবংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ।

দণ্ডবিধির দুটি পুথি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ‘গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা’ কর্তৃক এবং ঋণাদানবিধি ও দাসদাসী বিষয়ক পুথি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ‘শ্রীহট্ট কাছাড় অনুসন্ধান সমিতি’র প্রথম গ্রন্থ রূপে হরগোবিন্দ সেন (ভাস্করপার, বিহাড়া) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থই সম্পাদনা করেছিলেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বিদ্যাবিনোদ, তর্কসরস্বতী। পুথিগুলোর বিবরণ এবং সংগ্রহের সূত্র ইত্যাদি পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

‘হেডস্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪; ভূমিকা + ক পুথি + খ পুথি = ২৭ + ৩০ + ১/০। J.C. Ghose কর্তৃক সরস্বতী প্রেস, ২৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতায় মুদ্রিত।

‘হেডস্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১; প্রকাশকের নিবেদন + ভূমিকা + ঋণাদানবিধি + পরিশিষ্ট (দাসদাসী বিয়য়ক পুথি) = ২ + ৮ + ১৮ + ৩। রাধাকান্ত সাধ্য কর্তৃক সাধ্য প্রেস, শিলচরে মুদ্রিত।

মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের নামাঙ্কিত এই বিধি দুটির উৎস ‘বিবাদ দর্পণ’ নামক গ্রন্থ। ‘দেববানি ও ভাষাতে’ অর্থাৎ সংস্কৃত ও বাংলায় লিপিবদ্ধ হয়ে ঋণাদান বিধি ‘শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে’ (১৮১৬ খ্রিঃ) এবং দণ্ডবিধি ‘শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে’ (১৮১৭ খ্রিঃ) জারি করা হয়েছিল। দণ্ডবিধিতে ‘শুদ্ধি চিন্তামণি’ ও ‘বিবাদ নির্ণয়’ নামে আরও দুটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের জিজ্ঞাসার উত্তরে পঞ্চমণ্ড পরগণার অন্তর্গত খাসা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ‘স্মৃতিসন্দর্ভ’ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত রামনাথ বিদ্যারত্ন জানিয়েছিলেন ‘শুদ্ধি চিন্তামণি’ বাচস্পতি মিশ্র এবং ‘বিবাদ নির্ণয়’ গোপাল পঞ্চাননের রচনা। ‘বিবাদ দর্পণ’ গ্রন্থের কোন পরিচিতি জানা যায়নি। বাচস্পতি মিশ্র ও গোপাল পঞ্চানন প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত। লক্ষ্মণীয় দিকটি হল, সমগ্র বাংলা দেশে রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি অনুসৃত হলেও বরাক-সুরমা উপত্যকার অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত। স্মৃতি শাস্ত্রের তিনটি যুগের মধ্যে সূত্র যুগ ও সংহিতা যুগকে প্রাচীন স্মৃতির যুগ নামে অভিহিত করা হয়। সূত্র ও সংহিতাই প্রাচীন স্মৃতি।

‘বিবাদ দর্পণ’ গ্রন্থের হৃদিশ পাওয়া না গেলেও বিধি দুটির উৎস নির্ণয়ে কোন সমস্যা হয়নি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, ‘এই সকল বিধি প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত’। এজন্যই তিনি কাছাড়ের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস চর্চায় বিধিদুটিকে প্রত্যক্ষ তথ্যসূত্রের মর্যাদা দিতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিধি দুটির অনুসরণে তৎকালীন সমতল কাছাড়ের সমাজ জীবনের অন্যান্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, কেবল অপরাধ ও দণ্ডের ক্ষেত্রেই নয় -- ঐতিহ্যগত ভাবে প্রাচীন স্মৃতির অবিকল কিছু আদর্শ সমতল কাছাড়ের অন্যত্রও দৃষ্ট হয়।

ইংরেজ অধিগ্রহণের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত এখানে ভূমি বন্দোবস্ত পদ্ধতিটির নাম ছিল ‘খেলপ্রথা’। ‘খেল প্রথার’ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ লিখেছেন, ‘সম্মিলিত একদল লোক একযোগে রাজার নিকট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইত। এইরূপ প্রত্যেক বন্দোবস্ত রাজ নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক রাজ বিভিন্ন ‘খেলে’ বিভক্ত ছিল। খেলের প্রত্যেক

ব্যক্তিকে নিজের কর্ষিত ভূমির রাজস্বের জন্য এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সেই খেলের সমুদয় রাজস্বের জন্য দায়ী হইতে হইত। এক রাজ্যের মধ্যে যতগুলি খেল থাকিত, তাহাদের প্রত্যেকের ঐ রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য খেলের রাজস্বের জন্যও দায়ী হইতে হইত।” (কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২১) প্রত্যেক ‘খেল’ এর একজন নির্বাচিত / মনোনীত প্রতিনিধি থাকতেন। খেলের মুখপাত্রের উপাধি ছিল ‘খেল মোক্তার’। খেলের সদস্যরা ‘মোক্তার’ নির্বাচন করতেন। একই ধরনের শাসন পদ্ধতির কথা আছে মনুস্মৃতিতে।

“গ্রামস্যাধিপতিং কুর্যাদদশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশধঃ সহস্রপতিমেব চ।।

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।

শংসেদগ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে।।

বিংশতীশস্ত তং সর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ। (৭/১১৫ - ১১৭)

[অনুবাদঃ - প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশ গ্রামের একজন, বিংশতি গ্রামের একজন, শত গ্রামের একজন এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি রাজা নিযুক্ত করিবেন।। গ্রামে চৌর্যাদি কোন প্রকার দোষ সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধা করিতে অসমর্থ হইলে দশ গ্রামাধিপের নিকট তাহা আবেদন করিবেন এবং তিনিও যদি তৎপ্রতীকারে সমর্থ না হন, তবে বিংশতি গ্রামাধিপের নিকট জানাইবেন।। এইরূপ বিংশতি গ্রামাধিপ শতাধিপকে এবং শতাধিপ সংস্রাধিপকে জানাইবেন।।]

সমতল কাছাড়ে ‘খেল মোক্তার’ ছাড়াও ‘দেশমুখ্য’ নামে নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক আর এক ধরনের শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধি ছিলেন। দেশমুখ্যরা নিজ নিজ এলাকায় বিবাদ বিসংবাদের বিচার করতেন, ক্রিয়া - কর্মের বিধান দিতেন। (পরিশিষ্ট - ৩ দ্রষ্টব্য) ‘গ্রামিক’, ‘দশগ্রামাধিপ’ ইত্যাদি ছাড়াও আর এক ধরনের প্রশাসকের কথা বলেছেন মনু :

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্বার্থচিত্তকম্।

উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্।।

স তাননুপরিব্রাজ্যেৎ সর্বানিব সদা স্বয়ম্।

তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ।। (৭/১২১, ১২২)

[অনুবাদঃ - প্রত্যেক নগরের কার্য্য তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রধান উচ্চবংশ সন্তৃত, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানে সমর্থ নক্ষত্র মধ্যে ভার্গবাদি গ্রহ সদৃশ ভয়ঙ্কর তেজস্বী, অতিশূর এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা রাজার কর্তব্য। এই নগরাধ্যক্ষের কর্তব্য - পূর্ব নিয়োজিত গ্রামাধিপতিগণের কার্য্য সকল সময়ে সময়ে স্বয়ং সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ

করা এবং নিয়োজিতচার দ্বারা তাহাদের চেষ্টিত বিষয় সকল বিশেষ রূপে অবগত হওয়া।]

রাজার তরফে ‘দেশমুখ্য’দের লিখিত ভাবে যে সব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এতে মনে হয় কাছাড়ের ‘দেশমুখ্য’রা প্রাচীন ভারতের ‘গণমুখ্য’দের মতই শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ‘গণমুখ্য’ এবং ‘দেশমুখ্য’ শব্দ দুটির মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। ‘গণ’ এর মুখ্য ব্যক্তি থেকে ‘দেশ’ এর মুখ্য ব্যক্তি — এভাবে শব্দটি পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়।

স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণিত গ্রামশাসন পদ্ধতির সঙ্গে ‘খেল’ প্রথার সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ‘খেল’ শব্দটির অর্থ নিয়ে প্রশ্ন উচ্চারণ স্বাভাবিক। আমাদের অনুমান, ‘খেল’ কথাটি এসেছে ‘খিল’ শব্দ থেকে। ‘খিল’ শব্দের অর্থ অকৃষ্ট বা অচ্যা ভূমি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে অনাবাদি জমি অর্থে ‘খিল ভূমি’ কথাটির ব্যবহার আছে, — ‘সরকার হইল কাল / খিল ভূমি লিখে নাল/ বিনি উবগারে খায় ধুতি।’

বৃটিশ অধিকারের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত সমতল কাছাড়ে যে ভূমি পরিমাপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক ছিল ‘তিল’। পরিমাপের ক্রম ছিল এরকম ;

২০ তিলে	১ কাগ
৪ কাগে	১ কড়া
৪ কড়ায়	১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায়	১ পণ
৪ পণে	১ রেখ
৪ রেখ বা ১৬ পণে	১ জষ্টি
৭ জষ্টিতে	১ পোওয়া
৪ পোওয়াতে	১ কেদার
৩ কেদারে	১ চৌক
৪ চৌক বা ১২ কেদারে	১ হাল

‘হালের’ সমার্থক আর একটি একক ছিল ‘কুলবা’। এসব এককের অন্তত তিনটি ‘কেদার’, ‘হল’ এবং ‘কুল’ মনুস্মৃতিতে আছে। ‘কেদার’ শব্দটি ক্ষেত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত শ্লোকে, —

ভূমাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ।

নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ।। (৯/৩৮)

[অনুবাদ :- ইহাও দেখা যায়, — এক ক্ষেত্রে কৃষকগণ কর্তৃক যথাকালে উগ্ধ নানাবিধ বীজ স্বভাবতঃ বীজানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারই ধারণ করিয়া থাকে।]

গ্রামাধিপতির প্রাপ্য ভূমি প্রসঙ্গে 'হল' এবং 'কুল' একক দুটির ব্যবহার হয়েছে।

দশী কুলন্তু ভুক্তীত বিংশী পঞ্চকুলানি চ।

গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্।। (৭ / ১১৯)

[অনুবাদ :- দশ গ্রামাধিপতি 'কুল' পরিমাণ ভূমি (ছয়টি গরুর সমাবেশে এক 'হল', সেইরূপ দুই 'হল' মিলিত হইয়া যে পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিতে পারে তাহাকে 'কুল' কহে) বিংশতি গ্রামাধিপতি পঞ্চকুল পরিমিত ভূমি, শতগ্রামপতি একটি সম্পূর্ণ গ্রাম এবং সহস্রগ্রামপতি 'পুর' ভোগ করিবেন।]

মনুস্মৃতিতে 'হল' এবং 'কুল' আলাদা আলাদা একক। কিন্তু উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী কাছাড়ে 'হল' এবং 'কুলবা' শব্দ দুটি সমার্থক। কাছাড়ের ভূমি রাজস্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "প্রতি 'কুলবায়' বা 'হালে' ১২ কাহন কড়ি রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। প্রতি টাকায় ৫ হইতে ৭ কাহন পর্য্যন্ত কড়ি পাওয়া যাইত। একটি গরু দিয়া যে পরিমাণ ভূমি চাষ হয় তাহা হাল বা কুলবা নামে নির্দিষ্ট হইত। এক হাল ভূমি ১৪ বিঘা অথবা ৪.৮২ একরের সমান। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী $১\frac{১}{২}$ কেদার ও ক্ষেত্র $১০\frac{১}{২}$ কেদার ভূমিতে অবস্থিত।" (কাছাড়ের ইতিবৃত্ত / পৃঃ ১২৩)

ভূমি পরিমাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'কুলবা' এককটি বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষে গুপ্তযুগে ভূমি পরিমাপে ব্যবহৃত এককগুলো ছিল 'পাটক', 'কূল্যবাপ', 'দ্রোণবাপ' এবং 'আড়বাপ'। গুপ্ত যুগে বেশি ব্যবহৃত 'কূল্যবাপ' একক সম্পর্কে ড° দীনেশ চন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্ত হল, $১২\frac{৩}{৪}$ থেকে ১৬ মণ ধান্যবীজ যে পরিমাণ জমিতে বপন বা রোপণ করা যেত, সেই পরিমাণ জমির নাম ছিল 'কূল্যবাপ'। কাছাড়ে প্রচলিত 'কুলবা' বা 'কুলবায়' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "বাংলায় দোন এবং আড়া অর্থাৎ প্রাচীন দ্রোণবাপ এবং আড়বাপ বা আড়কবাপের সম্মান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কূল্যবাপের মত কোনও ভূমি মাপের নাম পাইনি। কিন্তু কাছাড়ে প্রচলিত 'কুলবায়' সংজ্ঞক যে ভূমি পরিমাণের কথা শোনা যায়, সেটি প্রাচীন কূল্যবাপ নামটির অপভ্রংশ হতে পারে। কাছাড়ে ১৪ বিঘা জমিতে এক কুলবায় হয়। কিন্তু গুপ্তযুগের কূল্যবাপ এর চেয়ে অনেক বড় ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।" (সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৯ / পৃঃ ১৩১)

কোন অঞ্চলে সুদৃঢ় কৃষি অর্থনীতি এবং স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠলেই জমির মাপ-জোখের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন ভারতের ভূমি পরিমাপের সঙ্গে কাছাড়ের ভূমি পরিমাপের আয়তনগত পার্থক্য থাকলেও পরিভাষাগত এই সাদৃশ্য অন্তত এরকমই ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ববর্তীকালে কাছাড়ে একটি সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল এবং তৎকাল প্রচলিত ভূমি

পরিমাপের এককেই জমির হিসেব নিবেশ হত।

বরাক উপত্যকায় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত কিছু সংস্কার বিশ্বাস আপাতদৃষ্টিতে লৌকিক বলে মনে হলেও সেগুলো স্মৃতির অনুশাসন। একালের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে চলাফেরা, স্নান-ভোজন, স্ত্রী সহবাস, পূজা-অর্চনা, গো সম্পদ পরিচর্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার এমনভাবে তাদের জীবন সংলগ্ন করে নিয়েছেন যে ধ্রুপদী ঐতিহ্য এখন লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

নূতন কোন এলাকা কোন রাজবংশের শাসনাধীনে আসার পর সেই বিশেষ অঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্য আলাদা আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হতেই পারে। এরকম ক্ষেত্রে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণীত আইনে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের অনুমান সমতল কাছাড়ে প্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত থাকার সূত্রেই মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ নামাঙ্কিত বিধি দুটিতে স্মৃতির অনুশাসন 'অবিকৃতভাবে' 'অন্তর্নিবিষ্ট' করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে, দণ্ডবিধির 'খ' পুথিটি সমতল কাছাড়ে প্রচলিত প্রাচীন আইনেরই কয়েকটি ছিল পৃষ্ঠা। নন্দলাল বর্মণ বলেছেন 'খ' পুথিটি মহারাজ তাম্রধ্বজ নারায়ণের (১৬৯৯-১৭০৮) আমলে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সবধরনের রচনাতেই সংশ্লিষ্ট রাজার নাম পুষ্পিকা ছাড়া অন্যত্রও উল্লিখিত হয়। এটাই ছিল সভা সাহিত্যের রীতি। হেডম্ব রাজসভাশ্রিত সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাজাদের রচিত গান, শ্রীনারদি রসামৃত, রাসোৎসব গীতমালা সর্বত্রই ভগিতা অংশে রচয়িতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে পৃষ্ঠপোষক রাজা বা রাণীর নাম আছে। কিন্তু 'খ' পুথিতে কোন রাজার নাম নেই। তবে আনুসঙ্গিক তথ্যাদি না পাওয়ায় প্রাপ্ত পুথিটির ঐতিহাসিকতা যথার্থভাবে নিরূপণ করার মতো উপাদানেরও অভাব রয়েছে।

অতএব আমাদের ধারণা 'এই 'বিবাদদর্পণ' গোবিন্দ চন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়ের কাছাড়ের আইনেরই নাম' — পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদের এই অনুমানই সঠিক। পূর্বকাল থেকেই সমতল কাছাড়ে একটি আলাদা নিয়মের অস্তিত্বের ইঙ্গিত রাজকীয় নথিতেও আছে। ১৭৩৬ খ্রিঃ কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ (১৭৩৫-১৭৪৫) মণিরামকে 'কাচারির নিঅমে' উজির নিয়োগ করেছিলেন। 'কাচারির নিঅম' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। ডিমাসা রাজারা হেডম্ব বংশোদ্ভূত বলে পরিচিত এবং তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চলের নাম 'হেডম্বদেশ'। ভবিষ্যপুরাণে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, -

বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঃ হেডম্বর মণিপুরকম্।

লৌহিত্যস্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্।। (ব্রহ্মখণ্ড, ৬।৬৪)

ত্রিপুরী রাজমালার (কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পা./১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ) বর্ণনা অনুসারে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আগত দূত ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচনের কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে ;--

হেডম্বের পতি মোকে দিছে পাঠাইয়া।

হেডম্বর রাজার কন্যা বিভা কর গিয়া।। (প্রথম লহর / পৃঃ ২২)

ডিমাসা রাজসভার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি 'শ্রীনারদি রসামৃত' পুথিতে মহারাজা তাম্রধ্বজ (১৬৯৯ - ১৭০৮) ও সুরদর্প নারায়ণের (১৭০৮ - ১৭২০) পরিচয় হেডম্বরধিপতি ;

হেডম্বর ঈশ্বর তাম্রধ্বজ নৃপমণি।

ধর্ম অবতার রাজা আছিল আপনি।। (১৩ অধ্যায়)

দণ্ডবিধি ও ঋণাদানবিধিতে গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের পরিচয় 'হেডম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুর'; চিঠি পত্রে রাজাদের পরিচিতি 'হেডম্বেশ্বর'; সীলমোহরে খোদিত হয়েছে 'হিড়িম্বাধীশ্বর' (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, সুরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২)। চন্দ্রমোহন বর্মণের কবিতায়ও দেশের নাম হেডম্বর দেশ, -- 'এথায় হেডম্বর দেশে সুরদর্প রাজা।/ আশ্বিনে প্রতিমা গড়ি করে দুর্গাপূজা'। অতএব মণিরামকে নিজস্ব নিয়মে উজির নিয়োগ করলে নিয়োগ পত্রে 'হেডম্বের নিঅম' কথাটি লেখাই কাঙ্ক্ষিত ছিল। তা না হওয়ায় 'কাচারীর নিঅম' কথাটি সমতল কাছাড়ে প্রচলিত আলাদা একটি নিয়মের অস্তিত্বকেই ইঙ্গিত করছে বলে মনে হয়।

মহারাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও এর ফলশ্রুতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাতাবরণ মোটেই স্থিতিশীল ছিল না। 'শক ১৭৩৭ সাল মাহে ১ ফাল্গুন' তারিখের চিঠিতে গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কলকাতার গভর্ণর জেনারেলকে জানাচ্ছেন, তুলারামের পিতা খাসাডেও তাঁর সঙ্গে 'যুদ্ধ করিতে সজ্জ সন্ধান করি আমার গুআবাড়ির পাট পর্য্যন্ত আসি আমল করিয়াছে এহাতে নিতান্ত সন্তুষ্ট হৈয়াছি পূর্বের মদ্রাতা আপন নিকট যাইয়া শরণাপন্ন হৈয়া ছিলেন তদনুসারে আমিহ শরণাপন্ন আমাদের সর্ব্বাংশে মুরব্বী আপনে আপন বহি অন্যাশ্রয় নাই...' (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, পত্র নং -- ১৫৩) 'সন ১৭৩৮ সাল মাহে ১৫ - আষাঢ়' তারিখের চিঠিতে রাজা লিখেছেন, 'একক নিরাশ্রয় জ্ঞানে আমাকে ভূত্যালোকে উৎপাটন করিতে চেষ্টা পান তাহাকে নিরন্তর সন্দেহ বিষয় আমি শরণাপন্ন আমাদের

আপন বহি আশ্রয়ান্তর নহি এহাতে যদ্যপি কম্পানী সরকারের ২০ জনা ছিপাহি আমার নিকট থাকেন তবে নিঃসন্দেহক্রমে আত্মরক্ষণপূর্বক রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারি...' ; (পত্র নং-১৫৭) 'শক ১৭৩৮ সাল মাহে ৩ মাঘ' তারিখের চিঠিতে 'শিপাহি ও বন্দুক' এসে না পৌছানোয় গোবিন্দচন্দ্র বিলম্বের কারণ জানতে চেয়ে লিখছেন, 'কি জন্যে অদ্য যাবৎ ঐ সমস্ত আমার দেশে আসিয়া না পহুছিলেক কারণ পুনরায় ইন্ডিয়া করিতেছি আমার দেশে নিতান্ত উৎপাত উপস্থিত হৈয়াছে' (পত্র নং- ১৫৮); আবার 'শক ১৭৩৯ সাল মাহে ১৩ পৌষ, তারিখে তিনি গভর্ণর জেনারেলকে জানাচ্ছেন 'অদ্য ব্রহ্মার লোক সহকারে মণিপুরিয়া অসংখ্য ফৌজ লৈয়া ঐ মণিপুরের শ্রীযুত মারজিত সিংহ রাজা আসিয়া আমাদের দেশ প্রায় আমল করাতে উহার সঙ্গে যুদ্ধ করণের অসামর্থ্য অতএব গোচর করি শত্রু নিগ্রহ করি দেশ আমল করিবেন' (পত্র নং - ১৬১)।

এই অস্থির পরিস্থিতির কথা অন্যত্রও উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশনের কর্ণধার বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১ - ১৮৩৪) পুত্র ফেলিক্স কেরী (১৭৮৬ - ১৮২২) নানা ভাগ্য বিড়ম্বনার পর ১৮১৭ খ্রিঃ মে মাসের শেষের দিকে কাছাড়ে এসে উপস্থিত হন। গোবিন্দ চন্দ্র ফেলিক্স কেরীকে বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে উদ্যোগী হলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিক্স তাঁর পিতার কাছে কাছাড়ের অশান্ত পরিস্থিতির কথা জানিয়ে (প্রথম লহর / পৃঃ ২২). একটি চিঠি লিখেন। "Felix wrote a long letter to his father describing elaborately the disturbed condition of the country and indicated the possibility of the expansion of British power in that state, or at least its influence could be increased." (Felix Carey (A Tiger Tamed) / Sunil Kumar Chattarjee, Calcutta, 1991 / P. 74). এই পরিবেশ নূতন আইন জারি করার মত অনুকূল নয়; অতএব আমাদের অনুমান স্থানীয় ঐতিহ্যকেই মহারাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ স্বনামে নামাঙ্কিত করে রাজকীয় অনুমোদন প্রদান করেছিলেন।

তবে সঙ্কলিত হলেও দণ্ডবিধি ও ঋণাদানবিধির সঙ্গে জন জীবনের কোন প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্ক ছিল কি না এ সম্পর্কে সংশয় আছে। ভারতীয় সমাজ জীবনের যে অবস্থায় স্মৃতির অনুশাসন বিধিবদ্ধ হয়েছিল উনিশ শতকে তা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অন্যত্রও স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবহারযোগ্যতা কমে যেতে থাকে। যদিও আদর্শ হিসেবে সর্বত্রই স্মৃতির অনুশাসন একধরনের স্বতন্ত্র মর্যাদা বহন করত। এমতাবস্থায় বিধি দুটির কোন প্রায়োগিক গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয়

না। এগুলি ছিল নিতান্তই তাত্ত্বিক। হিন্দু আইনের ঐতিহ্যে দণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা। রাজাকে সৃষ্টি করার আগেই তিনি দণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

অস্যার্থে সর্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্মমাত্রজম্।

ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্বমীশ্বরঃ॥ (৭।১৪)

[অনুঃ- রাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্বকালে সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা ধর্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।]

দণ্ডের ভয়ে কেউই নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না। দণ্ডই রাজ্যের নেতা — ‘স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ’। (৭।১৭)। দেব, দানব, গন্ধর্ব, নিশাচর বিহঙ্গ এবং সর্প — সকলেই দণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে জগতের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। দণ্ডই ধর্মের মূল, সকলে নিদ্রিত থাকলেও দণ্ড জাগ্রত থাকেন, — ‘দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ॥’ (৭।১৮)। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুমান, প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যশাসনের এই পরম্পরাগত ধারণাকে মান্যতা দিতেই বিধি দুটি সঙ্কলিত হয়েছিল। পাশ্চবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যেও আদর্শ হিসেবে ‘রাজধর্মের’ অস্তিত্ব ছিল। রাজমালায় একাধিকবার ‘রাজধর্ম’ কথাটির উল্লেখ দেখে কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেছেন, “এই সকল ‘রাজধর্ম’ শব্দের প্রয়োগদ্বারা রাজার অনন্ত কর্তব্য পালনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। রাজা হইয়া, রাজোচিত ধর্ম পালন না করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ বশে রাখা যায় না, এবং সুবিচারের অভাবে রাজার পতন অনিবার্য, একথাও বলা হইয়াছে।” (শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ/পৃঃ ৩০২)। সামাজিক জীবনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ‘রাজধর্মের’ অনুসরণ ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে তিনি এর আদর্শগত মূল্যের কথাই বলেছেন; “কাল বিপর্যয়ে শাস্ত্রোক্ত সকল কথা পালন করিয়া চলা রাজগণের পক্ষে অসম্ভব এবং কোন কোন অংশ অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন হইলেও এই সকল মূল্যবান হিত - কথা তাঁহাদের আলোচনাযোগ্য বলিয়া মনে হয়।” (পৃঃ ৩৩২)। হেড্‌স্বরাজ্যের বিধি দুটি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। একটি স্বাধীন রাজ্যের নিজস্বতা বোঝাতে হেড্‌স্বরাজ্যের ‘ব্যবস্থাপক পণ্ডিতবর্গ’ ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে প্রাচীন স্মৃতির বিধানকে ‘দেববানি ও ভাষাতে’ বিন্যস্ত করেছিলেন বলেই মনে হয়।

ঋণাদানবিধি ও দণ্ডবিধির প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত আলোচনার সূত্রে যে ইঙ্গিতগুলো পাওয়া যায় তা হল, (ক) সমতল কাছাড়ে সুদৃঢ় কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক একটি সমাজজীবন দূর অতীত থেকেই গড়ে উঠেছিল; (খ) সেই সমাজ জীবনের দৈনন্দিন ও সমষ্টিগত জীবনচর্যা আর্থ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসারী ছিল। (গ) কোন ধরনের বহিরাক্রমণ না ঘটায় সূচনা পর্ব

থেকে বৃটিশ অধিগ্রহণের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত সমতল কাছাড়ের ভূমি পরিমাপ ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি; দূর অতীত প্রসঙ্গে অনালোচিত একটি তথ্যসূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' প্রণেতা কৈলাস চন্দ্র সিংহ, বিদ্যভূষণ (১২৫৮ - ১৩২১) 'হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ' নিবন্ধে (ভারতী, শ্রাবণ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) এবং হারাণ চন্দ্র রাহা তাঁর 'রণচণ্ডী' (১২৮৩) উপন্যাসে লিখেছেন, ইংরেজ অধিগ্রহণের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত কাছাড় জেলার সদর শহর শিলচরের নাম ছিল শিলাচল / সিলচল। কৈলাস চন্দ্র সিংহের অনুমান, হিউয়েন সাঙ সমতটের পূর্বে 'চিলিছাতাষ' নামে যে জনপদের কথা তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন সেটি শ্রীহট্ট নয়, - শিলাচল অর্থাৎ বর্তমান শিলচর। এই অনুমান সত্য হলে খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দীতে সমতল কাছাড় ছিল একটি সমৃদ্ধ রাজ্য।

ঋণাদানবিধি ও দণ্ডবিধি সংস্কৃত আইনের বঙ্গানুবাদ। বাংলায় আইনের অনুবাদ ও চর্চাকে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। (দুশ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য-পুথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮)। সেই বিভাজন অনুযায়ী প্রথম পর্বের সীমা ১৭৭২ খ্রিঃ থেকে ১৮৩৮ খ্রিঃ। 'বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন সংস্কার মূলক নির্দেশনামা থেকে রাজভাষা হিসাবে ফারসীর বিতাড়ন ও ইংরেজির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত' সময় এই পর্বের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য ঋণাদানবিধি ও দণ্ডবিধি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৭৭ খ্রিঃ কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা দেশীয় প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র ও স্মৃতি সংহিতার অনুবাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এর উৎসাহে জোনস ও উইলকিন্স মনুস্মৃতির ইংরেজি অনুবাদ (*Institute of Hindu law*) এবং হ্যালহেড হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের (*A Code of Gentoo Law*) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। কিন্তু বাস্তব সম্মত কারণে ইংরেজের নিয়মবদ্ধ আইনের বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইংরেজি আইনের প্রথম বঙ্গানুবাদ জনাথান ডানকানের 'রেগুলেশন্স ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস ইন দি কোর্টস অফ দেওয়ানী আদালত' বা 'ইম্পে কোড' (১৭৮৫); পরবর্তী আরও দুটি অনুবাদ হল এন. বি. এডমন্স্টোন-এর 'বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন অফ রেগুলেশন্স ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস ইন দি ফৌজদারি অর্ ক্রিমিনাল কোর্ট', (১৭৯১) এবং হেনরি পিটার ফরস্টার এর 'গভর্নর বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন' সংক্ষেপে 'কর্ণওয়ালিশ কোড' (১৭৯৩)। (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ফরস্টার এর অনুবাদটির কথাই বলেছেন)। ঋণাদানবিধি ও দণ্ডবিধি এর পরের; কিন্তু দণ্ডবিধির 'খ' পুথিটি এর পূর্ববর্তী। হেডশ্ব রাজসভায় সরকারী কাজে কর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার

‘খ’ পুঁথিটি এর পূর্ববর্তী। হেডম্ব রাজসভায় সরকারী কাজে বর্ম বাঙলা ভাষার ব্যবহার আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত। ‘কছাৰী’ বুৰঞ্জীতে ১৬২৭ শকাব্দে (১৭০৫ খ্রিঃ) দুয়ারা বরফুকনকে লেখা হেডম্বরাজার একটি চিঠি সঙ্কলিত হয়েছে। ‘প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন’ গ্রন্থে সঙ্কলিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণকে লেখা হেনরী লজ এর চিঠির তারিখ ‘সকাব্দা ১৭১৬ মাহে ১৮ বৈশাখ’ (পত্র নং ৫২)। বাংলা গদ্য চর্চায় প্রাচীন রাজসভার এই অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন, “কাজেকর্মে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা কাছাড় কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।” (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯১ / পৃঃ ২০৭)।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধির ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। অনুবাদ কর্মটি Translation of the Penal Code of the Last King of Cachar নামে প্রকাশিত হয়েছিল। অনূদিত গ্রন্থটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ/সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১১০) ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯। সম্প্রতি Penal Code of Herambo Monarchs (2000) নামে গৌরী সেনের সম্পাদনায় দণ্ডবিধির ‘ক’ পুঁথির বাংলা অংশের একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত গ্রন্থটি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। The Queens of Cachar or Herambo and the History of the Cachari (১৯৭৪) গ্রন্থ প্রণেতা ইতিহাসবিদ নলিনীন্দ্র কুমার বর্মণের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাতে লেখা একটি কপি তিনি অনুবাদ করেছেন। কিন্তু প্রাপ্ত কপিটির কোন বিবরণ না থাকায় এবং দুস্পাঠ্য অংশ চিহ্নিত না করায় গ্রন্থটির প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের মত ধীমান পণ্ডিত সম্পাদিত একটি গ্রন্থের পুনর্সম্পাদনা যেকোন বিদ্যার্থীর কাছেই কঠিন পরীক্ষা। হেডম্ব রাজ্যের ইতিহাস পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি গ্রন্থের ভূমিকাই হুবহু মুদ্রিত হল। বলা বাহুল্য পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ইতিহাসের যে কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন পরবর্তী সময়ের বিচার বিশ্লেষণে তা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য্যের Cachar under British Rule (1977), ‘বরাক উপত্যকা : বহমান ইতিহাসের ধারা’ ও অন্যান্য রচনা)। ঘোষণা করার তারিখ অনুযায়ী ঋণাদান বিধি আগের। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের ক্রম অনুযায়ী দণ্ডবিধিকে প্রথমে সঙ্কলন করা হল। পরিশিষ্ট অংশ আমাদের সংযোজন। পরিশিষ্ট-১ এ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের

সঙ্গে দণ্ডবিধি ও ঋণাদান বিধির সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে। পরিপূরক বিবেচনায় পরিশিষ্ট ২, ৩, ৪ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হল। পরিশিষ্ট-২ এর সনদটি ইতিহাসবিদ দেবব্রত দত্ত সংগ্রহ করেছিলেন। পরিশিষ্ট-৩ ও ৪ এ আমার রচনা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে 'আসাম গার্ডিয়ান' (দ্বাদশ সংখ্যা, হাইলাকান্দি, আশ্বিন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ) ও অর্ধসাপ্তাহিক 'সাময়িক প্রসঙ্গ' (২১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, শিলচর, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮) পত্রিকায়। মনুসংহিতার অনুবাদগুলো নেওয়া হয়েছে পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে।

'হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি' গ্রন্থে সংযোজিত ঐতিহাসিক নিদর্শনের ১৩ টি আলোকচিত্রের মধ্যে Sir Edward Gait এর A History of Assam গ্রন্থ থেকে পুনর্গৃহীত 'ডিমাপুরের তোরণদ্বার ও স্তম্ভাবলী' ছবি দুটি ছাড়া অন্য সব ক'টি আলোকচিত্রই এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হল। যশোনারায়ণ ও গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের মুদ্রার আলাদা দুটি ছবি একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। ১৮০৯খ্রিঃ আদেশ পত্র, দেশমুখ্যের নিয়োগপত্র (২টি ছবি), ঋণাদানবিধি ও দণ্ডবিধি গ্রন্থের আখ্যা পত্র, গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের মোহর, শ্রীনারদি রসামৃত পুথির প্রথম পৃষ্ঠা - এই সাতটি ছবি নূতন সংযোজন।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যরা গ্রন্থটি পুনর্সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে আমার প্রতি যে প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন এতে স্বভাবতই অনুপ্রাণিত হয়েছি। অগ্রজ গবেষক ড° সুজিৎ চৌধুরীর স্নেহ নির্দেশ তথা বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে। সহযোগিতা করেছেন ড° জহর কান্তি সেন ও ড° আনন্দ মোহন মোহন্ত, ড° বিশ্বতোষ চৌধুরী। নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছেন কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয় কুমার ধর। শ্রীসঞ্জীব দেবলস্কর প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করে আমাকে উপকৃত করার পাশাপাশি তাদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে 'হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি' গ্রন্থটিও ব্যবহার করতে দিয়েছেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের আলোকচিত্র হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রচিত 'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্নেহাস্পদ ছাত্রপার্থপ্রতিম দাস। গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে স্মরণ করছি শ্রীবিনোদবিহারী দেবনাথের আগ্রহ ও সহযোগিতার কথা; তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো ধৃষ্টতারই নামান্তর, শুধু একথাই বলব - বন্ধুত্বের ঋণ অপরিশোধ্য।

২৬ জানুয়ারি, ২০০৩ ইং

গুরুচরণ কলেজ

শিলচর

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

১ গীতাংশবানগদ্যাদি
২ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩ কবিতাংশবানগদ্যাদি

৪ গীতাংশবানগদ্যাদি
৫ গীতাংশবানগদ্যাদি
৬ গীতাংশবানগদ্যাদি

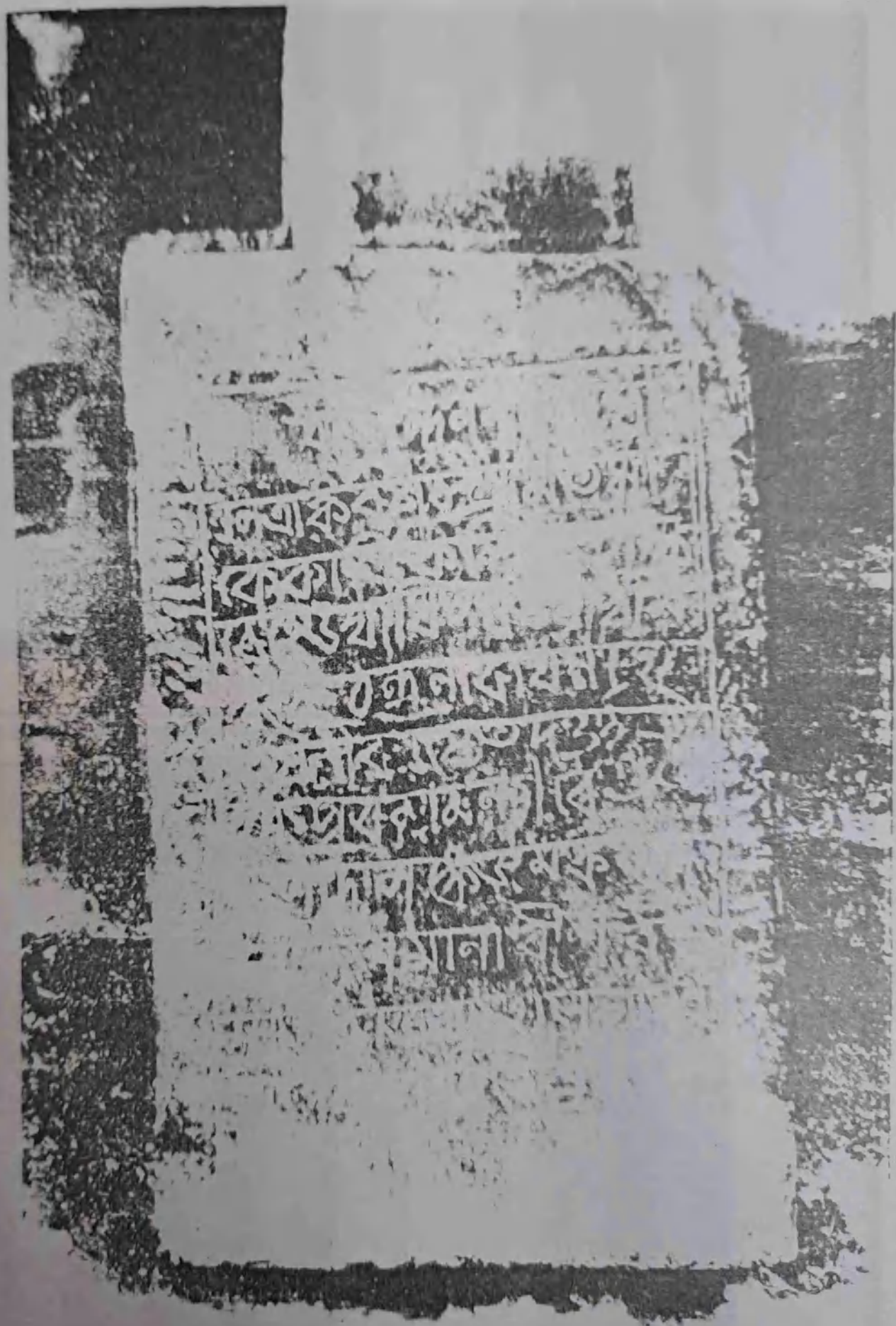
৭ গীতাংশবানগদ্যাদি
৮ গীতাংশবানগদ্যাদি
৯ গীতাংশবানগদ্যাদি

১০ গীতাংশবানগদ্যাদি
১১ গীতাংশবানগদ্যাদি
১২ গীতাংশবানগদ্যাদি

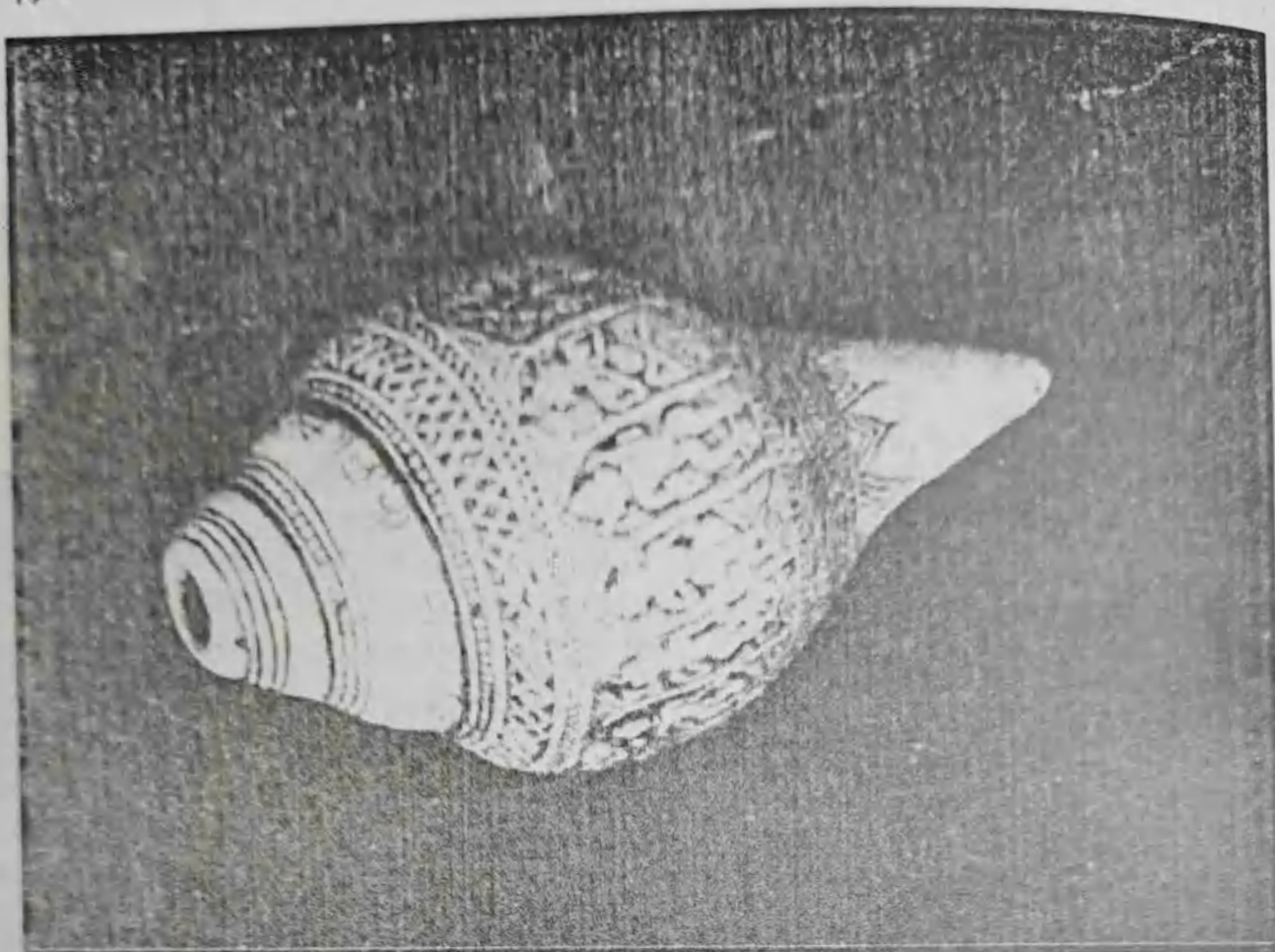
১৩ গীতাংশবানগদ্যাদি
১৪ গীতাংশবানগদ্যাদি
১৫ গীতাংশবানগদ্যাদি
১৬ গীতাংশবানগদ্যাদি
১৭ গীতাংশবানগদ্যাদি
১৮ গীতাংশবানগদ্যাদি
১৯ গীতাংশবানগদ্যাদি
২০ গীতাংশবানগদ্যাদি

২১ গীতাংশবানগদ্যাদি
২২ গীতাংশবানগদ্যাদি
২৩ গীতাংশবানগদ্যাদি
২৪ গীতাংশবানগদ্যাদি
২৫ গীতাংশবানগদ্যাদি
২৬ গীতাংশবানগদ্যাদি
২৭ গীতাংশবানগদ্যাদি
২৮ গীতাংশবানগদ্যাদি

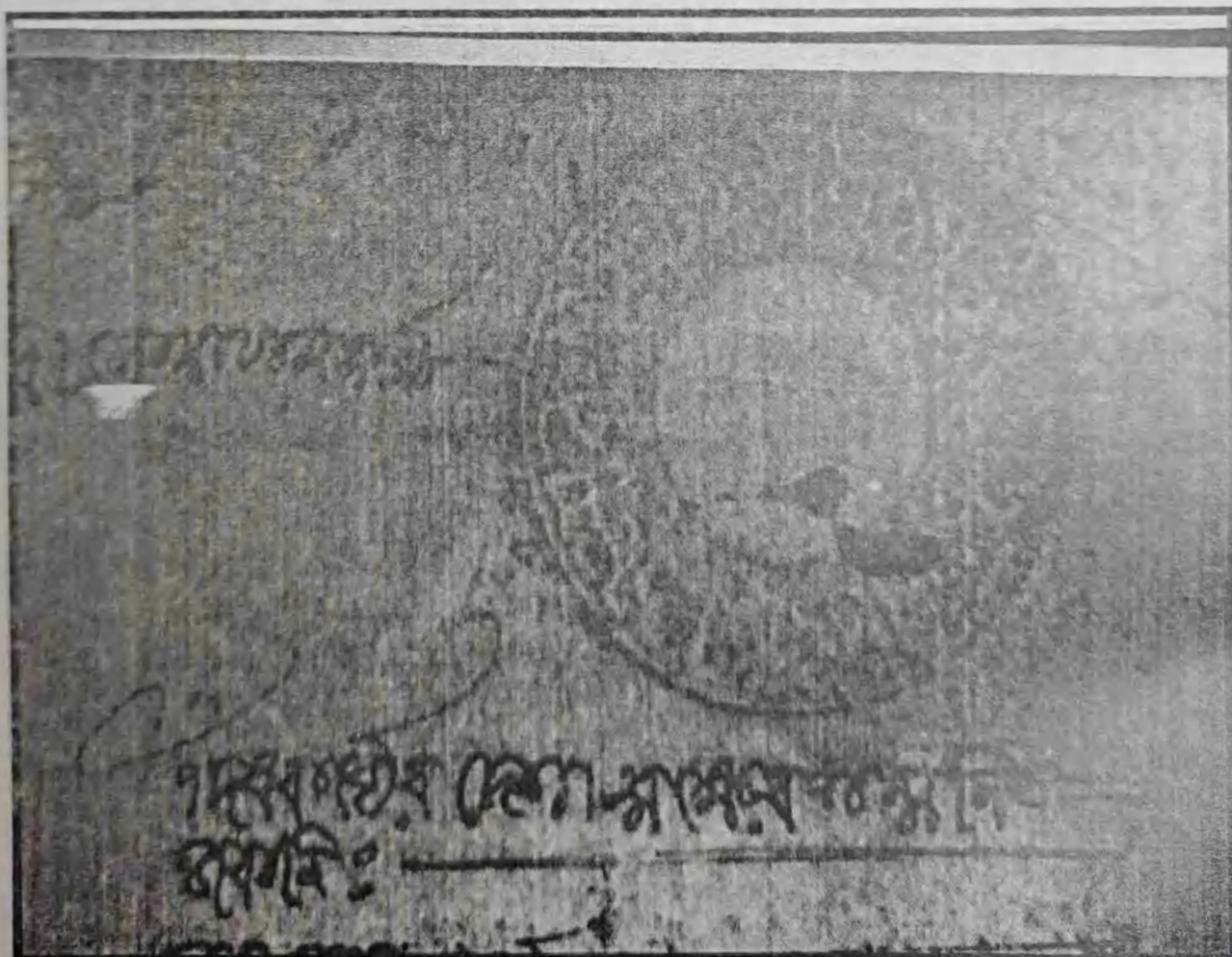
২৯ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩০ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩১ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩২ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩৩ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩৪ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩৫ গীতাংশবানগদ্যাদি
৩৬ গীতাংশবানগদ্যাদি



খাসপুরে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি



মহারাজা বীরদর্প নারায়ণের দশ অবতার অঙ্কিত শঙ্খ



মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের মোহর



যশোনারায়ণের রৌপ্যমুদ্রা ।



যশোনারায়ণের সিকি ।



গোবিন্দচন্দ্রের রৌপ্যমুদ্রা ।



মাইবঙ্গের পাষণ মন্দির

অনুসন্ধানমিতি ১৯০৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

হেডমস্টারের ঋণাদান বিধি।

কাছাড়ের শেষ হিসাবীকৃত গ্রন্থ প্রণয়ন
নারায়ণের কাছাড়কালে প্রচলিত ঋণাদানের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ
বিভাগীয়, ওষসরস্বতী সন্দানিভ

শ্রীহরগোবিন্দ সেন
প্রকাশক।

মূল্য ১০ টাকা।

সং ১৮৮৩ খ্রিঃ
হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি।

কাছাড়ের শেষ ভূপতি গোবিন্দচন্দ্র

প্রণীত।

(সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় লিখিত।)

শ্রীযুক্ত

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

গোহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাপতি

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

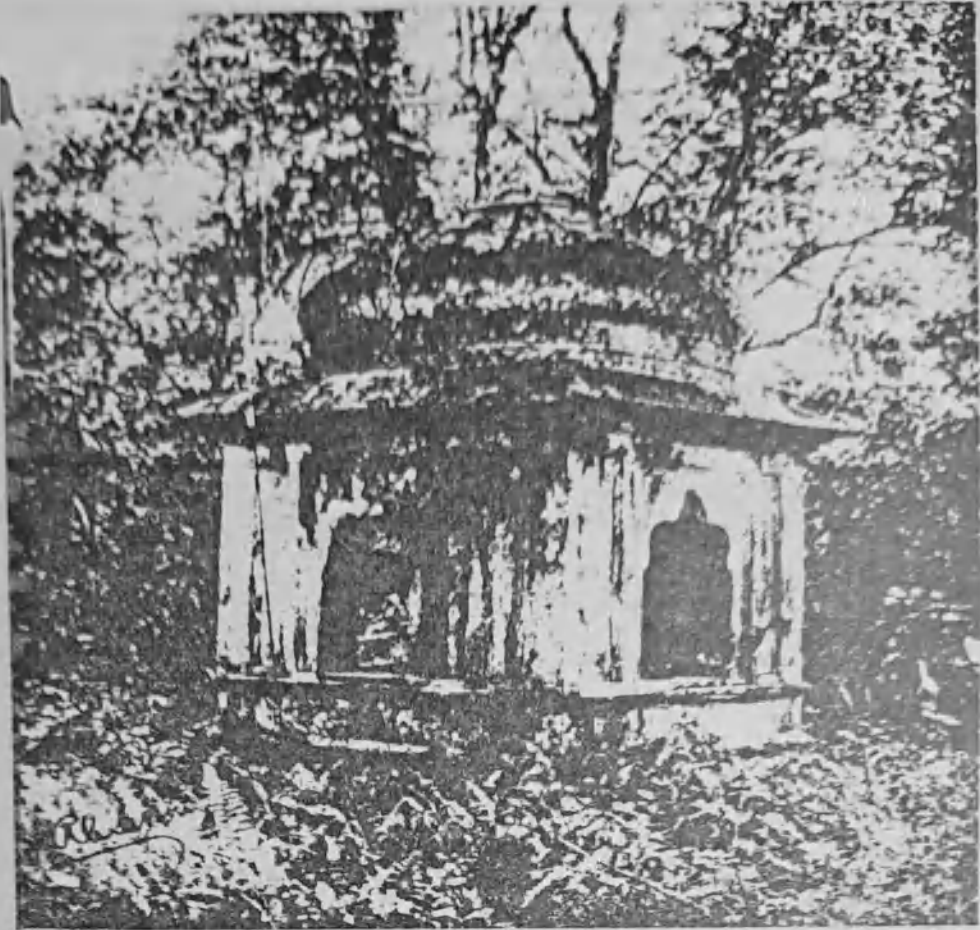
মহোদয় কর্তৃক লিখিত সচিত্র ভূমিকা সমেত।

গোহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাপতি

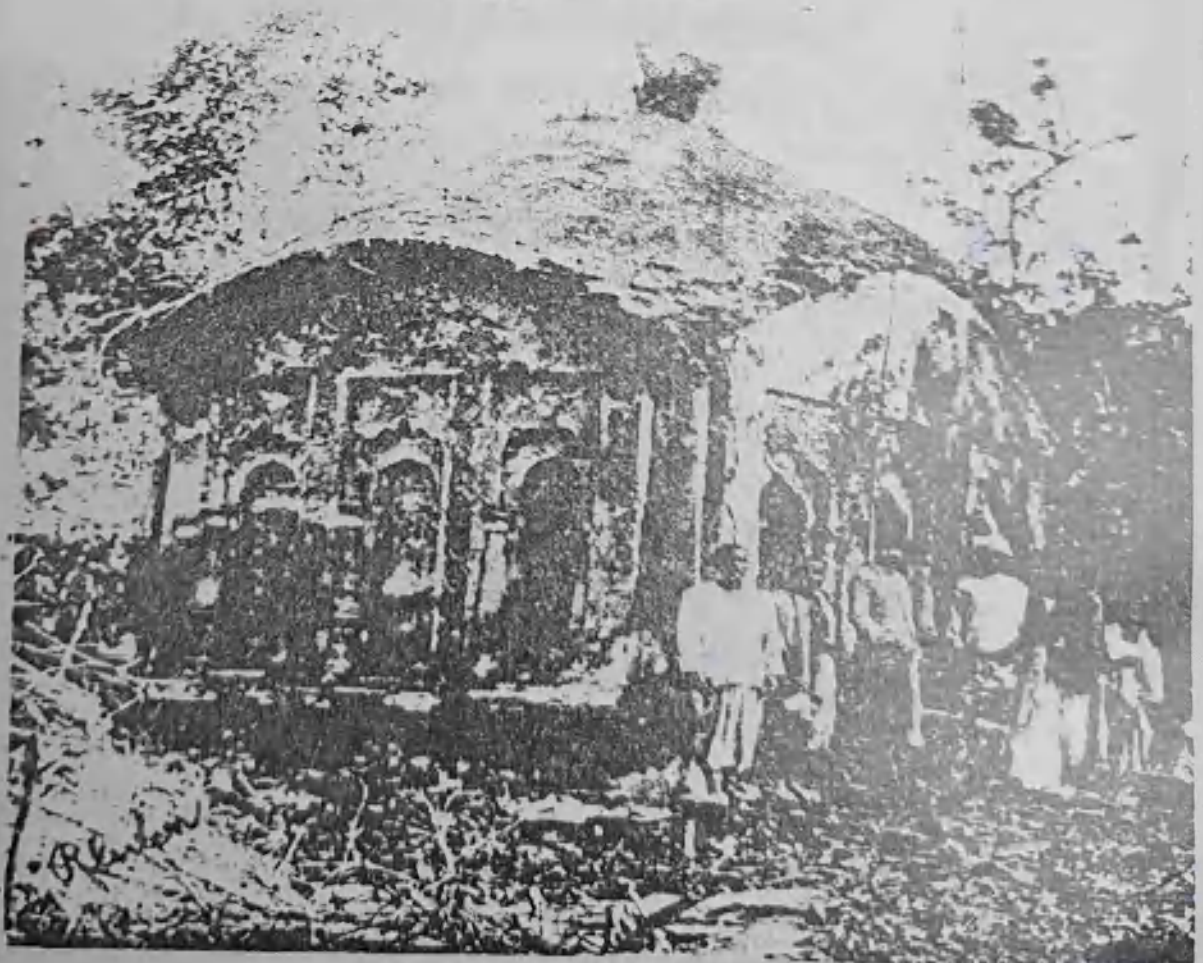
গোহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাপতি

প্রকাশিত।

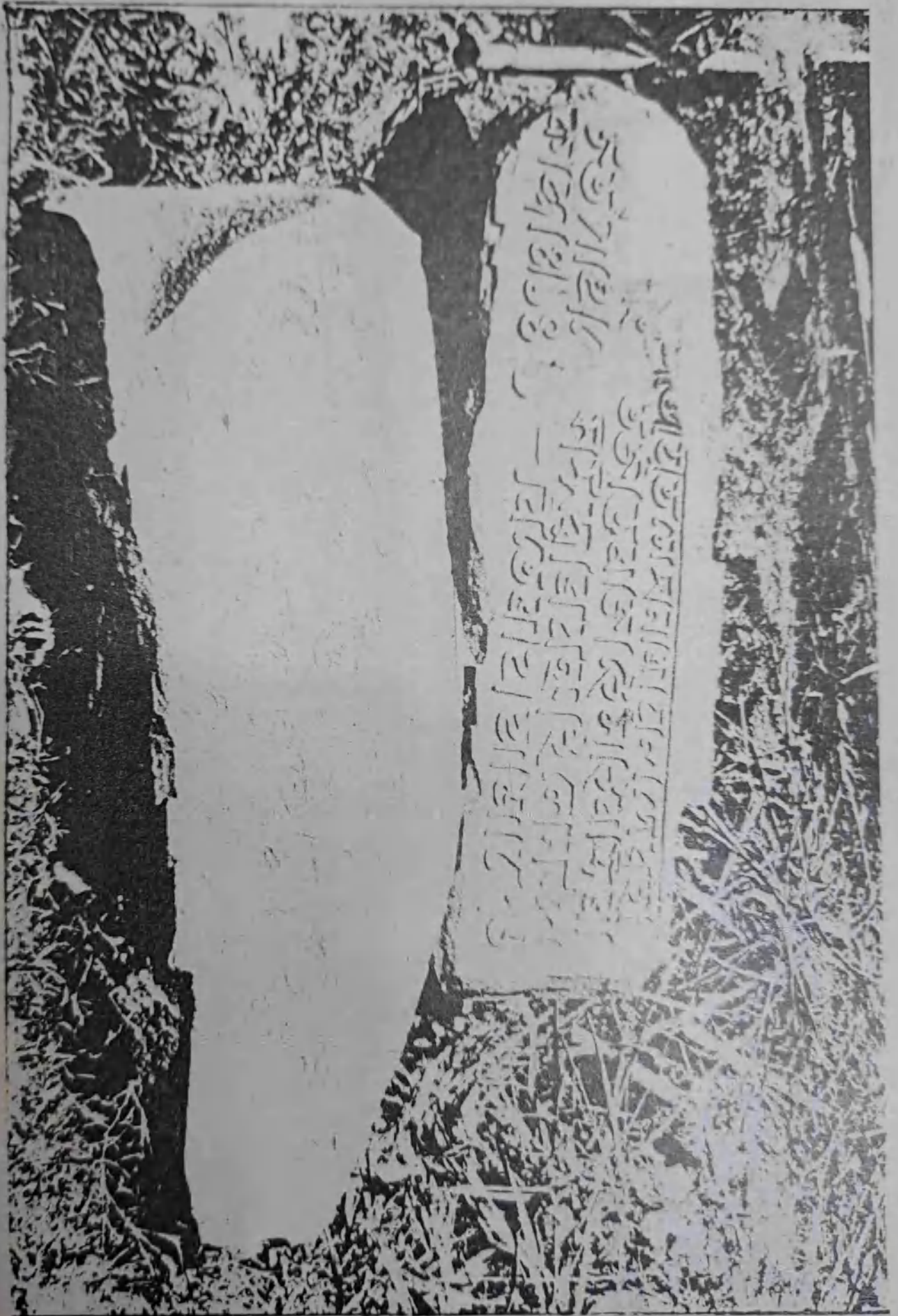
মূল্য ১০ ছয় আনা মাত্র।



খাসপুরের স্নান মন্দির



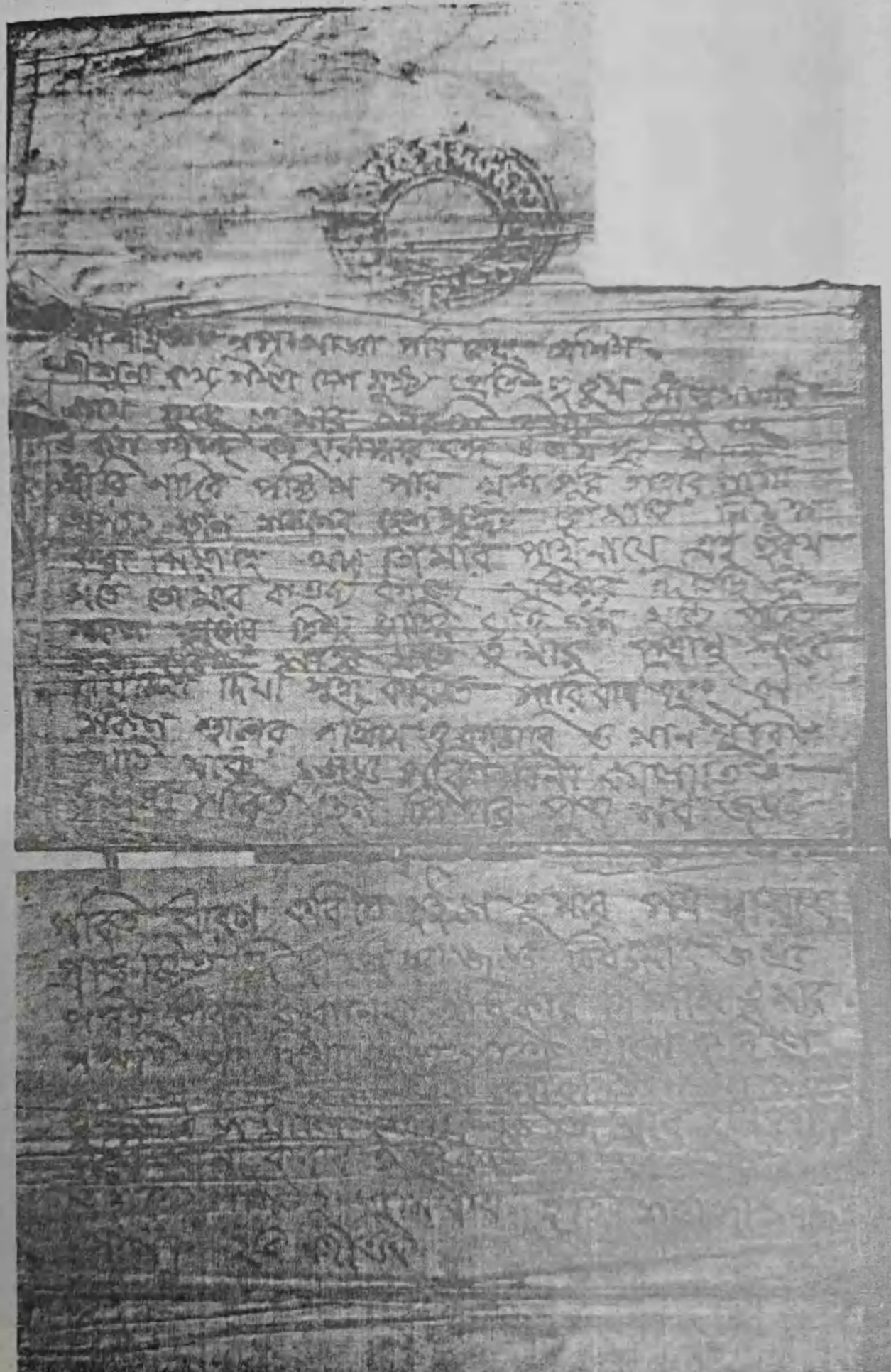
খাসপুরের রণচণ্ডী মন্দির



মাইবঙ্গে প্রাপ্ত রাজা মেঘনারায়ণের শিলালিপি



১৭৩৬ খ্রিঃ মণিরাম লস্করকে প্রদত্ত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র নারায়ণের সনদ।



মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক ১৮০৯ খ্রিঃ জারি করা আদেশ পত্র



পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ

হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি

হেডম্বর রাজ্যের দণ্ডবিধি

ভূমিকা

আজ দুই বৎসর হইল “আসাম ভ্রমণ” উপলক্ষে কাছাড় রাজগণের অন্যতম রাজধানী মাইবং দেখিতে গিয়াছিলাম ।^১ তথাকার কয়েকটি বিষয়ের তথ্য সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের নিকট অনুসন্ধান করিলে উহারা কাছাড়ের বড়খলানিবাসী রাজমন্ত্ৰিবংশীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মণিচরণ বর্ম্মা এই দুইজন কাছাড়ী জাতীয় ব্যক্তির নাম করিয়াছিল । শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর সঙ্গে আমাদের পূর্বেও অল্প পরিচয় ছিল, তাই তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া অপর দুইজনের পরিচয় জানিতে পারি এবং তাঁহাদের নিকটে যে যে ঐতিহাসিক বস্তু আছে তাহার বিবরণ অবগত হই । এই সংস্কৃত - বাঙ্গালা দণ্ডবিধিখানি ঐ সকল বস্তুর অন্যতম । ইহা শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি । দুঃখের বিষয় দণ্ডবিধিখানির পঞ্চদশটি পত্র মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে । তাহাও এত জীর্ণ ও কীটদষ্ট যে অনেকগুলি অক্ষর ও শব্দ পড়িতে পারা যায় নাই ; আবার পড়িবার নিমিত্ত নাড়াচাড়া করিবার সময়েও পত্রগুলির অনেক অংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে ।

এই পত্রগুলির সংখ্যা ৮ হইতে ২২, উভয় পৃষ্ঠায় লিখা । আদি অংশ যে পাওয়া যায় নাই পত্র সংখ্যাই তাহার প্রমাণ । পশ্চাদ্ভাগও যে অসম্পূর্ণ তাহাও প্রকরণের শেষ সূচক কোনও শব্দ বা চিহ্ন না থাকায় স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ।

এই গ্রন্থখানি গৌহাটিস্থ বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রদর্শিত হইলে ইহা প্রকাশযোগ্য বলিয়া সভার সভ্যগণ স্থির করেন । পুঁথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয়ও প্রকাশার্থ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন । তৎপর ইহা মুদ্রণার্থ প্রেসে প্রেরিত হইলে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয় হইতে হেডম্বর রাজ্যের দণ্ডবিধি বিষয়ক আর একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । উল্লেখসৌকর্য্যার্থে বিপিন বাবুর গ্রন্থের নাম ক-পুঁথি এবং নন্দলাল বাবুর গ্রন্থের নাম খ-পুঁথি প্রদত্ত হইল । খ-পুঁথিখানিও খণ্ডিত ; মাত্র ১১ খানি পাতা, ১৬ হইতে ২৬ । তবে পাতাগুলি বড় ; প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩০ টি করিয়া ছত্র ,প্রতি ছত্রে

অক্ষর সংখ্যা গড়ে ২৭। ইহারও আদি এবং অন্ত নাই। কিন্তু ইহার প্রাপ্ত অংশ সমগ্রই বঙ্গানুবাদ ; সংস্কৃতাত্মক ছিল বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়।^১ , তাহা পূর্বতন পঞ্চদশ পত্র সহ বিলুপ্ত হইয়াছে।

ক-পুঁথি দণ্ডবিধিখানি কাছাড় রাজ্যের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক ১৭৩৯ শকের ১লা বৈশাখ তারিখে (অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে) জারি হইয়াছিল। অতএব ইহার ভাষা প্রায় শত বৎসরের প্রাচীন। এই নিমিত্ত ইহার মুদ্রাঙ্কন কালে বঙ্গভাষার কোনও অংশ পরিবর্তিত বা পরিশোধিত হয় নাই। সংস্কৃতাত্মক মধ্য মধ্য বর্ণাশুদ্ধি দুই একটি যথামতি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেননা সংস্কৃত লিপির শুদ্ধাশুদ্ধির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

গ্রন্থখানি ছিন্ন গলিত ও কীটদষ্ট হওয়াতে মধ্য মধ্য অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে; যেগুলি আনুমানিক বসাইয়া দিতে পারিয়াছি তাহা বন্ধনী [] মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা পারি নাই তাহা তারকাচিহ্ন (*) দ্বারা সূচিত হইয়াছে ; এবং যে শব্দ বা বাক্য লেখকের প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল তাহা বেঁটনী () মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

খ-পুঁথিখানিও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল, মুদ্রাঙ্কনে ক-পুঁথির রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ক-পুঁথিখানি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে লিখিত হইয়াছিল। তদানীন্তন লিপিভঙ্গী কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এতৎসহ ক-পুঁথিখানির ত্রয়োদশ পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চিত্র প্রদত্ত হইল। এবং তৎসঙ্গে অক্ষরাদির তুলনা নিমিত্তে খ-পুঁথির একবিংশ পত্রের চিত্রও দেওয়া গেল। খ-পুঁথিখানি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে ইহার ভাষা ও লিপিভঙ্গী উভয়ই ক - পুঁথিখানি হইতে কতকটা ভিন্নরূপ। উহা যে প্রাচীনতর তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ক-পুঁথিখানিতে যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, খ-পুঁথিখানিতে তাহা নাই ; বাঙ্গালা অংশ স্বতন্ত্রভাবে লিখিত রহিয়াছে। অথচ গোবিন্দচন্দ্র যখন শেষ রাজা ছিলেন, তখন খ-পুঁথিখানি অবশ্যই

তদীয় পূর্ববর্তী কোনও নৃপতির সময়ের বলিয়াই ধরিতে হইবে। গোবিন্দ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় দণ্ডবিধি প্রচারিত করেন। ১৮১৭ অব্দের পূর্বে তিনি আর একখানি দণ্ডবিধি অন্য আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইহা কল্পনা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

খ-পুঁথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা বলেন যে এইখানি তাম্রধ্বজ নৃপতির সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। তাম্রধ্বজ নৃপতি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন বলিয়া আসামের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট সাহেব লিখিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা আমাদিগকে যে নারদীরসামৃত নামক নারদীয় পুরাণের একখানি পদ্যানুবাদ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন, তাহার শেষভাগে আছে :-

“হরিধ্বনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।
ষোল শত বাইশ শাকেতে যে হৈল লিখন ॥
তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিল মহাভাগ।
সর্বলোকে সদা যারে করে অনুরাগ ॥
তান পুত্র রাজা শূরদর্প মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয় ॥
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে।
শ্রী নারদীরসামৃত রচিলা পয়ারে ॥”

অতএব দেখা যাইতেছে যে ১৬২২ শাকে অর্থাৎ ১৭০০ খৃষ্টাব্দেই তাম্রধ্বজ রাজা নামশেষ অবস্থায় পরিণত এবং তৎপুত্র শূরদর্প সিংহাসনে কিয়ৎকাল যাবৎ অধিষ্ঠিত।

যাহা হউক ইহাতে মাত্র ১০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ দেখা যাইতেছে। খ-পুঁথিখানি তাম্রধ্বজের সময়ের হইলে কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং গোবিন্দচন্দ্রের সময়ের শতাব্দী কালেরও পূর্ববর্তী।

গোবিন্দচন্দ্র যে আইন জারি করিয়াছিলেন তাহার প্রতি প্রকরণে একটি ভূমিকা (preamble) দেখা যায়; তাহাতে আছে যে “বিবাদদর্পণ” নামক গ্রন্থানুসারে তদীয় আইন প্রণীত হইয়াছিল। “বিবাদদর্পণ” নামক কোনও সংস্কৃত

নিবন্ধ আছে কি না জানি না; দুই এক স্থলে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার তথ্য জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় এই “বিবাদদর্পণ” গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়ের কাছাড়ের আইনেরই নাম। এমনও হইতে পারে যে, খ-পুঁথিখানি যে গ্রন্থের একাংশ, তাহারই নাম “বিবাদদর্পণ” ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় খ-পুঁথিখানির অগ্রভাগ ও শেষভাগ উভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে, নচেৎ ইহার নাম জানা যাইত। আরও পরিতাপের বিষয় যে, ক-পুঁথিখানিরও নাম, গ্রন্থের অগ্রপশ্চাৎ উভয় ভাগই না থাকায়, জানা যাইতেছে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের আইনের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। কাছাড় রাজ্য তখন স্বাধীন হইলেও সমীপবর্তী শ্রীহট্ট জেলা ইংরাজের অধীন ছিল; সেই শ্রীহট্ট জেলার পণ্ডিতেরাই কাছাড়ে দণ্ডবিধি প্রভৃতির প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাই গোবিন্দচন্দ্রের আইন খানিতে, বোধ হয় ইংরেজের অনুকরণেই, দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই, যাহা পূর্ববর্তী আইনে (খ-পুঁথিতে) ছিল না; এক, প্রতি প্রকরণের পূর্বে একটি ভূমিকা (preamble), অপর, সংস্কৃতির পার্শ্বেই বঙ্গানুবাদ, যেমন ইংরেজির পার্শ্বে বাঙ্গালা।

হেডম্বরাজ্যের এই দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধ এবং তাহার দণ্ডবিধান আলোচনা করিয়া সেই রাজ্যের তখনকার সামাজিক অবস্থা কি ছিল তাহার অনেকটা ধারণা জন্মিবার কথা; এবং প্রধানতঃ তদর্থই এই পুঁথিখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। কিন্তু এই দণ্ডবিধির উপর ঈদৃশ একটা ঐতিহাসিক মূল্য আরোপ করিবার সময়ে এইটুকুও প্রণিধান করিতে হইবে যে এই সকল বিধি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং সেই সকল গ্রন্থে যে যে অপরাধ ও দণ্ডের উল্লেখ আছে তদ্রূপ প্রায়শঃ অবিকৃত ভাবে এই আইনেরও অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের এক অনত্যালালিত প্রান্তভাগবর্তী এই ক্ষুদ্ররাজ্যটিকে ব্যবস্থাপক পণ্ডিতবর্গ যে আদর্শ হিন্দুরাজ্যের আইনকানুনের উপযোগী মনে করিয়াছিলেন, ইহাও একটা দেখিবার বিষয়। বিশেষতঃ একটি হিন্দু স্বাধীন রাজ্য প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত হইলে ইহার দণ্ডবিধি কৌদৃশ হইত, তাহার নমুনাও এতদ্বারা পাওয়া যাইতেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, একখানি সমগ্র দণ্ডবিধি পাওয়া গেল না।

এই দণ্ডবিধিতে বিবাদদর্পণ ব্যতীত অপর দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। মুদ্রিত গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠে শুদ্ধিচিন্তামণির এবং ২৩ পৃষ্ঠে বিবাদনির্ণয়ের মত উদাহৃত হইয়াছে (এই সংস্করণে ৪২ পৃষ্ঠা)। প্রধানতঃ যে স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গিয়া কাছাড় রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীহট্টের সেই ব্রাহ্মণবহুল পঞ্চখণ্ড পরগণার খাসা গ্রাম নিবাসী প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তিনি লিখেন, “শুদ্ধিচিন্তামণি পুস্তক আমাদের স্থানে আছে কিন্তু এই পুস্তকে অশৌচ ও তৈজসাদি শুদ্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীলোকের অঙ্গচ্ছেদ নিষেধ সম্বন্ধে আমাদের এই পুস্তকে কিছুই লিখা নাই। এই গ্রন্থ বাচস্পতি মিশ্রের কৃত। বিবাদনির্ণয় নামক গ্রন্থ গোপাল পঞ্চাননের ^৪ কৃত। এই পুস্তকের কয়েকটি পাতা (অর্থাৎ ৫ / ৭ পাতা) আমার নিকট আছে কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থার কিছু লিখা নাই।”

আমরা নিজে এই গ্রন্থগুলি দেখিতে পাই নাই। শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহাই বলুন না কেন, যে সকল পণ্ডিত এই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় না জানিয়া একটা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। খ-পুঁথিতেও ঐ দুই গ্রন্থের এ ভাবেই উল্লেখ আছে ; অতএব ইহাতে ভ্রম সম্ভাবনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। যাহারা প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী এতদ্বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার ভার তাঁহাদের উপরেই থাকিল।

কাছাড়ী নৃপতিগণ আপনাদিগকে হিড়িম্ব বা হিড়ম্বের ভগিনীপুত্র ঘটোৎকচের বংশীয় বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। কাছাড়ীগণের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই লিপিবদ্ধ নাই, যাহা কিছু জানা যায় সমস্তেরই ভিত্তি কিংবদন্তীর উপর। মাত্র পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে যখন উহারা একদিগে আহোম ও অপরদিকে ত্রৈপুর রাজগণের সংঘর্ষে আসিয়াছে, তখন হইতে এই দুই ইতিহাস প্রিয় রাজবংশের বুরঞ্জী ও রাজমালা হইতে কাছাড় রাজগণের ইতিবৃত্ত যৎসামান্য অবগত হওয়া যাইতেছে।

আমাদের এই প্রদেশকে অনেকে পাণ্ডববর্জিত বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন ; কিন্তু পাণ্ডবগণের পদার্পণের এত নিদর্শন সূর্য্য ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়

প্রদর্শিত হয় যে ভারতের এক দ্বীপী প্রদেশ ভিন্ন এতাদৃশ আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠতাপুত্র দুর্যোধন রাজা ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কামাখ্যা পর্বতের পাদদেশে পাণ্ডুনাত দেবালয়ে পঞ্চপাণ্ডব — মায় কুন্তী ও দ্রৌপদী — প্রদর্শিত হইয়া থাকেন। সভাপর্বে ও অশ্বমেধপর্বে, পাণ্ডবগণের বাহিনী যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আগমন করিয়াছিল-সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবেরও যে দুই একজন ছিলেন — তাহার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। নাগাপর্বতে ও মণিপুরে এবং প্রমীলার নারীদেশে (জয়ন্তীয়ায়) যে মধ্যম পাণ্ডব আসিয়াছিলেন, ইহাও আমরা জানিতে পারিতেছি।

অতএব ভীমসেনের সুযোগ্য পুত্র হিড়ম্বভাগিনেয় ঘটোৎকচ হইতে কাছাড় রাজগণ যে তাঁহাদের বংশ গণনা করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে কাহারও বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ সমীপস্থ কোচরাজগণ শিববংশীয়, আহোমরাজগণ ইন্দ্রবংশীয়, মণিপুর রাজগণ বভ্রুবাহনবংশীয় এবং ত্রৈপুররাজগণ দ্রুহ্যবংশীয় হওয়াতে ইহাদের ভীম-হিড়ম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশীয় হওয়া অতি শোভন ও সম্ভবপরই দেখায়।

হিড়ম্ব - হিড়ম্বার স্থান এই অঞ্চলে ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা দুর্ব্বহ। মহাভারতের আদিপর্ব ১৫৫ অধ্যায়ে ভীম ও হিড়ম্বার বিহারস্থান যেভাবে বর্ণিত আছে “ তাহাতে উহা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক সূর্য্য ও ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা ব্যাপক যে এক বিশাল পার্বত্য জাতি কাছাড়ী নামে পরিচিত ইহাদের রাজগণ হিড়ম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের রাজত্ব দক্ষিণে সুরম্যোপত্যকার কাছাড় জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিকে পর্ব্বতরাজি ভেদ করিয়া ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার অধিকাংশ স্থান ব্যাপক ছিল। রাজগণ হিড়ম্বার বংশজাত বলিয়া কাছাড়ী রাজ্যের নাম হেড়ম্ব বা তদপভ্রংশ হেড়ম্ব বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

এখানে কাছাড়ীজাতির নামকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয় বলেন, “ইহারা একবার কোচদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে কোচ + অরি = কোচারি বলা হইত এবং তাহা হইতেই ‘কাছাড়ী’ এবং কাছাড়ী হইতে কাছাড় হইয়াছে।” আসামের ইতিহাস

প্রণেতা শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট মহোদয়ও কাছাড়ী হইতে তদধুষিত জেলার নাম 'কাছাড়' হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু 'কোচারি' হইতে কাছাড়ীর উৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, কেননা কোচের অভ্যুদয়কাল নিতান্ত আধুনিক, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী মাত্র। ইহার পূর্বেও বোধহয় কাছাড়ী নাম ছিল। দ্বিতীয়তঃ কাছাড়ী হইতে জেলার নাম কাছাড় হইলে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার যে অধিকাংশ ভূভাগ তাহাদের অধিকৃত ছিল, আগে সেই স্থানের নাম "কাছাড়" হইত, কেননা এই মতানুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতেই কাছাড়ীরা আসিয়া কাছাড় জেলার নামকরণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ কাছাড় হইতে বরং "কাছাড়ী" হওয়া সম্ভব ; কিন্তু বিপরীত হওয়া সম্ভবপর নহে, অন্ততঃ ঈদৃশ উদাহরণ প্রায় দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, 'কাছাড়' এই নামটি পর্বতসমীপস্থ (কচ্ছ) স্থান বলিয়া শ্রীহট্টের লোকেরা দিয়াছে। বোধ হয়, এই স্থানই কাছাড়ীদের আদিম বসতিস্থল না হইলেও নাতিস্থল ছিল, এখান হইতে স্থানীয় নামে পরিচিত হইয়া কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাতেও এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।^১ ভুবন পাহাড়ে ভুবনেশ্বরের স্থানে যে সকল ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখা যায়, ঐ গুলি বহু প্রাচীন বোধ হয় ; এবং এতদ্বারা এইস্থলে যে বহুপূর্বের শিবশক্তিভক্ত (হরগৌরীচরণপরায়ণ) কাছাড়ীরাজগণের অধিকার ছিল তাহাই সূচিত হইতেছে। আহোমদের ইতিহাসে কাছাড় রাজ্য ও হেডম্ব রাজ্য উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়।

কাছাড়ীগণের প্রথম রাজধানী যে কোথায় ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্ভবতঃ এতৎপ্রদেশের পার্বত্য স্থান বিশেষে ইহাদের আদি রাজধানী ছিল। তৎপরে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাস্থ সমতলভূমিতে রাজধানী পরিবর্তিত হয়। নৌগাঁ জেলার অন্তর্গত কপিলীনদীর উপত্যকায় 'হাইয়ংথল' নামক স্থানে শিবমন্দিরাদির যে ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহা কাছাড়ীদের রাজধানীর চিহ্ন বলিয়া আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "জোনাকী" পত্রে^২ প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধ বিশেষে নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাই ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার প্রথম রাজধানী কিনা বলা যায় না। শ্রীযুক্ত মণিচরণ বর্ম্মা বলেন, "কাছাড়রাজগণ এক সময়ে সদিয়া অঞ্চলেও রাজত্ব করিয়াছিলেন বোধ হয়; কারণ আজ পর্য্যন্তও সেই অঞ্চলাস্থিত বিখ্যাতাদেবী "কেচাইখান্তির" ^৩ পূজা আমাদিগকে দিতে হইতেছে"। ইহাতে দেখা যায় ঐ অঞ্চলেও একদা কাছাড়রাজগণের বসতিস্থল ছিল, নচেৎ এতদূর

তঁাহাদের উপাস্য দেবীর স্থান হইতে পারিত না। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব বলেন, দৈয়ং নদীর সন্নিবৃষ্ট 'কসোমারি পাথার' নামক স্থানে কাছাড়ীগণের এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।*

যাহা হউক ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ আহোমদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে ডিমাপুরে তঁাহাদের রাজধানী দেখা যায়। এই রাজধানীর নামকরণে রাজগণ তঁাহাদের পূর্বপুরুষের জননী হিড়িম্বার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন বোধ হয়; "হিড়িম্বা" নামই কালে "ডিমাপুরে" পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের একটু কারণও দেখা যাইতেছে। আহোমেরা ইহাকে "চিডিমা" বলিত, বোধ হয় উচ্চারণদোষে। আদ্যক্ষর 'চি' অর্থ নগর, তাই কালে নগরবাচক বলিয়া 'চি' ভাগের লোপ পাইয়া পশ্চাদ্ভাগে তদ্বাচক পুরশব্দ বসিয়াছে।

সে যাহা হউক, ডিমাপুরে রাজধানীর চিহ্ন এখনও বর্তমান। এখানে বহু স্থান যুড়িয়া ইষ্টক প্রাচীর দেখা যায় এবং ইষ্টক নির্মিত একটি সুন্দর তোরণদ্বার এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই তোরণদ্বার দিয়া প্রাচীরমধ্যস্থিত স্থানে প্রবেশ করিলে শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভাবলী পরিদৃষ্ট হয়। ঐ গুলিতে সুন্দর কারুকার্য রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটি আস্ত পাথর কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রস্তর ডিমাপুরের নিতান্ত সন্নিবৃষ্ট কোনও স্থানে দেখা যায় না; দশবিশ মাইল দূর হইতে এই বিশাল প্রস্তর খণ্ডগুলি আনীত হইয়া এখানে প্রোথিত হইয়াছে। আর এক একটিতে কি সুন্দর কাজ করা রহিয়াছে! লতা, পাতা, ফুল, পশু, পক্ষী খোদিত আছে, নাই কেবল কোনও দেবমূর্তি বা নরমূর্তি। এইটাও এক আশ্চর্য্যের কথা যে হাইয়ংথলের দেবমন্দির যাঁহাদের স্থাপিত এবং যাঁহারা কেচাইখান্তি দেবীর উপাসক ছিলেন সেই হৈড়িম্বৈবংশীয় নৃপতিগণের ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাস্থ শেষ রাজধানীতে দেবমূর্তি বা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ, ইতিহাসে আমরা ডিমাপুরের কোনও নৃপতির নামও পাইতেছি না। ডিমাপুরে অনেকগুলি সরোবর আছে একটির জল অদ্যাপি অতি নিম্নল ও সুপেয়। এই স্থানে সম্প্রতি আসামবেঙ্গল রেলওয়ের মণিপুর রোড স্টেশন হইয়া বাজার হাট প্রভৃতি বসিয়াছে।

বহুকাল আহোমগণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে ডিমাপুর হইতে কাছাড়ীরা রাজধানী মাইবং নামক স্থানে পরিবর্তিত করে। মাইবঙ্গে সম্প্রতি

আসামবেঙ্গল রেলওয়ের একটি স্টেশন হইয়াছে, ডিমাপুর হইতে ইহার দূরত্ব ৮৫ মাইল। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের মতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে আহোমগণ কর্তৃক ডিমাপুর বিধ্বস্ত হইলে পর কাছাড়ীগণ ধনশ্রী নদীর তীরভূমি (ডিমাপুর) পরিত্যাগ করিয়া মাহুর নদীর তীরস্থ এই মাইবঙ্গে আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করে। কিন্তু মাইবঙ্গের রাজধানীর নির্মাণ কার্য্য তৎকালেই সমাপ্ত হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। সম্প্রতি দুইখানি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, উভয় খানিতে প্রায় একই কথা লিখা।^{১০} তাহা হইতে জানা যায় যে শক ১৪৯৮ অব্দের ২৬শে আষাঢ় তারিখে (জুলাই ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) রাজা মেঘনারায়ণ এই মাইবঙ্গে প্রস্তর দ্বারা (অন্ততঃ) একটি সিংহদ্বার বাঁধাইয়াছিলেন।

আসামবেঙ্গল রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার কালে মাইবঙ্গের রাজধানীর অনেক চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। ইষ্টকের প্রাচীর এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ রেলওয়ের নির্মাণকার্য্যে সহায়তা করিয়া চিরকালের নিমিত্ত অদৃশ্য হইয়াছে। মেঘনারায়ণের সিংহদ্বারটিও অতীত অস্তিত্বের সাক্ষ্যদানার্থ প্রস্তরফলকদ্বয় রাখিয়া বোধ হয় রেলওয়ের কঙ্করাদিতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। আবার কত প্রস্তরমূর্ত্তি ও কত প্রাচীন মুদ্রা তদুপলক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই একটি মাত্র মূর্ত্তি আজিও মাইবঙ্গ স্টেশনে ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুদ্রাগুলির মধ্যে মাত্র রাজা যশোনারায়ণের দুইটি মুদ্রা^{১১} শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা কর্তৃক কোনও প্রকারে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই দুইটি মুদ্রার বড়টিতে ‘১৫৫’ এই শকাব্দের অঙ্ক আছে। ইহা ‘১৫০৫’ (অর্থাৎ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ) হইবার কথা।^{১২} ইহা হইতে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রাজা যশোনারায়ণ এই কাছাড় রাজ্যে হাচেঙ্গসা^{১৩} বংশে (অর্থাৎ মেঘনারায়ণেরই বংশে) রাজা হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি এই মাইবঙ্গেই রাজত্ব করিতেন।

আহোমদের বুরঞ্জী হইতে সংগৃহীত শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের ইতিবৃত্তে জানা যায় যে এই সময়ে কাছাড়ী রাজা শত্রুদমন বড়ই পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি দুইবার দুর্দ্ধর্ষ আহোম সৈন্য পরাজয় করিয়া প্রথমবার ‘অসিমর্দন’ এবং দ্বিতীয়বার ‘প্রতাপনারায়ণ’ নাম গ্রহণ করিয়া মাইবঙ্গের নাম ‘কীর্ত্তিপুৰ’ রাখিয়াছিলেন। ইনি জয়ন্তীয়ার রাজা ধন-মাণিক্যকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার

কাছ হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সেই সময়েই কাছাড়ের সমতল প্রদেশে ব্রহ্মপুর ওরফে খাসপুর নামক একটি নগরীর উল্লেখ দেখা যায়।^{১৪} বোধ হয় এই পার্বত্য রাজধানীতে রাজারা অতি অল্পকালই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এতৎস্থলে বীরদর্প নারায়ণের নামও কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য; তাঁহার সময়ের একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে ইহাতে নারায়ণের দশ অবতার অঙ্কিত আছে।^{১৫}

তার পর কয়েকজন অপ্রথিতনামা নৃপতি রাজত্ব করিবার পর তাম্রধ্বজ রাজপদারূঢ় হন। আহোমরাজ মহাপ্রতাপ রুদ্রসিংহ তখন আসামের সিংহাসনাধিরূঢ়। এই প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি বহু সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া মাইবঙ্গ অধিকার করেন। এবং তত্রত্য ইষ্টক প্রাকারাদির ধ্বংস সাধন করেন।^{১৬} তাম্রধ্বজ খাসপুরে চলিয়া যান এবং সম্ভবতঃ তখন হইতেই রাজগণ খাসপুরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

অতঃপর শূরদর্প রাজা হন, কিন্তু তখন বোধহয় তাঁহার বয়স অল্প ছিল তাই কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি তদীয় জননী চন্দ্রপ্রভাদেবীর অনুমতি অনুসারে নারদীয় পুরাণের পদ্যানুবাদ করেন। এই বাচস্পতি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে পূর্বে কাছাড়ের অধিষ্ঠাত্রী রণচণ্ডীর নিকট নরবলি প্রদান করা হইত, তদর্থে রাজার চরেরা নিকটবর্তী শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে মানুষ ধরিয়া আনিত; ব্রাহ্মণের বলি হইত না, তাই রাজার চরেরা বাচস্পতির উপবীত ছিড়িয়া তাঁহাকে বলিদানার্থ নিয়া আইসে। বাচস্পতির ন্যায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইতে রাজার অধিক সময় লাগিল না। সেই সময় হইতে কাছাড় রাজ্যে নরবলি দেওয়া নিষিদ্ধ হইল।^{১৭}

শূরদর্পের পরে কাছাড়ের উল্লেখযোগ্য রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ, ইনি ১৬৫৮ শকের ২৯শে ভাদ্র তারিখে (সেপ্টেম্বর ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে) মণিরাম উজিরকে দুইখানি সনন্দ প্রদান করিয়া স্থায়ী অস্তিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন; পশ্চাৎ সনন্দ দুইখানির সবিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র; তাঁহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাঁহার দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষ্মীচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র রাজা হন। মাইবঙ্গে পর্বতের পাদদেশে একটি পাষাণ নির্মিত নিরেট মন্দির আছে ইহার গাত্রলিপিতে হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের নাম পাওয়া

যায়। ^{১৮} দোলমঞ্চের অধোভাগের ন্যায় প্রস্তরময় প্রায় আট হাত উচ্চ একটি ভিত্তির উপর এই পাষণ মন্দির বিষ্ণু মণ্ডপের আকারে নির্মিত। এই গৃহটি পর্বতের একটি অংশ কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ১২ হাত এবং প্রস্থে ৭ হাত; উচ্চতা খুবই কম। চারিপার্শ্বে দেওয়ালের গায়ে খোপ আছে। পশ্চিমের খোপটিতে অস্পষ্ট কিছু অঙ্কিত দেখা যায়, হয়ত ইহাই খড়্গরূপা রণচণ্ডীর চিহ্ন; তৎপার্শ্বেই লিপি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের এই মন্দিরে রণচণ্ডীর পূজা হইত কি না সন্দেহ। রাজবাড়ীর যেখানে দীপগাছ প্রভৃতি পরিচিহ্ন দেখা যায় তাহা হইতে এই মন্দির দেড় মাইলের উপর হইবে। অপিচ হরিশ্চন্দ্র মাইবঙ্গের বাস করিতেন কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। কেন না খাসপুরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পাট এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তবে সেই পাটে যে একটি ভগ্নমন্দিরের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে ^{১৯} তাহাতে দেখা যায় ঐ মন্দির ১৬৯৩ শাকে, অর্থাৎ মাইবঙ্গের পাষণ মন্দির নির্মাণের দশ বৎসর পরে, নির্মিত হইয়াছিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মপরায়ণ ছিলেন, আবার তাঁহার সন্তানাদিও ছিল না। তাই তদনুজ লক্ষ্মীচন্দ্রের ^{২০} উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি ভগবচ্ছিত্তায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ^{২১} কিন্তু হয়, তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্রামসুখভোগ ছিল না, তাই অকালে লক্ষ্মীচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মীচন্দ্রের দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ^{২২} তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন; তাই হরিশ্চন্দ্রকে পুনশ্চ রাজ্যভার বহন করিতে হইয়াছিল। যথাকালে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে কৃষ্ণচন্দ্র রাজত্ব লাভ করেন। ইনিও অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন; ^{২৩} অধিকন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাসপঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে ইনি বঙ্গভাষায় মহারাস নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ইহা অতীব সুশ্রাব্য হইয়াছে। খাসপুরে ইহারও পাট আছে; তাহাতে রণচণ্ডীর ^{২৪} মন্দির প্রভৃতি এখনও অনতিভগ্নাবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় ১৭৩৫ শকে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করিলে তদীয় ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র সিংহাসনাধিরূঢ় হন। ইনি অগ্রজের ন্যায় সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং মহারাসপ্রণয়নে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় তিনি সাধুশীল ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুরের রাজকুমারী ইন্দুপ্রভার পাণিগ্রহণ করিয়া

তাঁহাকে পাটরাণী করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য লাভের পরে অগ্রজের মহিষীকেই পাটরাণী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খাসপুরে রাজা গোবিন্দচন্দ্রেরও পাট আছে এবং তথায় তাঁহার নির্মিত স্নানমন্দিরও একটি আছে। রাজা গোবিন্দের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে^{২৫}, ১৭৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পর বৎসরেই ঐ মুদ্রা প্রচারিত হয়। তাঁহার সিংহাসনারোহণের চারি বৎসর পরে তদীয় দণ্ডবিধি প্রচারিত হয়।

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কোষ্ঠীতে লিখা ছিল যে অস্ত্রঘাতে তাঁহার প্রাণবিনাশ হইবে। ক্ষত্রিয়ত্বাভিমानी হইলেও রাজা এই নিমিত্ত সর্বদা সশস্ত্র থাকিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারই সময়ে কাছাড়ে নানারূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

প্রথমতঃ কাশীচন্দ্র (ওরফে কাচাদীন) নামক তাঁহার এক ভৃত্য উত্তরদিকস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। রাজা উহাকে কৌশলক্রমে ধৃত করিয়া বিনাশ করিলে উহার পুত্র তুলসীচন্দ্র বা তুলারাম রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া উত্তর কাছাড়ে আপন রাজত্ব ঘোষণা করে। গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্ব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হওয়ার পরেও “তুলারাম সেনাপতির রাজ্য” বহুদিন স্বাধীন ছিল।

তৎপর মণিপুরের তৎকালীন রাজা, গোবিন্দ মহিষী ইন্দুপ্রভার পিতৃব্য, হেডস্ব রাজ্য পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া গোবিন্দকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। গোবিন্দ প্রথমে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহায়তাপ্রার্থী হইয়া বিমুখ হইলে ব্রহ্মরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যখন ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য কাছাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কাছাড় হইতে ব্রহ্মদেশীয়দিগকে তাড়াইয়া উহা আপন ক্ষমতাবীনে আনয়নার্থ অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। পরিশেষে ব্রহ্মদেশীয়গণের করাল কবল হইতে কাছাড় বিমুক্ত হইলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজ রাজ্যের সামন্তরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় ও মণিপুরীদের আক্রমণ ভয়ে খাসপুর পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ অধিকারের সন্নিকৃষ্ট বরাক নদীর তীরস্থ হরিটিকর নামক স্থানে শেষ রাজধানী স্থাপন করিলেন।

এখানেও গোবিন্দ কৰ্মদোষে শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মদেশীয়গণ কর্তৃক মণিপুর আক্রান্ত ও উপদ্রুত হইলে অনেক মণিপুরী কাছাড়ে

আসিয়া বসতি স্থাপন করে। রাজা গোবিন্দ পূর্বতন আক্রোশে উহাদের উপর বিষম অত্যাচার করেন। পরিশেষে এই মণিপুরীরা মণিপুররাজ গম্ভীর সিংহের অধিনায়কত্বে হরিটিকর আক্রমণ পূর্বক উহার ধ্বংস সাধন করিয়া গোবিন্দের প্রাণবিনাশ করে। কোষ্ঠীয় লিখন সফল হইল।

গোবিন্দ উত্তরাধিকারী বিহীন ছিলেন ; তাই তদীয় মৃত্যুর পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কাছাড় রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রথমতঃ সহকারী কাগজপত্রে “হেড্‌স্ব” নামই ব্যবহৃত হইত, পশ্চাৎ জেলার নাম ‘কাছাড়’ হইয়া গেল।^{২৬}

আমরা কাছাড় রাজগণের অনেকগুলি “বংশাবলী” দেখিতে পাই। হান্টার সাহেবের ষ্টেটিষ্টিকেল একাউন্টসে ঘটোৎকচ হইতে গোবিন্দচন্দ্র পর্যন্ত ১০৩ পুরুষ দেখা যায়; আবার শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয়ের প্রদত্ত বংশাবলীতে ১৮৪ পুরুষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ নানা বংশাবলীতে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দেখা যায়। ফলকথা কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবিশ্বাসের কারণ এই যে আহোমদের ইতিবৃত্ত কিংবা মুদ্রা ও শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা যে যে কাছাড় নৃপতির নাম ও তারিখ পাওয়া যায়, ঐ গুলির কোনও কোনও নাম বংশাবলীতে নাই ; আবার কোনওটিতে থাকিলেও পৌৰ্ব্বাপর্য্যে সমূহ ব্যত্যয় আছে। হান্টার সাহেব এই ‘বংশাবলী’ ব্রাহ্মণদের ‘জালিয়াতি’ (Brahmanical forgery) বলিয়াছেন। এবং কাছাড়ী কোচ প্রভৃতি রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব বিধানকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব পরগাছা অর্থাৎ মোসাহেব (priestly parasites) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।^{২৭} কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে যদি ইউরোপীয়েরা একটা প্রবল সভ্যতার সহিত এদেশে না আসিয়া বর্ষের অবস্থায় এখানে হঠাৎ একটা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া এতদের্শেই বসবাস করিতেন, তবে কাছাড়ীগণ যেমন হিড়িম্বার বংশীয় বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছেন তাঁহারও তেমনি পুরাণপ্রসিদ্ধ বীর বা দেবতাবিশেষের সন্তান বলিয়া এই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্ত্বক সসম্মানে সমাজ গম্ভীতে পরিগৃহীত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ইহাই এই দেশের সনাতন রীতি। রাজাকে দেবাংশ বলিয়া সম্মান করা এবং তদর্থ প্রয়োজন মতে দশ পাঁচটা অন্ত কথার অবতারণা করা এই সভ্যতালোকসমুজ্জ্বল সময়েও বোধহয় সর্ব দেশেরই রীতি। ইংলণ্ডে

হেরাল্ডস্ কলেজ (Herald's College) এ যে সব বংশাবলী প্রস্তুত হইত তাহাতে কি কল্পিত বংশপ্রবর্তকের নাম চালান হয় নাই ? যাহা হউক, এই বিষয় নিয়া বিদ্রূপ করা সুরুচিসঙ্গত কিংবা রাজনীতিসম্মত কার্য্য নহে।

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের স্মৃতি যে দুইখানি সনন্দ দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তদুপলক্ষে দুই একটি অবান্তর কথাও এ স্থলে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

প্রথম সনন্দ খানি এই ;

শ্রীরা [ম]

৭ স্বস্তি : প্রচণ্ড দৌর্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবা--

নল শলভিকৃত বৈরি নিকর শ ----

রদিন্দু সুন্দর জশ হেডম্ব পুর ----

পুরিত পুরন্দর শ্রীশ্রী জুগু ----

কির্তি চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা ----

মহা মহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপেসু ----

অভয় পত্র লিখনং

মিদং কার্জ্যঞ্চ ----

৭ আর বড়খলার চান্দলস্করর বেটা ----

মনিরামরে আমি জানিআ কাচারির ----

নিঅমে উজির পাতিলাম এতে অখন ----

অবধি তুমার উজিরর বেটা ও নাতি ও ----

পরিনাতি তার ধারাসুত্র ক্রমে এই উ ----

জির হৈআ জাইব আর মজুন্দারর বে ----

টা মজুন্দার হৈব বড়ভুইআর বে ----

টা বড়ভুইআ হৈব এতধর্থে অভয় দিলা ----

ম এতে কাল কাদাল (ক) কুনদিন এই বাক্য ----

দড় কুন জনে না ডাড়িব (খ) আর চতুর সি ----

মা পূর্বে বৈল্যা হাহর ও আভঙ্গ পশ্ছি ----

মে তাহিরর পশ্চিমর শিমা এই তা ----
 হিররে বড়খলার জায়রে (গ) দিলাম ----
 আর উত্তরে পানিঘাট দক্ষিণে বড় ----
 বরাক এই পূর্বর চতুরস্বিমাএ দিলা ----
 ম এতে কুন শন্দেহ না আছে আর রা ----
 জ্যর মনুষ্য জে জনে উজিরর বাক্যে ----
 না চলে মেল দেয়নে হেলা করি আ ----
 দেয়ঙ্গ (ঘ) করে খেল্মা (?) ও জয়জুরা ----
 ইন (?) বশায় (?) তারে সর্বদণ্ড করিমু এত ----
 ধর্থে অভয় [প] ত্র দি [লা]ম ----
 ইতি শক ১৬৫৮ [তারিক] ২৯ ভাদ্রশ্য ---- ২৮

(ক) সর্বদা। (খ) নাড়িব। (গ) অধীনে। (ঘ) দেরি।

দ্বিতীয় সনন্দখানি এই :-

[শ্রী] রাম

১৪ চণ্ডি শাক্ষি

৭ স্বস্থিঃ প্রচণ্ডদৌর্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবা ----
 নল শলভিকৃত বৈরি নিকর শর ----
 দি [নু] সুন্দর জশ হেড়ম্ব পুর প্রপু ----
 রিত পুরন্দর শ্রীশ্রীজুক্ত কির্তি ----
 চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা মহা ----
 মহাগ্র প্রবল প্রতাপেসু ----
 [এ স্থানে লালকালিতে সিংহমূর্তি অঙ্কিত আছে।]
 অবয়খাতিলজমা (ক) প ----
 ত্রলেখিতং কার্য্যঞ্চ : ----
 বড় [খ] লার চান্দলস্কর [র] বেটা মনি ----
 রাম উজির গং ভরতি (?) প্রতি আর ----
 আমার বংশেত জত দিবস রাজর্শ ----

পদ (খ) আছে অত দিবস জদ বুনিয়াদ (গ) ----

বশাংবলি (খ) হাকিমইতি জমিধারি ----

তুমারে দিলাম এতে তুমার আই ----

ল শিমা উ(ঙ) বিশএত যে হিশাং(চ)করে ----

তার প্রাণ রৈক্ষা না করিমু আর আ ----

মার বংশে তুমার বংশরে পালন ----

করিব মহা ২ অপরাদ পাইলে ৭শা ----

ঠা (ছ) অপরাধ খেমিআ উছিত দণ্ড করি ----

মু আর আমার বংশে তুমার বংশকে ----

অপনিআয় (জ) শাস্তি না করিমু তুমার ----

বংশে আমার নুণ যে কবুল করে শ্রী র ° (ঝ) ----

এই খাতিলজমা না ডুলিমু (ঞ) শত ৭ এ ----

তধন্তে (ট) খাতিলজমা পত্র দিলাম ----

ই [তি শক ১৬] ৫৮ তারিক ২৯ ভাদ্র অস্য ----

(ক) অভয় খাতির জমা । (খ) রাজ্যসম্পদ । (গ) আমূল । (ঘ) বংশাবলী । (ঙ) ও । (চ) হিংসা । (ছ) সাতটা । (জ) অপন্যায় । (ঝ) শ্রীরণচণ্ডী (?) । (ঞ) ভঙ্গ করিব না । (ট) এতদর্থে ।

কাছাড়রাজ্য ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইবার অল্পপরে সনন্দ দুইখানি জেলার ভারপ্রাপ্ত টি ফিশার সাহেব সমীপে দাখিল করা হইয়াছিল । তন্নিদর্শনস্বরূপ দ্বিতীয় সনন্দের পৃষ্ঠে ফিশার সাহেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন ; --

Produced before me the 24th March 1831

(Sd) T Fisher

in Charge of Cachar.

এই সনন্দ দুইখানি যাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল সেই রাজমন্ত্রী মণিরামের পিতা চাঁদ লস্কর (ওরফে চন্দ্রশেখর দেব লস্কর) শ্রীহট্ট হইতে কাছাড়ে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন । এই গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয় চাঁদ লস্করের অধস্তন সপ্তম পুরুষ । তিনি বলেন, “চন্দ্রশেখর অবিবাহিতাবস্থায় প্রথম কাছাড়ে আসেন । তিনি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পূর্ববর্ত্তী রাজার সময়েই এখানে

‘লক্ষর’ এই সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বিবাহাদি করিয়া বসতি স্থাপন করেন।^{২৯} তৎপুত্র মণিরামের সঙ্গে কীর্ত্তিচন্দ্রের সৌহার্দ ছিল; রাজা হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র মণিরামকে মন্ত্রী করিবেন এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাই এই সনন্দ প্রদান পূর্বক তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। মণিরাম বহুকাল মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরলোকগামী হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীরাম উজির হন। তৎপর কাশীরামের পুত্র মাণিক্যরাম মন্ত্রিত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার পিতৃব্য রামপ্রসাদ মন্ত্রী হন। ইনিই কাছাড়ের শেষ রাজমন্ত্রী।”

মন্ত্রিবংশীয়ভিন্নও কাছাড়ের বর্ত্তমান অধিবাসিগণের মধ্যে লক্ষর, চৌধুরী, মজুমদার, বড়ভুইয়া প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখা যায়। কাছাড়রাজগণ সমীপবর্ত্তী শ্রীহট্ট জেলা হইতে অনেক অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থাদি এবং মোসলমান ভদ্রলোককে নিজ রাজ্যে আনিয়া উপরিলিখিত উপাধি^{৩০} প্রদান পূর্বক প্রত্যেক পরগণায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকে দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রদান পূর্বক রাজ্যমধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছিল। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড ও ঢাকা দক্ষিণ পরগণা হইতে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত রাজসভায় থাকিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সহযোগে ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়া রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেন। এই দণ্ডবিধিও তাঁহাদেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তথাপি কাছাড়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবশ্য বক্তব্য বহু বিষয় বলিতে পারিলাম না। সুখের বিষয় যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লক্ষর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা প্রমুখ অনেক শিক্ষিত কাছাড়বাসী কাছাড়ের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। আশা করা যায়, অচিরেই তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঐতিহাসিক গ্রন্থ উপহার প্রদান করিবে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লক্ষর মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব স্ব দণ্ডবিধি আমাদের নিকটে প্রেরণ করার জন্যে এবং এই ভূমিকা লিখন কার্য্যে অশেষবিধ সহায়তা করার নিমিত্তে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি।

শ্রীপদ্মনাথদেবশর্ম্মা

গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা

সভাধ্যক্ষ

বঙ্গাব্দঃ ১৩১৭

নির্দেশিকা

১। আসাম ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে মাইবং সম্বন্ধীয় বিবরণী অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

২। কারণ ক পুঁথির ৮ হইতে ২২ পাতায় বঙ্গানুবাদ যাহা দেখা যায় তাহা খ - পুঁথির ঊনবিংশ পত্রের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিংশ পত্রের শেষ ভাগে অবসিত হইয়াছে; ইহাতে ক - পুঁথির প্রথম সাত পত্রের বঙ্গাংশ খ - পুঁথির বড় জোর ৪ পাতা অধিকার করিতে পারে; তন্মধ্যে তিনটি পাতা আছে, ১৬ হইতে ১৮; অতএব বঙ্গানুবাদ ১৫ সংখ্যক পত্রে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তৎপূর্বে ১৪ পাতা পর্য্যন্ত সংস্কৃতাংশ ছিল ইহাই সম্ভবত অনুমান। অপিচ প্রায় প্রত্যেক প্রকরণের প্রারম্ভে ও অবসানে “ভাষা” শব্দটি দেখা যায় (যথা “অথ বাক্ পার্থস্য সংক্ষেপ ভাষা”; “ইতি শস্যরক্ষা সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং”); ইহাতে বঙ্গাংশ যে অনুবাদ তাহাতে সংশয় থাকিতেছে না।

৩। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব এই “নারদীপুরাণের” সংবাদ জানিতেন, অথচ ইহার প্রণয়ন তারিখটা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আহোমদের বুরঞ্জী (ইতিহাস) অবলম্বন তাঁহার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; তদনুসারেই বোধহয় তাম্রধ্বজের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

৪। ইহার প্রণীত স্মৃতিসংগ্রহনিবন্ধাবলী কামরূপ অঞ্চলে পঠিত হইয়া থাকে।

৫। “তথৈব বন দুর্গেষু পুষ্পিতদ্রুমসানুষু।

সরঃসু রমণীয়েষু পদ্মোৎপলযুতেষু চ।

নদীদ্বীপ প্রদেশেষু বৈদুর্য্যাসিকতাসু চ।

সুতীর্থবনতোয়াসু তথা গিরিনদীষু চ।

হিমবদগিরিকুঞ্জেষু গুহাসু বিবিধাসু চ।

সাগরস্য প্রদেশেষু মণিহেমচিতেষু চ।

পল্ললেষু চ রম্যেষু মহাশালবনেষু চ।

দেবারণ্যেষু পুণ্যেষু তথা পর্ব্বতসানুষু।” ... ইত্যাদি

এইগুলির একত্র সমাবেশ প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যময়ী এই আসাম ভূমিতেই সম্ভবে; একদিকে হিমালয়ের গিরিকুঞ্জ, অপরদিকে (সেই প্রাচীনযুগে) সমুদ্র প্রদেশ, ইহাতেই সম্ভাবিত ছিল।

৬। আসাম প্রদেশে সুপ্রচলিত রিপুঞ্জয় স্মৃতিসংগ্রহে ‘কচ্ছ’ শব্দদ্বারা কাছাড়ীদিগকে অভিহিত করা হইয়াছে।

৭। জোনাকী নব পর্য্যায় দ্বিতীয় ভাগ ৩৯৮ পৃঃ।

৮। অর্থাৎ কাঁচা মাংস ভক্ষণকারিণী ; এখানে নরবলি পর্য্যন্ত হইত।

৯। Gait's History of Assam. p. 246 দ্রষ্টব্য।

১০। শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশতঃ জাত রাজা হৈ মাইবাস্ত রাজ্যত পাথরে সিঙ্গদ্বার (সিংহদ্বার) বন্ধাইলেন শকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাড় ২৬।

১১। বড় মুদ্রাটির লিপি এই : ---- “হরগৌরীচরণ পরায়ণ হাচেঙ্গসা বংশজ শ্রীশ্রী যশোনারায়ণ দেব ভূপালস্য শাকে ১৫৫।” সিকি মুদ্রাটির লিপি এই : --- “হরগৌরীচরণ পর শ্রীশ্রীযশোনারায়ণস্য”।

১২। ইহা ‘১৫৫০’ হইতেও পারিত। কিন্তু ইহাতে দোষ এই হয় যে শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের ইতিহাসে সেই সময়ে কাছাড়ের অন্য ভূপতির রাজত্বের উল্লেখ দেখা যায়।

১৩। হাচেঙ্গসা কাছাড়ীদের একটা গোত্র ; হেডম্বপাধিপগণ এই গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যিক যে মেঘনারায়ণের শিলালিপিতে এবং যশোনারায়ণের মুদ্রাতে উল্লেখ না থাকিলেও, ষোড়শ শতাব্দীতে কাছাড় রাজ্য হেডম্ব নামেই পরিচিত ছিল। কণ্ঠভূষণ লিখিত শঙ্করদেবের চরিতে আছে, হেডম্ব দেশ হইতে দূত আসিয়া শঙ্করদেবকে বলিতেছে :—

“হেডম্ব দেশর রজা পঠাইছে আমাক।

অনেক ভকতি ভাবে তোমাকে নিবাক।”

১৪। Mr. Gait's History of Assam P. 267 দ্রষ্টব্য।

১৫। শঙ্করের উপরে খোদিত লিপিটি এই :— “১৫৯৩ শকত আঘণ মাসত।। শ্রীশ্রীযুত বীরদর্প নারায়ণ কালত ই শঙ্ককাটি।” আপাতদৃষ্টিতে শকাব্দটিকে ‘১৩৯৩’ পড়া যাইতে পারে ; কিন্তু আসাম ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব ইহা “১৫৯৩” শক পড়িয়াছেন। এইরূপ পড়িবার প্রধান কারণ এই যে ‘অরুণোদই’ নামক একখানি অসমীয়া মাসিক পত্রিকায় ১৮৫২ সালের আগস্ট সংখ্যায় আহোমরাজগণের বুরঞ্জীর যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে এক “বিরদর্পের” কথা আছে ; তিনি ১৫৬৭ শকে আহোমরাজদুহিতার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। এই “বিরদর্পের” একটি নামান্তরও দেখা যায়, তাহা “বলিদর্প নারায়ণ”। দুঃখের বিষয় বহু চেষ্টা করিয়াও শঙ্করটির যে স্থানে শকাব্দ লেখা ঐ অংশের চিত্র দিতে পারা গেলনা।

১৬। রুদ্রসিংহের আক্রমণ তারিখ আহোম বুরঞ্জী মতে (অন্ততঃ গেইট সাহেবের ইতিহাস অনুসারে) ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি নারদীরসামুতের মতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দেই তাম্রধ্বজ পুত্র শূরদর্প সিংহাসনাধিরূঢ় ছিলেন। এমনও হইতে পারে যে নারদীরসামুতের শকাব্দ সংখ্যা ভ্রমতঃ ১৬৩২ স্থানে ১৬২২ লিখিত হইয়াছে। ১৬৩২ শকে ১৭১০ খৃষ্টাব্দ হয়। আসাম ইতিহাসের মতে ১৭০৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে রাজা তাম্রধ্বজ পরলোকপ্রাপ্ত হন।

কিন্তু আসামের ইতিহাসে উল্লেখিত এই সন তারিখ যে ভ্রমসঙ্কুল নয়, তাহাই বা কি প্রকারে বলিতে পারি ?

১৭। মাইবঙ্গে দুইটি দীপগাছ (cycad or cycas revoluta) আছে, কাছাড়ীরা বলে, এই গাছের নীচে নরবলি প্রদান করা হইত। শূরদর্প রাজার সময়ে নরবলি প্রথা রদ হইলে আজ দুইশত বৎসর কাল যাবৎ নরবলি হয় না বলিতে হইবে। গাছ দুইটি পুরুষ প্রমাণ উচ্চ; ইহাদের প্রাচীনত্ব অবিস্ম্য। অপিচ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরে কাছাড়রাজগণের কাহারও মাইবঙ্গে কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব কালও আজ দেড় শত বৎসরের পূর্ববর্তী। এই দুই গাছ এত প্রাচীনও হইতে পারে না। বোধহয় এই দুইটি পূর্বতন বৃক্ষের সন্ততি হইবে এবং আজিও পূর্বপুরুষের সম্মানে সম্মানিত হইতেছে।

১৮। শ্রীশ্রী রণচণ্ডি পদারবিন্দে মধুকরস্য

বগা গোহাই শ্রীশ্রীরাই * * *

হিড়ম্বেশ্বর শ্রীশ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ

নৃপস্য সক সুভমস্ত সকাব্দা ১৬৮৩

মাগসীর্ষস্যা * * * দিবসগতে ভূমিপু

ত্র বাসরে পাষা * * * নিম্নিত^১ প্রাসাদ

স * * * র্ণ মতি

শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব শকাব্দটাকে ১৬৪৩ (= ১৭২১ খৃঃ) পড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া খাসপুরের (পশ্চাদুল্লেখিতব্য) শিলালিপির উল্লেখিত হরিশ্চন্দ্রের সহিত এই হরিশ্চন্দ্রের ভিন্নত্ব বঙ্গনা করিয়াছেন।

১৯। ইহা সম্প্রতি কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনারের আফিসে আছে। লিপি এই :-

শ্রীনন্দ নন্দনাঞ্জয়া

নেত্রাঙ্ক রস চন্দ্রমিতেসা

কে কার্তিক স্থিতে ভাস্ক

রে হেড়ম্বাধিপতিঃ শ্রীশ্রীম

দ্বরি চন্দ্র নারায়ণাভ্য

দয়িণী রাষ্ট্রে তদন্তর্গত

খাম্পুর নাম নগরে^২ ত

৭ পাদ পঙ্কজ মকরন্দ

লোলুপমানা শ্রীল শ্রী

মতি রাজমাতা লক্ষ্মী প্র

ভা দেবী শাধিতেষ্টকাদি

নিচয় নিম্নিত বিচিত্র প্রা

সাদাভিরামঃ।

২০। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব তদীয় আসামের ইতিহাসে ইহাকেই বোধ হয় “সন্ধিকারী” আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

২১। তৎকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র মাইবঙ্গের পাষাণ গৃহের নিকটে নির্জন শান্তি কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন কি না কে বলিতে পারে?

২২। সম্প্রতি কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী ইন্দুপ্রভার শ্বশুর ও পিতৃকুলের তর্পণকার্যে সহায়তাকল্পে প্রস্তুত একখানি নামগোত্র তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে ; তাহা হইতে দেখা যায় যে হরিশ্চন্দ্রই কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের জনক ছিলেন এবং লক্ষ্মীচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের পিতৃব্য ছিলেন। আমরা এতৎপ্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের প্রদত্ত হেডম্বরাজবংশ বিবরণীর অনুসরণ করিয়াছি ; এবং ইহাই সমীচীন বোধ হয় ; কেননা নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত পরস্পরবিবদমান কাছাড়ী রাজমালায় সকলটিতেই হরিশ্চন্দ্রের পর লক্ষ্মীচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র লক্ষ্মীচন্দ্রের পুত্র কি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র এ বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাছাড়ীরাজবংশীয় ‘কুঙর’ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে রাজপ্রাত্তদ্বয় হরিশ্চন্দ্রেরই পুত্র ছিলেন। কিন্তু বহুদর্শী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয় বিপিন বাবুর মতেরই সমর্থক ; এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাতেও বিপিনবাবুর মতই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইবে।

২৩। আসাম ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব লিখিয়াছেন যে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সম্রাটক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রনির্ম্মিত গোমূর্তির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্গত হন ; তদবধি ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ভীমবংশীয় ক্ষত্রিয় হিন্দু বলিয়া খ্যাপিত করেন। তিনি আরও বলেন যে মাইবঙ্গে অবস্থানকাল হইতেই কাছাড় রাজগণ কর্তৃক হিন্দু ধর্ম্মগ্রহণের আরম্ভ হয়। কিন্তু বহুপূর্বকাল হইতেই যাঁহারা হেডম্বেশ্বর নামে পরিচিত হইতেন এবং ব্রহ্মপুত্রোপত্যকায় যাঁহাদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে দেবমূর্তি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের এতাদৃশ উক্তি সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

২৪। রণচণ্ডীর নাম পূর্বেও উল্লেখিত হইয়াছে ; বহুকাল হইতেই এই দেবী কাছাড়রাজগণের আরাধ্যা ছিলেন। রণচণ্ডী কোনও দেবতা-মূর্তি নহেন, শিবাজীর ‘ভবানী’র মত, অথবা আহোমদের ‘হেংদাং’ এর ন্যায়, একখানি তরবারি মাত্র। এইরূপ প্রবাদ যে নির্ভয় নারায়ণ নামক কাছাড়ের একজন প্রাচীন নৃপতি একদা রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন, যে দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন, “বৎস আগামী কল্য নদীতে গেলে আমাকে সর্পরূপে দেখিতে পাইবে ; যদি উহার মাথায় ধরিতে পার তবে আমি নিজমূর্তিতে পরিণত হইব, লেজে ধরিলে অসির আকৃতি ধারণ করিব।” রাজা তদনুসারে সর্প দেখিয়া ভয়ে মুখের দিকে ধরিতে পারিলেন না তাই দেবী খড়্গরূপেই পরিণত হইয়া পূজিত হইতে লাগিলেন।

২৫। মুদ্রার লিপি এই : — ‘হেডম্বপূরধীশ শ্রীরণচণ্ডী পদাজুযঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ

চন্দ্রস্য রাজ্যোপগ্রহাদিকৌ শাকৌ।” লক্ষ্যের বিষয় এই যে এই মুদ্রাটিতে হেডম্বের স্থলে “হৈডিম্বর” এই বিশুদ্ধ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬। এই পরিবর্তন কখন হইল বলা যায় না। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব বলেন যে ১৮৩৫ খৃঃ সিলমোহরে ‘হেডম্বর’ নামই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চাদুল্লিখিতব্য মণিরাম উজীরের অভয়খাতিলজমা সনদের পৃষ্ঠে কাছাড়ের প্রথম শাসনকর্তা টি ফিশার সাহেবের ১৮৩১ খৃঃ ২৪শে মার্চের দস্তখতে তাঁহার “In charge of Cachar” এই পদটি দেখা যায়। ফলতঃ কাছাড় নামটি যে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহাও তাহার অবাস্তব প্রমাণ।

২৭। গেইট সাহেবের জবাব প্রবন্ধান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। (See " Mr Gait's History of Assam : A critical study, in Hindustan Review, January 1908) উহা হান্টার সাহেবের উক্তির উপরও প্রযোজ্য।

২৮। দণ্ডবিধির লিপিও ভাষার সহিত সনদের লিপি ও ভাষা মিলাইলে যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহা একজন টোলের ভট্টাচার্যের লিপি ও ভাষার সহিত একজন জমিদারী সেরেস্তার মোহরের লিপি ও ভাষার তুলনা করিলে আজিও দেখা যাইতে পারে।

২৯। কথিত আছে যে চাঁদ লস্কর বড়খলায় আসিলে স্বপ্নাদিষ্ট হন যে “এই স্থান নির্মাতা ভৈরবের অধিকার, তুমি প্রতি রবিবার ভৈরবের পূজা দেওয়াইলে তোমার বংশীয়রা এই স্থানে সুখসম্মানে বাস করিতে পারিবে।” তদবধি চাঁদ ও চাঁদের বংশধরগণ কর্তৃক নির্মাতা ভৈরব পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কাছাড়রাজগণ তদর্থে লস্কর ভূমি দান করিয়াছেন; ইংরেজ গবর্ণমেন্টও তাহা বজায় রাখিয়াছেন।

৩০। সম্প্রতি অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেও এই সকল উপাধি দেখা যায়। কাছাড় জেলায় রাজস্ববন্দোবস্ত অস্থায়ী; তাই নূতন বন্দোবস্তের সময় আমিনদিগকে বশীভূত করিয়া যে - সে ব্যক্তিই সরকারী কাগজপত্রে ঐ সকল উপাধির ব্যবহার করিতেছে; কেহ বা স্বয়ং লিখিত দলিলাদিতে যদৃচ্ছাক্রমে এই উপাধিগুলি গ্রহণ করিতেছে। আবার শুনা যায় স্বাধীন রাজত্বের অবসানের পর রাজার মোহর দুষ্ট লোকের হস্তগত হওয়াতে অনেক জাল সনন্দও তৈয়ার হইয়াছে।

হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি ---- 'ক' পুথি

পাদেন বিংশতিকার্ষাপণাঃ।

সগুণ ব্রাহ্মণের উপর নিগুণ
ব্রাহ্মণে যদি পাদ ভ্রমণ করায় তবে
রাজাতে ২০ বিস কাহন দণ্ড দিতে
হয়।

কাষ্ঠেন সাক্ষদ্বিশতপণাঃ।

সগুণ ব্রাহ্মণের উপর নিগুণ
ব্রাহ্মণে যদি মারিবার নিমিত্তে কাষ্ঠ
উঠায় তবে রাজাতে ১৫ ৥০ পনের
কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

ব্রাহ্মণাভ্যাং পরস্পরস্য
হস্তে পাদেবা বিদারিতে
পরস্পরৌ দশবিংশতিপণ
দণ্ডাহৌ।

ব্রাহ্মণে যদি পরস্পর পাদদ্বা [রা]
কিন্ধা হস্তদ্বারা মারামারি করেন
তবে রাজাতে উভয়ে ১২ ৥ সাড়েবার ২
কাহন দণ্ড দিতে হয় কিন্তু এই দণ্ড
রুধিরাদি অবিত হইলে।

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণং যদি অস্ত্রং
ভ্রাময়তি তদা পঞ্চশত
পণদণ্ড্যঃ।

সমান ব্রাহ্মণের উপর যদি ব্রাহ্মণে
মারণার্থ অস্ত্রভ্রমণ করে তবে রাজাতে
৩১ ৥ ০ একতিস কাহন চাইর (পণ)
দণ্ড দিতে হয়।

যত্র মুনিভির্দণ্ডো নোক্ত -
স্তত্রাপরাধানুরূপো দণ্ডো
[যুক্ত্য] কল্পনীয়ঃ।

যেই ২ খানে মুনি সকলে দণ্ড
নিরূপণ না করিয়াছেন সেই ২
খানে অপরধানুসারে যুক্তিদ্বারা দণ্ড
কল্পিতে হয়।

[ব্রাহ্মণ] জাতিষু প্রহারার্থং
হস্তস্যোর্দ্ধা ভ্রামণেন দ্বাদশ পণ -
দণ্ডঃ।

ব্রাহ্মণকে যদি মারিবার নিমিত্ত
ব্রাহ্মণে হস্ত উঠায় তবে রাজাতে
৫০ বার পণ দণ্ড দিতে হয়।

হস্তপাতনে দ্বিগুণ এষ
দণ্ডঃ সমেষু।

সমানজাতি ব্যক্তিতে একবার
হস্তদ্বারা মারিলে রাজাতে ১।১০ দেড়
কাহন দণ্ড দিতে হয়।

উত্তমেষু মশ্চেষ্ট্রমুদ্যময়তি
তদা সহস্রপণদণ্ডঃ।

উত্তমকে মারিবার নিমিত্তে যদি
অধমে অস্ত্র উত্থাপন করে তবে
রাজাতে ৬২।১০ সাড়ে বাস্বইট কাহন
দণ্ড দিতে হয়।

সগুণব্রাহ্মণোপরি নির্গুণ
ব্রাহ্মণো যদি প্রহারার্থং হস্তং
ভ্রাময়তি তদা দশকার্ষ্য পণ
দণ্ডঃ।

সগুণ ব্রাহ্মণের উপর মারামারি
নিমিত্তে যদি নির্গুণ ব্রাহ্মণে হস্ত
উঠায় তবে রাজাতে ১০ কাহন দণ্ড
দিতে হয়।

[উভাভ্যাং] ভ্রামিতে
উভয়ো [দণ্ডঃ]

এ বঞ্চসমান ব্রাহ্মণে যদি এক
জনার উপর আরেক জনায়ে প(র)-
স্পর অস্ত্র ভ্রমায় তবে উভয়েই
রাজাতে ৩১।১০ একতিস কাহন চাইর
পণ ২ দণ্ড দিতে হয়।

ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পাণিং
প্রহরন্ শূদ্রঃ পাণিচ্ছেদন -
দণ্ড্যঃ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে
হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার
হস্ত ছেদন করিতে হয়।

কোপাৎ পাদেন প্রহরন্
পাদচ্ছেদন দণ্ড্যঃ।

শূদ্রে যদি ক্রোধত পাদ দ্বারা
ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তবে তাহার
পাদ ছেদন করিতে হয়।

সহাসনে বসন্ শূদ্রঃ কট্যাং
কৃতচিহ্নঃ রাজ্যান্নিঃসার্য্যঃ
অথবা (স্য)- নিতম্বসমীপমাংস
খণ্ডং কর্ত্তয়েৎ।

ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী
যদি শূদ্র বৈসে তবে (তাহার কটিদেশ
চিহ্নিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে
দূর করিয়া দিতে হইবে অথবা)
তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে
হয়।

কোপাৎ প্রহারার্থং ভৃকু
ট্যা মুখং বিস্তারয়তঃশূদ্রস্য
দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে
মারিবার নিমিত্তে যদি ভৃকুটী মুখ
বিস্তার করে তবে তাহার দুইয় ঠুট
ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি মূত্রমুৎসৃজতঃ
শূদ্রস্য লিঙ্গং ছেদয়েৎ।

শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের
উপর প্রস্রাব করে তবে তাহার
লিঙ্গ ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি পুরীষোৎস-
র্গে গুদং ছেদয়েৎ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের
উপর বিষ্ঠা ক্ষেপণ করে তবে তার
গুদ ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণস্য কেশেষু পাদ-
য়ো বর্ষা গ্রীবায়াং বা অণ্ড -
কোষে বা কোপাৎ শূদ্রস্য
গৃহতঃ হস্তৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের
কেশেতে ধরে কিম্বা গ্রীবাতে ধরে
কিম্বা পায়েতে ধরে কিম্বা অণ্ড
কোশেতে ধরে (তবে তাহার উভয়
হস্ত ছেদন করাব।)

যুগপদ্বাদে পথি তুল্যগমনে
চ শয্যাসনয়োঃ সহোপবেশনে
বা তাড়নরূপদণ্ডঃ।

ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য হৈয়া বাদ
করে যে শূদ্রে কিম্বা পথে যাইতে
সমান হৈয়া গমন করে যে শূদ্রে

কিন্মা এক সমান সয্যাতে শয়ন করে
যে শূদ্রে কিন্মা একসমান আসনেতে
বৈশে যে শূদ্র তাকে রাজা বেত
দিবেন।

চর্ম্মভেদে সর্ব্বত্র সার্ক দ্বিশত
পণাঃ।

সমান ব্যক্তিয়ে মারণেতে যদি
চর্ম্মভেদ হয় তবে রাজাতে ১৫ ৥৮.
পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

[মাংস] ভেদে পঞ্চশত-
পণাঃ।

সমান ব্যক্তিয়ে মারণেতে যদি
মাংসভেদ হয় তবে রাজাতে ৩১।০
একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে
হয়।

অস্থিভেদে সহস্রপণাঃ।

সমান ব্যক্তিয়ে অস্থিভেদ করিলে
৬২ ৥১০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড
দিতে হয়।

কর্ণনাসাকরদত্তাঙ্ঘ্রি
ভেদে পঞ্চশতপণাঃ।

কর্ণ কিন্মা নাসিকা কিন্মা দত্তাদি
ভেদ করিলে রাজাতে ৩১।০ একত্তিস
কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।

তেষাং পতনে দ্বিগুণঃ।

উপরে যে সকল লিখা গিয়াছে
ভেদের কথা ইহাতে যদি ঐ সকলের
পতন হয় তবে রাজাতে ৬২ ৥১০ সাড়ে
বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

মা রণে মা রণং।

মা রণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত

কৃতাপরাধেপি রাজনি কৃত
প্রহারং শূলমারোপ্যাগ্নৌ
পচেৎ।

হয় তবে তাহাকেহ রাজা প্রতিবদল
শূলাদি দ্বারা মারিতে হয়।

কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেহ
যদি কোন ব্যক্তিতে প্রহার করে
তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে
পাচনা করিব।

ব্রাহ্মণেতরবিষয়মেতৎ।

ব্রাহ্মণের মারণান্তিক শাস্তি নাই।

সর্বপাপেষ্ববস্থিতমপি ব্রাহ্মণং
কদাচিদপি ন হন্যাৎ।

সর্বপাপযুক্ত যে ব্রাহ্মণ তাহা-
কেহ বধ করিতে পারে না।

ভার্যাপুত্রদাসশিষ্যকনিষ্ঠা-
[দয়শ্চেৎ] কৃতাপরাধা স্তান

* * * রজ্জ্বাবন্ধনে
* * * অতি সূক্ষ্ম
* * * খ্যাতেন
* * * তাদৃশ * *

[তাড়] নং কুর্য্যাৎ।

ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস ও শিষ্য
এবং কনিষ্ঠ সহোদর এই সকলে
অপরাধ করিলে রজ্জ্বাদি বন্ধন করিয়া
বাসের সূক্ষ্ম ২ কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে
তাড়না করিতে পারে এহাতে রাজ
দণ্ড নাই।

শিরসি তাড়নং কদাপি ন
কুর্য্যাৎ শিরসি প্রহরন্ চৌর-
বৎ * * * প্রাপ্নোতি।

কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে
চৌরের প্রায় রাজদণ্ড দিতে হয়।

মহিষাদীনাং কুকুরাদীনাঞ্চ
স্বামী শক্তোপ্যেতান অবা-
রয়ন্ সার্কদ্বিশতপণদণ্ড্যঃ।

মহীষাদি ও কুকুরাদির স্বামী
সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তির উপর
মহিষাদি ও কুকুরাদি রুষিতে যদি
বারণ না করে তবে ১৫ ৥০ পনর

* * * দু্যক্তেপি যদি ন
রক্ষ্যেৎ তদা পঞ্চশতপণদণ্ড্যঃ।

কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।
দূরকর ২ এমত বলিতেহ যদি
মহিষাদিও কুকুরাদির স্বামীয়ে
আসিয়া বারণ না করে ত (বে)
রাজাতে ৩১।০ একতিস কাহন চাইর
পণ দণ্ড দিতে হয়।

বাকপারুষ্যাদিনা নীচো
যদি সন্তমভিলঙঘয়েৎ তদা
নীচং স এব তাড়য়ন্ রাজ-
দণ্ড্যো ন ভবতি।

নীচলোকে যদি [উত্তমব্যক্তিকে]
বাক্যদ্বারা অধিক [বলে এহাতে
নীচ লোককে যদি উত্তম ব্যক্তিয়ে]
হস্তদ্বারা [তাড়না করে তবে রাজ]
দণ্ড্য হয় না।

সম্পূর্ণ :

জানা কর্তব্য কোন ২ ব্যক্তিকে চৌর বলা যায়
তাহা নিরুপণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেডস্বেশ্বর
নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ
গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে
শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন।

চৌরৈঃ সহমিলনখনিত্রাদি
চোরিতদ্রব্যানামন্যতমেনাপি
চৌরমবধার্য্য রাজা চোরিত -
দ্রব্যং স্বামিনে দাপয়িত্বা
শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং গৃহীয়াৎ।

চোরের সহিত সর্বদা সংসর্গ
করে যে কিস্বা যাহার পাশ চোর
কর্ম্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার
পাশ চোরিত দ্রব্য পাওয়া জায় সেই
চোর হয়। এই এই চিহ্নদ্বারা চোরকে
অবধারণ করিয়া রাজাকে সপ্রমাণ
দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য দেওয়াইয়া চোরকে
যথাশাস্ত্র [দণ্ড করি] বেন।

চৌরাণাং নিগ্রহে পরমং
যত্নং কুর্যাৎ। [চৌর -]
নিগ্রহাদ্ যশো বর্দ্ধতে।

চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম
যত্ন করিবেন চোরের নিগ্রহতে রাজার
যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব।

চৌরা দ্বিবিধাঃ প্রকাশা
অপ্রকাশাশ্চ।

চোর দুই প্রকার হয় প্রকাশ
চোর ও অপ্রকাশ চোর।

[তত্র] প্রকাশচৌরা
বণিগাদয়ঃ।

কপট তোল করে যে বণিগাদি
সেই প্রকাশচৌর।

অপ্রকাশচৌরাঃ সন্ধি [চৌরা
দয়ঃ]

সন্ধানাди দ্বারা চৌরি করে যে
সেই অপ্রকাশচৌর।

[জানা কর্তব্য] কপট তোল করি ও কপট গণা
করি ও কপট লেখ্য [দ্বারা] ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া
পুত্রদারাদিকে প্রতিপোষণ [করে যে] ব্যক্তি ঐ ২
ব্যক্তিরায়ে কত হ্রাসেতে কি দণ্ড হবে তাহা
[নিরূপণের] নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর
নৃপেন্দ্র [বাহাদুরের] হজুর কৌশল হৈতে বিবাদ
দর্পণ গ্রন্থানুসারে [দেববাণী ও] ভাষাতে নীচের
লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে
জারী করিলেন ইতি।

[যে কপট তো] লনেন
কপটলেখ্যেন কপটগণনেন
অর্থস্য বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং বণিজঃ
পরিবারান্ পুষ্যন্তি।

কপট তোলও কপটগণন ও
কপট লেখ্য এই সকল দ্বারা ধনের
বৃদ্ধিও হ্রাস করিয়া পুত্র দারাদিগকে
প্রতিপালন করে যে ব্যক্তি।

যঃ কপটতুলাদিনা পর -
দ্রব্যাস্তমাংশমপহরতি সপণ-
শতদ্বয়দণ্ড্যঃ।

যে ব্যক্তিয়ে কপট তোলদ্বারা
দ্রব্যের অষ্টম ভাগের এক ভাগ হরণ
করে সে রাজাতে ১২।১০ সাড়ে বার
কাহন দণ্ড দিতে হয়।

যন্তু নবমাংশমপহরতি স
পঞ্চবিংশতিপণন্যূনপণশত -
দ্বয়ং দণ্ডং দদ্যাত ।

নবম ভাগের একভাগ হরণ
করিলে রাজাতে ১০ $\frac{১}{১০}$ দশ কাহন
পনর পণ দণ্ড দিতে হয় ।

দশমাংশহরণে পঞ্চাশৎপণ -
ন্যূনপণদ্বিশতং দণ্ডঃ ।

দশমাংশ হরণ [করিলে * * ৯ $\frac{১}{১০}$
নও কাহন [ছয় পণ] রাজাতে দণ্ড
দিতে হয় ।

একাদশাংশহরণে পঞ্চপণা-
ধিকসপ্ততিপণন্যূন পণ
দ্বিশতং ।

একাদশাংশ হরণেতে [৮ $\frac{১}{১০}$ অ] ষ্ট
কাহন সাত পণ দণ্ড দিতে হয় ।

(“৭ $\frac{১}{১০}$ সাত কাহন তের পণ” এই পাঠ হওয়া
উচিত বোধ হয়। $২০০ + ৫ - ৭০ = ১৩৫$ পণ
হইলেও $২০০ - (৭০ + ৫) = ১২৫$ পণই
সংস্কৃতাত্মকের সম্মত অর্থ। দণ্ডানুপাতেও
ইহাই উপলব্ধ হয়।)

দ্বাদশাংশহরণে পণশতং
দণ্ডঃ ।

দ্বাদশাংশ হরণেতে রাজাতে ৬।০
ছয় কাহন দণ্ড দিতে হয় ।

ত্রয়োদশাংশহরণে পঞ্চ
পণাধিক সপ্ততিপণাঃ ।

ত্রয়োদশাংশ হরণেতে ৪ $\frac{১}{১০}$ চারি
কাহন এগার পণ রাজাতে দণ্ড
দিতে হয় ।

চতুর্দশাংশহরণে পঞ্চাশৎ
পণাঃ ।

চতুর্দশাংশ হরণেতে ৩ $\frac{১}{১০}$ তিন
কাহন দুই পণ দণ্ড দিতে হয় ।

পঞ্চদশাংশহরণে পঞ্চবিংশতি
[প]ণাঃ ।

পঞ্চদশাংশ হরণেতে ১ $\frac{১}{১০}$ এক
কাহন নও পণ দণ্ড দিতে হয়। এই
ক্রমে অধিকাংশ হরণেতে অধিক দণ্ড
দিতে হয় ।

যন্তু সপ্তমাংশমপহরতি
তস্য পণদ্বিশতোপরিপঞ্চ -
বিংশতিপণবৃদ্ধিঃ ।

সপ্তমাংশ হরণেতে ১৪ $\frac{১}{১০}$ চৌদ্দ
কাহন একপণ দণ্ড দিতে হয় ।

ষষ্ঠাংশহরণে পণদ্বিশতো-
পরি পঞ্চাশৎপণবৃদ্ধিঃ।

ষষ্ঠাংশ হরণেতে ১৫ ৥৭/০ পনর
কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

পঞ্চমাংশহরণে পণদ্বিশ -
তোপরি পঞ্চসপ্ততিপণবৃদ্ধিঃ।

পঞ্চমাংশ হরণেতে ১৭ ৥৮/০ সতর
কাহন তিন পণ দণ্ড দিতে হয়।

চতুর্থাংশহরণে পণদ্বিশতো-
পরি শতপণবৃদ্ধিঃ।

চতুর্থাংশ হরণ করিলে ১৯ ৬০
উন্নইস্ কাহন বার পণ দণ্ড দিতে হয়।
(শুদ্ধপাঠ ১৮ ৬০ আঠার কাহন বার পণ হইবে।)

তৃতীয়াংশহরণে পণদ্বিশতো-
পরি পঞ্চবিংশতি পণাধিক -
শতপণবৃদ্ধিঃ।

তৃতীয়াংশ হরণ করিলে ২১ ১০/০
একইস্ কাহন পাচ পণ দণ্ড দিতে
হয়।
(শুদ্ধ পাঠ ২০ ১০/০ বিশ কাহন পাঁচ পণ হইবে।)

দ্বিতীয়াংশহরণে পণদ্বিশ -
তোপরি পঞ্চাশৎপণাধিক-
শতপণবৃদ্ধিঃ।

দ্বিতীয়াংশ হরণ করিলে ২২ ৬০/০
বাইস কাহন চৌদ্দ পণ দণ্ড দিতে হয়।
(শুদ্ধপাঠ ২১ ৬০/০ একইস্ কাহন চৌদ্দ
পণ।)

এবঞ্চ চোরিতদ্রব্যমষ্টধা
বিভজ্যাষ্টমাংশঃ নবধা বিভজ্য
নবমাংশ ইত্যাদি ক্রমেণ
বোধ্যঃ।

চোরিত দ্রব্যকে অষ্ট ভাগ করিয়া
প্রতিভাগেতে যাহা হয় এই এক
ভাগকে পুনশ্চ নবমাংশ ও দশমাংশ
ইত্যা (দি) ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে
হয়।

(অনুবাদ দুর্বোধ ও অবিশুদ্ধ)

জানা কর্তব্য তাশ্রাদি ঔষধ দ্বারা সুবর্ণ করি বিক্রী
করিলে এবং কুকুরাদির মাংস হরিণাদির মাংস করি
বিক্রী করিলে এবং অল্পমূল্য দ্রব্য যদি বঞ্চনা করি বহুমূল্য
বিক্রী করিলে এবং অল্পমূল্য দ্রব্য যদি বঞ্চনা করি বহুমূল্য
বিক্রী করিলে যাহা দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই
আইন শ্রীযুক্ত হেডমেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর
কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দে (ব)বাণী ও
ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের
১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন ইতি।

অসুবর্ণস্য ঔষধাদি যোগাৎ
সুবর্ণত্ব ভ্রম মুৎপাদ্য যঃ
ক্রয়াদিব্যবহারং করোতি।
য শ্চাশ্বাদিমাংসং হরিণাদি
মাংসত্বেন প্রকাশ্য বিক্রীণীতে
স নাসাদন্তকরশূন্যঃ করণীয়ঃ
পণসহস্রদণ্ড্যশ্চ।

সুবর্ণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাতে
ঔষধাদি কোন লগাইয়া সুবর্ণের
সমান করিয়া সুবর্ণ হেন ভ্রম জন্মাইয়া
এবং কুকুরাদির মাংসকে হরিণাদির
মাংস হেন প্রকাশ করিয়া বিক্রয়াদি
ব্যবহার করে যে ব্যক্তি তাহার
নাসা ছেদ ও হস্ত ছেদ ও দন্ত শূন্য
করিয়া ৬২।১০ (সাড়ে বাসইট কাহন)
রাজা দণ্ড লৈতে হয়।

(অনুবাদে 'কুকুরাদির' স্থলে 'অশ্বাদির'
হওয়া উচিত ছিল। অথবা সংস্কৃতভাষায়
'যশ্চাশ্বাদিমাংসং' স্থলে 'যশ্চ শ্বাদিমাংসং'
হওয়া উচিত ছিল।)

[অল্প মূল্য] দ্রব্যং গৃহীত্বা
[বহুমূল্য] ল্যভ্যং প্রকাশ্য [যে
স্ত্রী বাল] কান্ বঞ্চয়তি তেহ -
র্থানুরূপতো দণ্ড্যঃ।

অল্পমূল্য দ্রব্য আনীয়া যদি বহু -
মূল্য দ্রব্য হেন প্রকাশ করিয়া স্ত্রী ও
বালককে বঞ্চনাকরিয়া স্ত্রী ও বালকে -
তে বিক্রয় করে তবে মূল্যানুরূপ অর্থাৎ
যত টাকার দ্রব্য হয় তত টাকা
রাজাতে দণ্ড দিতে হয়।

ঔষধাদীনাং যোগাঙ্কে -
মাদিকং কৃত্রিমং কৃত্বা যে
বিত্রীণস্তি তে ক্রেত্রে মূল্যং
দত্ত্বা মূল্যদ্বিগুণং দণ্ডং রাজনি
দদ্যুঃ।

ঔষধাদি দিয়া সুবর্ণাদিতে কৃত্রিম
জন্মাইয়া যে ব্যক্তিতে বিক্রয় করে
সেই ব্যক্তিতে ক্রয়কর্ত্তাতে মূল্য
ফিরৎ দিয়া রাজাতে মূল্যের দ্বিগুণ
দণ্ড দিতে হয়।

শুদ্ধসুবর্ণে নক্তন্দিবমগ্নৌ
স্বায়মানে ক্ষয়ো ন ভবতি।

এক রাত্রি ও একদিবস কাল
ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে কিঞ্চিৎ-
স্মাত্র ক্ষীণ না হয় যে সুবর্ণ তাকেহি
শুদ্ধ সুবর্ণ জানিবা।

তথা রজত পলশতে পলদ্বয় -
মেব।

এক রাত্রি দিবা ব্যাপক অগ্নিতে
দাহ করিলে শত পলে দুই পল ক্ষীণ
হয় যে রজতেতে তাকেহি শুদ্ধ রজত
বলি।

তথা তাবতি ত্রপুষ্টি রঙ্গে
সীসে বা পলাষ্টকমেব।

পিতল ও রাস্ত ও শীশা [এক
রা] ত্রি দিবা ব্যাপক অগ্নি [তে দাহ]
করিলে যদি অষ্ট পল [ক্ষীণ হ] য
তবেহি শুদ্ধ জানিবা।

তথা তাবতি তাম্রে পল
পঞ্চকং।

শত পণ তাম্রেতে পাঁচ পল ক্ষীণ
হয়।

তাদৃশে লৌহে দশ পলানি
ক্ষীয়ন্তে।

শত পণ লৌহেতে দশ পণ যদি
ক্ষীণ হয় তবেই [শুদ্ধ] লোহা।

জানা কর্তব্য অপ্রকাশ চোর অর্থাৎ সিংহদিয়া
 গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চোরি করে যে ব্যক্তিতে তাহার
 কি ২ দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই আইন
 শ্রীযুক্ত হেডম্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল
 হইতে বিবাদপূর্ণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে
 নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা
 বৈশাখ জারী করিলেন ইতি।

খননং কৃতা গৃহং প্রবিশ্য
 যে চৌরা শেচর্যাং কুর্বাতি
 রাজা তেষাং হস্তৌ ছিত্বা
 তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ।

খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া
 চোরি করে যে ব্যক্তি এমত চোর -
 কে রাজায় হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া
 তীক্ষ্ণশূলেতে প্রবিষ্ট করেন।

[উত্তম পুরুষা] গাং না [রীণাং
 মরক] তাদিরত্নানাং [হ] রণে
 বধ্যঃ।

কুলীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও মরকত
 অর্থাৎ প্রস্তরাদি ও রত্ন এই সকলকে
 রাত্রিতে উপরে লিখিতানুসারে
 যদি চোরি করে তবে সেই বধ্য হয়।

মধ্যমপুরুষহরণে হস্ত -
 পাদৌ ছিত্বা চতুঃপথে স্থাপ্যঃ।

মধ্যম পুরুষকে যদি হরণ করে
 তবে রাজা তাহার হস্ত ও পদ ছেদন
 করিয়া সেই চোর ব্যক্তিকে চতু -
 ষ্পথেতে রাখিবেন।

অধমপুরুষহরণে পণসহস্র -
 দণ্ডঃ।

যদি অধম পুরুষকে হরণ করে তবে
 রাজাতে ৬২।১০ বাসইট কাহন
 আষ্ট পণ দণ্ড দিতে হয়।

অশ্বহর্তারং হস্তপাদৌ কটিং
 ছিত্বা প্রমাপয়েৎ।

ঘোটক হরণ করে যে ব্যক্তি
 তাহার হস্ত ও পদ ও কোটি ছেদ
 করিয়া মারিবেক।

গবোষ্ট্রগজাপহরণে এক-
চরণাদিকঃ কার্য্যঃ।

গো ও অষ্ট্র অর্থাৎ উট ও গজ
অর্থাৎ হস্তি এই সকলকে চোরি
করিলে তাহার এক চরণ ছেদন
করিবেক।

বিংশতিদ্রোণন্যূনধান্যাপ-
হরণে তৎসমং ধান্যং স্বামিনি
দদ্যাৎ তদেকাদশগুণঞ্চ রাজনি
দণ্ডেহন দদ্যাচ্চ।

বিংশতি দ্রোণের [পরিমাণ]
ধান্যের ন্যূন ধান্য [চোরি করিলে]
ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ [ধান্য] দিয়া
রাজাতে ঐ ধান্যের [একা]দশ গুণ
ধান্যের মূল্য দণ্ড [দিতে] হয়।

ইতোধিকাপহরণে মারণীয়ঃ।

বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের
অধিক ধান্য চোরি করিলে মারণীয়
হয়।

সুবর্ণরজতাপহরণে শতপলা-
ধিকে বধঃ।

সুবর্ণ ও রজত যদি শত পণের
অধিক চোরি করে তবে সে মারণীয়
হয়।

(‘পণের’ স্থলে ‘পলের’ হইবে।)

ন্যূনে কণ্ঠছেদঃ।

উপরের লিখিত সুবর্ণ ও রজতের
ন্যূন চোরি করিলে কণ্ঠ ছেদন যোগ্য
হয়।

স্বল্পসুবর্ণরজতাপহরণে
তাড়নং।

স্বল্প সুবর্ণ ও স্বল্প রজত চোরি
করিলে তাড়না করিতে হয়।

কাষ্ঠভাণ্ডতৃণমৃন্ময়বংশ
বংশোদ্ভবস্বল্পধান্যসূত্রাস্থিচর্ম্ম
শাকানাং সর্বেষামল্পমূল্যা-
নাঞ্চ হরণে মূল্যাং পঞ্চ-
গুণো দমঃ।

কাষ্ঠ ও বস্তুরক্ষণ ভাণ্ড ও তৃণ
ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত যাবদ্বস্ত্র ও বাস
ও বংশোদ্ভব যাবদ্বস্ত্র ও অল্প ধান্য
ও সূত্র ও অস্তি ও চর্ম্ম ও শাক এই
সকল ও অল্পমূল্য যাবদ্বস্ত্র তাকে
চোরি করিলে রাজাকে ঐ দ্রব্য
মূল্যের পঞ্চগুণ দণ্ড দিতে হয়।

* * [কৃৎস্ন] বেদাধ্যৈতৃ -
[ব্রাহ্মণস্য] তৃণ কাষ্ঠ পুষ্প-
[ফল হ] রণে হস্তচ্ছেদঃ।

বেদাধ্যৈতৃ ব্রাহ্মণের তৃণ কাষ্ঠ ও
পুষ্প ফল এই সকল চোরি করিলে
হস্ত ছেদন করা হয়।

চৌর্যাপহৃতং ধনং ধনিকে
দাপয়িত্বা দণ্ডঃ কার্য্যঃ।

রাজা চৌরকে আনাইয়া ধনিকের
ধন দেওয়াইয়া উচিত দণ্ড করিবেক।

ব্রাহ্মণস্যাবমান (ন)মেব বধঃ।

যদি ব্রাহ্মণ চোর হয় তবে
তাহাকে অপমান করিব। ব্রাহ্মণের
যে অপমান সেই বধের তুল্য।

মধ্যবিব্রাহ্মণচৌরস্য ললাটে
ভগাদি চিহ্নং কৃত্বা রাজ্যান্নিঃ-
সারয়েৎ।

মধ্যম ব্রাহ্মণে যদি চৌরি করে,
তবে তাহার ললাটেতে ভগাঙ্ক
করাইয়া রাজ্য হৈতে বাহির
করিবেক।

চোরিতত্বেন জ্ঞাতানাং
দ্রব্যানাং ত্রেতা রক্ষিতা
গোপনকর্ত্তা চৌরসমদণ্ড্যঃ।

চোরিত দ্রব্য হেন জানিয়া যেই
ব্যক্তিয়ে ক্রয় ও রক্ষণ ও গোপন
করে সেই চৌরসমানদণ্ড্য হয়।

জানা কর্তব্য অকস্মাৎ কর্ম্ম করে যে ও বল করি
কর্ম্ম করে [যে ও দর্প] করি কর্ম্ম করে যে তাহার দণ্ড
কি হবে তাহা নিরূপণের [নিমিত্ত] এই আইন শ্রীযুক্ত
হেডম্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে
বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের
লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ (পহিলা) বৈশাখ
জারী করিলেন ইতি।

সহসা বলেন দর্পিতৈর্যৎ
কর্ম্ম ক্রিয়তে তৎসাহসং।

অকস্মাৎ যে কর্ম্ম করে ও বল-
দ্বারা কর্ম্ম করে যে ও দর্পদ্বারা কর্ম্ম
করে যে তাহার নাম সাহস।

প্রথমমধ্যমোত্তমভেদাৎ তৎ
ত্রিবিধং।

সেই প্রথম মধ্যম উত্তম ভেদে
তিন প্রকার হয়।

লাঙ্গলসেতুপুষ্পমূলফলেষু
চোরিতেষু সাহসেন বিনা-
শিতেষু বা তেষাং মধ্যে
অল্পমূল্যেষু পণশতং।

লাঙ্গল ও সেতু পুষ্প ও মূল ও
ফল এই সবের মধ্যে অল্পমূল্য যেই
যেই দ্রব্য হয় তাহাকে যদি সাহসাদি
দ্বারা চোরি করে অথবা বিনাশ করে
তবে রাজ্যতে ৬।০ সয়া ছয় কাহন
দণ্ড দিতে হয়।

সেতুক্ষেত্রাদিবহুমূল্যেষুতদ্দ্রব্য
সমধনদণ্ডঃ।

সেতু ও ক্ষেত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য
যদি চোরি করে অথবা নাশ করে
তবে সেই দ্রব্যের সমান দণ্ড দিতে
হয়। সেতু পুল ইতি খ্যাতঃ
ক্ষেত্রাদি ভূম্যাদি।

[পশু বস্ত্রা]ন্নপানশিলা-
[পটাদৌ] অল্পমূল্যে পণ
শতদ্বয়ং।

পশু ও বস্ত্র ও অন্ন পানীয় দ্রব্য
শিলা পটাদি এই সকলের মধ্যে অল্প
মূল্য যেই যেই দ্রব্য তাহাকে নাশ

করে ও চোরি করিলে রাজ্যে ১২।১০
সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়।

বহুমূল্যে তদ্রূপ ব্যসমধনং
দণ্ডঃ।

বহুমূল্যের যেই যেই দ্রব্য [যদি]
চোরি করে কিম্বা নাশ করে তবে
রাজ্যে সেই দ্রব্যের সমান মূল্য
দণ্ড দিতে হয়।

স্ত্রীপুংহেমরত্নদেববিপ্রধন
কৃমিকোষোদ্ভববস্ত্রবিশেষেষু
মূল্যসমদণ্ডঃ।

স্ত্রী ও পুরুষ ও হেম ও রত্ন ও
দেববিপ্রধন ও কৃমি ও কোষোদ্ভব
অর্থাৎ তসরাদি বস্ত্র ও পট্টবস্ত্রাদি
ঐ সকল দ্রব্য চোরি করিলে রাজ্যে
ঐ দ্রব্যের সমান মূল্য দণ্ড দিতে হয়।

হীনপুরুষে দ্বিগুণদণ্ডঃ।

হীনবর্ণ পুরুষে যদি সাহস করি
উপরের লিখিতানুসারে কর্ম করে
তবে রাজ্যে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য
দণ্ড দিতে হয়।

চোরসংসর্গনিবৃত্ত [য়ে]
তাড়নীয়ঃ স্যাৎ।

চোরের সংসর্গ নিবৃত্তার্থ * * *
যে হয় তাহাকে রাজা তাড়না
করিতে হয়।

অথ প্রথমসাহসস্যান্নধনে
শতং মধ্যমধনে দ্বিশতং তদ-
পেক্ষ্য কিঞ্চিদধিকে [সাদ্বিধি -]
শতং বহুমূল্যে তন্মূল্যসমং
মধ্যমসাহসস্য পঞ্চশতং ত-
ত্রাপি ক্রিয়াভেদো বিব-
ক্ষণীয়ঃ।

উত্তরোত্তর ক্রমে অধিক [অপ-
রাধ] করিলে উত্তরোত্তর ক্রমে দণ্ডও
অধিক হয়। তদ্যথা ১৫ ৥১০ পনের
কাহন দশ পণের ন্যূন ধন চোরি
করিলে ৬।০ সয়া ছয় কাহন দণ্ড
১৫ ৥১০ পনের কাহন দশ পণ চোরি

করিলে ১২।১০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড
তদপেক্ষাত কিঞ্চিৎ অধিক ধন
চোরি করিলে ১৫ ৥১০ পনর কাহন
দশ পণ দণ্ড এতদপেক্ষাত কিঞ্চিৎ
অধিক ধন চোরি করিলে সেই ধনের
তুল্য ধন দণ্ড এবং বহুমূল্য দ্রব্য হয়
তবে তাহার মূল্যের সমান দণ্ড।

(এই অনুবাদ মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।)

জানা কর্তব্য মাতাপিতা স্ত্রী ও পুত্র ঐ সকলকে
ভরণ পোষণ না করিলে এবং ব্রাহ্মণেতে ও ক্ষত্রিয়েতে
ও বৈশ্যেতে ও শূদ্রেতে বিষ্ঠাদিয়া কিস্মা সুরা ও লসুন
ভোক্ষণকায এবং মোহন ও বশিকরণ ও উচ্চাটন ঐ
সকল করাইবার উপদেশ করে যে এবং ব্রাহ্মণের ভেশ
ধারণা করে যে শূদ্রে তাহার কি দণ্ড হবে তাহা নিরূ-
পণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেডস্বস্বর নৃপেন্দ্র
বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদপণ গ্রন্থা-
নুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক
১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন। ইতি

[সমর্থস্য] স্ত্রীপুত্রভরণপো -
[ষণাকর] ণে ষট্শতপণা
দণ্ডঃ।

সমর্থ থাকিয়া যেই ব্যক্তিয়ে
মাতা ও পিতা ও স্ত্রী ও পুত্র এই
সকলকে যদি ভরণপোষণ না করে
তবে সেই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৩৭।১০
সাড়ে সাত্তিস কাহন দণ্ড দিতে হয়।

বিষ্ঠাদিনা ব্রাহ্মণদূষণে শূদ্রস্য
ষোড়শসুবর্ণ দণ্ডঃ।

শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে
দুষ্ট করে তবে রাজাতে ১৬ ষোড়শ
সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।

লশুনাদিকং ভোজয়িত্বা শত
সুবর্ণদণ্ডঃ।

সুরাং পায়য়িত্বা বধ্যঃ।

বিষ্ঠাদিনা ক্ষত্রিয়ং দুষয়িত্বা
অষ্টৌ সুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ।

লশুনাদিনা পঞ্চাশৎ।

সুরয়া অঙ্গচ্ছেদঃ।

বিষ্ঠাদিনা বৈশ্যং দুষয়িত্বা
চতুঃ সুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ।

লশুনাদিনা পঞ্চবিংশতি-
সুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ।

সুরয়া অঙ্গাঙ্গচ্ছেদঃ।

শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণকে লসুনাদি
ভক্ষণ করায় তবে রাজাতে ১০০ এক
শত সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।

সুরাপান করাইয়া যদি শূদ্র
ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে রাজা ঐ
ব্যক্তিকে বধ করিতে হয়।

এবং শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা
ক্ষত্রিয়কে দুষ্ট করে তবে রাজাতে
৮ আষ্ট সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।

যদি লসুনাদি দ্বারা নষ্ট করে
তবে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ সুবর্ণ দণ্ড
দিতে হয়।

সুরাভক্ষণ করাইয়া যদি [ক্ষত্রি-
য়কে] দুষ্ট করে তবে রাজা [তাহার]
অঙ্গ ছেদ করিতে হয়।

বৈশ্যকে যদি শূদ্রে [বিষ্ঠাদি] দ্বারা
নষ্ট করে তবে রাজাতে ৪ চাইর
সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।

লসুনাদি ভক্ষণ করাইলে রাজাতে
২৫ পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।

সুরাপান করাইয়া দুষ্ট করিলে
অঙ্গুলী ছেদ করিতে হয়।

ইত্যৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি বিষয়ং।

এই সব দণ্ড উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও
উৎকৃষ্ট ক্ষত্রি ও উৎকৃষ্ট বৈশ্যের হয়।

অন্যত্র দ্বিশতপণা দণ্ডঃ।

অন্যত্র এতাদৃশ কর্ম করিলে ১২।১০
সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়।

এবং স্তম্ভনমোহনবশীকরণ-
বিদ্বেশগোচ্চাটনমারণস্বরূপ
ষট্‌কর্মস্বপি।

স্তম্ভন ও মোহন ও বশীকরণ ও
উচ্চাটন ও বিদ্বেশ ও মারণ এই
সব কর্মের উদ্যোগ করে যে ব্যক্তি
তাকে রাজা ১২।১০ সাড়ে বার কাহন
দণ্ড দিতে হয়।

(শুদ্ধ পাঠ “সে রাজাতে”)

যজ্ঞোপবীতাদিবিপ্রচিহ্ন-
ধারণেন জীবিকাং কুর্ব্বতঃ
শূদ্রস্যাষ্টশতপণদণ্ডঃ।

যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করি
ব্রাহ্মণের যেই ২ চিহ্ন তাকে
ধারণ করিয়া যদি উপজীবিকা করে
তবে সেই শূদ্রে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ
কাহন দণ্ড দিতে হয়।

অভক্ষ্যস্য বিক্রয়িণঃ দেব-
প্রতিমাভেদকস্য পণসহস্র -
দণ্ডঃ।

যাহার ভক্ষ্য যেই দ্রব্য না হয়
সেই দ্রব্য যদি তাহার পাশ বিক্রয়
করে এবং নির্মিত দেবতা প্রতিমা
ভাঙ্গে তবে ঐ ব্যক্তি রাজাতে ৬২।১০
সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

বিষাণ্যাদিনা পুরুষঘ্নীং
সেতুভেদীধাগভিগ্নীং স্থিয়ং
শিলাং বধ্বা অঙ্গু প্রবেশ-
য়েৎ।

বিষ দ্বারা কিম্বা অগ্নি দ্বারা
পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে কিম্বা সেতু
অর্থাৎ পুল নষ্ট করে যেই স্ত্রীয়ে
তাকে শিলা বান্ধিয়া জলেতে ক্ষেপণা
করিবেক কিন্তু গর্ভযুক্ত হইলে জলে
ক্ষেপণা করিবেক না।

পতিগুরুনিজাপত্যঘ্নীং কৰ্ণ-
করনাসৌষ্ঠশূন্যাং কৃত্বা গোদ্বারা
প্রমাপয়েৎ।

স্বামী কিস্বা গুরু কিস্বা আত্মপুত্র
এই সকলকে বধ করে যেই স্ত্রীয়ে
তাহার কান নাসা ও হস্ত ও ওষ্ঠ
অর্থাৎ ঠুট এইসকল ছেদন করিয়া
গো দ্বারা মারিবেক।

শুদ্ধিচিন্তামনৌ স্ত্রীণাং
বধাঙ্গচ্ছেদনিষেধঃ।

কিন্তু শুদ্ধিচিন্তামণিকারের মতে
স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে
পারে নহি। কিন্তু শিরোমুণ্ডনাদি
অপমান করিয়া দেশের বাহির
করিব।

শিষ্যগা গুরুগা পতিঘ্নী নিন্দি -
তগা চ ত্যাজ্যা।

শিষ্যগামিনী ও গুরুগামিনী ও
পতিঘ্নী অর্থাৎ পতিকেহ মারিয়াছে
যেই স্ত্রীয়ে এই সকল স্ত্রীকেহ এতা-
দৃশ মতে দেশের বাহির করিব এবং
নিন্দিতপুরুষগামিনী যে স্ত্রী তাকেহ
এতাদৃশমতে দেশের বাহির করিব।

বিবাদনির্ণয়ে। ধান্যাদি-
লাভযুক্তভূমিগৃহসমূহগ্রাম-
গোষ্ঠাদিনানাবিধশস্যযুক্তখল-
সংজ্ঞকস্থানদাহকা রাজপত্ন্য-
ভিগামীচ বীরণপত্রাগ্নিনা
দন্ধব্যঃ। বীরণং বিন্না ইতি
খ্যাতং।

বিবাদনির্ণয়েতে লিখিয়াছেন
ধান্যাদি শস্যযুক্ত যে ভূমি ও গৃহসমূহ
ও গ্রাম ও গোষ্ঠাদি ও নানাবিধ
শস্যখলা নাম এই সকলেতে অগ্নি
দিয়া দাহ করে যে ব্যক্তি এবং রাজ-
পত্নীতে অভিগমন করে যে ব্যক্তি
তাকে বীর্ণাপত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া
দাহ করিবেক।

জানা কর্তব্য যেই ২ খানে বধ ও হস্তাদিচ্ছেদন
তাহার প্রতিনিধি দণ্ড কি দিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে
এই শ্রীযুক্ত হেডম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর
কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও
ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১
পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি।

বধপ্রতিনিধিদণ্ডঃ সুবর্ণ
শতং।

বধযোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে
যদি ১০০ ২ শত সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে
তবে ঐ ব্যক্তিকে বধ করাবেন না।

অঙ্গচ্ছেদপ্রতিনিধিঃ পঞ্চা-
শং।

অঙ্গচ্ছেদন যোগ্য অপরাধি
ব্যক্তিয়ে যদি ৫০ ২ পঞ্চাশং সুবর্ণ
দণ্ড দিতে পারে তবে অঙ্গ ছেদ
করবেন না।

রাজ্যদ্ব্য বহিরক্ষণপ্রতিনিধিঃ
পঞ্চবিংশতিঃ।

রাজ্য হৈতে বাহির করিবার
যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ২৫ ২
পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে
তবে বাহির করিবেন না।

জানা কর্তব্য নিরপরাধিকে অপরাধি বলিয়া বান্ধিলে
এবং অপরাধি ব্যক্তিকে ছাড়িলে অন্যের শরীরেতে শস্ত্র-
পাতন মাত্রাতে এবং স্ত্রীর গর্ভনাশ করিলে যেই যেই
দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত
হেডম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে
বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে নীচের লিখিতানুসারে শক
১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন।

নিরপরাধং যো বপ্নাতি যশ্চ-
সাপরাধং মুঞ্চতি স পণ-
সহস্রদণ্ডার্থঃ।

নিরপরাধি ব্যক্তিকে যদি অপ-
রাধি হেন বলিয়া বান্ধে এবং অপ-
রাধি ব্যক্তিকে পাইয়া যে ছাড়ে এই
এই দুই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৬২।১০
সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

কূটপ্রমাণেন কূটমুদ্রয়া
বা যঃ কার্য্যং সাধয়েৎ স পণ -
সহস্রদণ্ডার্থঃ। ইদন্তুল্লাপ-
রাধবিষয়ং।

কূট প্রমাণ অর্থাৎ মিথ্যা লেখ্য
পত্র করিয়া ও কূট মুদ্রা অর্থাৎ মিথ্যা
মহর বানাইয়া কার্য্যোদ্ধার করে যে
ব্যক্তি সেই রাজাতে ৬২।১০ সাড়ে
বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়। কিন্তু
সেই দণ্ড অতি অল্প বিষয়েতে করিতে
হয়।

পরদেহে শস্ত্রপাতনমাত্রে
ব্রাহ্মণীতরগর্ভপাতনে চ পণ-
সহস্রং।

অন্যের শরীরেতে অস্ত্র দ্বারা
অলঙ্কৃত করিলে এবং ব্রাহ্মণী ভিন্না
যে স্ত্রী যদি উহার গর্ভ নষ্ট করে তবে
রাজাতে ৬২।১০ সাড়ে বাসইট কাহন
দণ্ড দিতে হয়।

পরিশ্রমজননে ঔষধ -
প্রয়োগেণ প্রহারেণ বা
গর্ভপাতনে প্রথমমধ্যমোক্ত -
মসাহসদণ্ডাঃ।

যদি গর্ভিণী স্ত্রীকে পরিশ্রম
করাইয়া গর্ভ নষ্ট করে তবে ১৫ ৥১০
পনর কাহন দশ পণ এবং যদি
ঔষধাদির যোগ করাইয়া গর্ভ নষ্ট করে
তবে ৩১।১০ সয়া একত্তিস কাহন এবং
যদি প্রহারদ্বারা গর্ভ নষ্ট করে তবে
৬২।১০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড
দিতে হয়।

অকৃতামপি রাজাজ্ঞাং কৃতাং
কৃত্বা যঃ প্রকাশয়তি রাজাজ্ঞাং
খণ্ডয়তি বা কূটপ্রস্তরাদিনা
তোলয়তি বা তস্য মারণ-
মঙ্গচ্ছেদো বা। অপরাধস্যোৎ-
কর্ষাপকর্ষাভ্যাময়ং বিকল্পঃ।

রাজ্যে যে বিষয়ের আজ্ঞা না
দিয়াছেন সেই বিষয়ের আজ্ঞা
দিয়াছেন হেন বলিয়া যে প্রকাশ
করে ও যে ব্যক্তিতে রাজাজ্ঞা খণ্ডন
করে ও যে ব্যক্তিতে কূট প্রস্তরাদি
অর্থাৎ অল্পশিলাদ্বারা তোল করিয়া
অধিক বানায় এই সকল ব্যক্তির
মারণরূপ দণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড
করিবেক কিন্তু এই দণ্ড বিষয় বুঝিয়া
করিতে হয়।

ইতি সম্পূর্ণঃ।

জানা কর্তব্য এক ব্যক্তিতে অন্য ব্যক্তিকে প্রকাশিত
মতে বধ করিলে এবং অপ্রকাশিত মতে বধ করিলে যাহা
দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত
হেডম্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে
বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের
লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে
জারী করিলেন।

প্রকাশবধকাশ্ছলেন নির্জন-
স্থানং নীত্বা বা বধকা যে তেষা-
মঙ্গচ্ছেদনপূর্বকমারণং।

প্রকাশ করি বধ করে যে ব্যক্তি
ও অপ্রকাশ করি বধ করে যে ব্যক্তি
এই দুই ব্যক্তিকে রাজ্যে অঙ্গচ্ছেদন
পূর্বক মারিবেক।

তাদৃশবধকস্য ব্রাহ্মণস্য
শিরো মুণ্ডয়িত্বা ললাটে
ভগাঙ্কং দত্ত্বা গর্দভেন পুরাৎ
বহিষ্করণং দণ্ডঃ।

কিন্তু এতাদৃশ বধক যদি ব্রাহ্মণ
হয় তবে বধ করিতে পারে না কিন্তু
শিরোমুণ্ডন করাইয়া ললাটে ভগাঙ্ক
করাইয়া গর্দভেতে চড়াইয়া পুরী
হৈতে বাহির করিব।

জানা কর্তব্য অন্যের স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে
 ঐ ব্যক্তির কি দণ্ড হইবে এবং অন্যের স্ত্রীরে জাইয়া
 যদি মোহ জন্মায় তবে কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের
 নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেডস্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের
 হজুর কৌশল হইতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী
 ও ভাষাতে শক ১৭৩৯ সালের ১পহিলা বৈশাখ জারী
 করিলেন।

পরস্ত্রিয়া সহ নিজ্জনে
 রাত্র্যদৌ প্রতিসন্ধানপূর্বক-
 মবস্থিতিঃ চিত্তাকর্ষণরূপ -
 সম্ভাষণঞ্চ এক * * * *
 ক্রীড়াচু [স্বনালিঙ্গনা] নিচ।
 [পরস্ত্রি] যা সহ (ঈদৃশ)
 মৈথুনানুকূলসম্ভাষণে প্রথম -
 সাহসদণ্ডঃ।

অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতিসন্ধান
 করিয়া [নিজ্জনে] স্থানেতে নিয়া কিম্বা
 [রাত্র্যাদি] কালেতে অবস্থিত হইয়া
 চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে
 ব্যক্তি ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক
 শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে
 যে ও চুম্বন আলিঙ্গন করে যে ও
 অন্যের স্ত্রীতে মৈথুন করে যে এই
 ব্যক্তিরাজাতে ১৫ ॥৮০ পনর
 কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

(“মৈথুনানুকূলসম্ভাষণে” ইহার অনু
 বাদ ঠিক হয় নাই।)

পরদারাভিমর্ষণো ব্রাহ্মণে -
 তরান্ ত্রীন্ কর্ণনাসাদিচ্ছেদন-
 রূপদণ্ডং কৃত্বা প্রবাসয়েৎ।

ব্রাহ্মণাতিরিক্ত যে তিন বর্ণ সে
 যদি পরদার করে তবে তাহার কর্ণ
 ও নাসাদি ছেদন করিয়া বাহির
 করাইব সমান বর্ণেতে এতাদৃশ দণ্ড।

ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং শূদ্রাং বা
 ব্রাহ্মণো গত্বা পঞ্চশতপণ-
 দণ্ডার্থঃ।

ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিণী ও বৈশ্যানী
 ও শূদ্রানী গমন করে তবে রাজাতে
 ৩১।০ একতিস কাহন চাইর পণ দণ্ড
 দিতে হয়।

রজকচর্ম্মকারাদিস্ত্রিয়ং গত্বা
পণসহস্রং।

রজক অর্থাৎ ধূপা চর্ম্মকার অর্থাৎ
চামারর স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণাদি গমন করে তবে
রাজাতে ৬২।১০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড
দিতে হয়।

ধনভ্রাতাদি সৌ [ন্দর্য্য] * *
দর্পেণ যাপতিং * * ব্যভি -
চরতি তাং * * লোকমধ্যে
কুকুরেণ খাদয়েৎ।

ধন ও ভ্রাতাদির ও সৌন্দর্য্য এই
সবের গর্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে
না মানিয়া অন্য পুরুষের সহিত
[ব্যভিচা]র করে যেই স্ত্রী [য়ে এতা-
দূশ] স্ত্রীকে রাজায়ে [লোকমধ্যে] তে
আনাইয়া কুকুর দ্বারা খাবাইবেক।

অননুরক্তায়াং দর্পেণাভি-
গন্তারং তপ্তে লৌহময়ে
শায়য়িত্বা দাহয়েৎ।

অননুরক্তা অর্থাৎ মানে না যে
স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগমন
করে তবে তাহাকে অগ্নিমধ্যেতে
লৌহময় পাত্রেরেতে শয়ন করাইয়া
দাহ করাইবেক।

মারণনিযুক্তাঃ পুরুষাস্তত্র -
কাষ্ঠং ক্ষিপেয়ুঃ।

মারণেতে নিযুক্ত যেই ২ পুরুষ
সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ
ক্ষেপণ করিবেক।

চণ্ডালাদিস্ত্রীগমনে ক্ষত্রিয়-
বৈশ্যৌ কৃতাশিরস্কপুরুষাক্ষৌ
প্রবাসয়েৎ।

ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে যদি চণ্ডালাদির স্ত্রী
গমন করে তবে তাহার শরীরেতে
মস্তক রহিত পুরুষ অঙ্কিত করাইয়া
দেশ হৈতে বাহির করাব।

টীকা

দণ্ডবিধিতে ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা।

কার্ষাপণ ও পণ — অশীতিভি বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।

তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ” — পুরাণমিতি কার্ষাপণম্। ইতি রঘুনন্দনঃ।

১৬ বরাট অর্থাৎ কড়িতে ১ পণ, ১৬ পণে এক কার্ষাপণ বা কাহন।

ইদানীং এক কাহনের মূল্য ১০ চারি আনা কল্পিত হইয়া থাকে।

সুবর্ণ — “হেমোহক্ষঃ। স অশীতির্ত্তিকাপরিমিতস্বর্ণম্,” ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ। ৮০ রতি অর্থাৎ

৮২ রতি ওজনের সোনা; ঐ পরিমিত সোনায়ই মোহর হইত।

পল — পলন্তু লৌকিকৈ মনৈঃ সাস্তির্ত্তিদিমাষকম্।

তোলকং ত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞেঃ স্মৃতিসম্মতম্।” অতএব দেখা

যাইতেছে যে তিন তোলায় এক পল। আবার অমরকোষের মতে,

“পলং কষ্যচতুষ্টয়ম্,” অর্থাৎ ৪ তোলায় পল।

দ্রোণ — “অষ্টমুষ্টি ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌচ পুঞ্চলম্।

পুঞ্চলানিচ চত্বারি আঢ্যকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

চতুরাঢ্যকো ভবেদ্দ্রোণঃ।” অতএব $৮ \times ৮ \times ৪ \times ৪ \times ১ = ১০২৪$

মুষ্টিতে এক দ্রোণ। “৩২ শের ইতি লৌকিকমানম্” ইতি

শব্দকল্পদ্রুমঃ।

হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি ---- খ পুথি

[গ্রামে]র নিকট কৃষি করিয়া যদি বেড়া না দেয় এহাতে যদি পালকের ইচ্ছাব্যতিরেকে গবাদি পশুযায়া শস্য নষ্ট করে তবে পালকের দোষ হয় নাহি জানিবা ।। যদি এতেহ ইচ্ছা করিয়া পালকে নাশ করায় তবে তাহার চৌরের প্রায় দণ্ড জানিবা ।। এবঞ্চ গ্রামাদির দূরতরস্থ কৃষিতে কদাচিৎ যায়া যদি গবাদিপশুয়ে পালকের ইচ্ছাব্যতিরেকে শস্য নষ্ট করে তবে পালকে রাজাতে /৫ দণ্ডিয়া কৃষকে যদি * * শস্য পুরাইয়া লৈতে চায় তবে পুরিয়া দিতে হয় ।। ক্ষেত্রিকে যদি [শস্য পুরা] ইয়া লৈতে চায় তবে গবাদি পশুয়ে নাশিত যে শস্য তাকে সর্বত্রহ পুরিয়া দিতে হয় জানিবা কিন্তু গোয়ে নাশিত যে শস্য তাকে যদি কৃষকে পালকের পাশত ও কিস্বা স্বামীর পাশত পুরিয়া লয় তবে তাহার অন্নাদিকে দেবতা ও পিতৃলোক গ্রহণ করেম্ নাহি জানিবা ।। যদি রাত্রিতে যেই পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিলে গবাদি পশু তৃপ্ত হয় তাবৎ ভক্ষণ করে তবে গবাদি পশুর স্বামিয়ে রাজাতে ১০ দশ রাত্রি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয় ।। যদি দিবাভাগেতে তাদৃশ ভক্ষণ করে তবে ৬ ছয় রাত্রি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয় ।। দিবাতে মুহূর্ত্ত মাত্র ভক্ষণ করিলে ২ দুই রাত্রি সুবর্ণ দণ্ড হয় ।। এবঞ্চ রাত্রিতে ১০ দশ রাত্রির অনুসারে ৩।সোয়া তিন রাত্রি সুবর্ণ দণ্ড যুক্তিক্রমে জানিবা ।। কিন্তু গ্রাম সমীপস্থ কৃষিতে মুহূর্ত্ত মাত্র ভক্ষণেতে দণ্ডনাহি এবঞ্চ গবাদি পশুয়ে শস্য নষ্ট করিলে শস্য যা দণ্ড হয় তাকে স্বামিয়ে দিতে হয় রক্ষক ব্যক্তিয়ে বেত্রাদি দ্বারা * * যাহা দণ্ড হয় তাকে দিতে হয় ।। এবং পশ্বাদির দণ্ড ও তাড়নাদি কিঞ্চিন্মাত্র নাহি অজ্ঞান প্রযুক্ত জানিবা ।। মুহূর্ত্ত ন্যূন কাল গবাদি পশুয়ে শস্যাদি ভক্ষণ করিলে প্রতি গোয়েতে ১০ চাইরপণ দণ্ড ও প্রতি মহিষেতে ১০ অষ্টপণ দণ্ড ও প্রতি ছগলেতে ১।একপণ দণ্ড ও প্রতি বাছুরিতে ১।একপণ দণ্ড জানিবা ।। পালক ব্যক্তি যদি রাজগ্রস্ত হয় ও কিস্বা বজ্রহত হয় ও কিস্বা বৃক্ষাদি পতিত হয় ও কিস্বা ব্যাঘ্রাদিয়ে হত হয় ও কিস্বা অকস্মাৎ ব্যাধিপীড়িত হয় এমত কালেতে যদি গবাদি পশু যায়া অন্যের শস্য নষ্ট করে ইহাতে পালক ও স্বামী দোষী হয়নাহি জানিবা ।। পালকাসমর্পিত পশুয়ে শস্য নষ্ট করিলে স্বামিতে হি দণ্ডাদি সমস্ত জানিবা ।। হস্তি ও অশ্ব ও কাণপশু ও কুজ পশু ও সাড় বৃষ এই সকলে যদি শস্য নষ্ট করে তবে দণ্ড নাহি কিন্তু পালকের তাড়না বহুশস্য নষ্ট করিলে জানিবা ইতিতু যুক্তি

সিদ্ধঃ।। ইতি শস্য রক্ষা সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং । * । অথ বাকপারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা।। পারুষ্য [দ্বিবিধ] বাক্য দ্বারা আক্রোশন ও হস্তাদি দ্বারা তাড়ন বাক্য দ্বারা যে আক্রোশন তাকে ভাষাতে গালাগালি বলি। হস্তাদি দ্বারা যে তাড়না তাকে ভাষাতে মারামারি বলে। অপ্রিয় বাক্যরূপ যে পারুষ্য সে তিন প্রকার হয়।। প্রথম প্রকারের কথা।। দেশ ও কাল ও কুল ও গুণ ও কীর্ত্তি ইত্যাদির অসত্য নিন্দা রূপ যে অপ্রিয় বাক্য তাকে প্রথম বাক্ পারুষ্য বলি এবং যেই পাপ যেই ব্যক্তিতে নাই তাতে সেই পাপের মিথ্যা প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাক্ পারুষ্য তাকেই প্রথম বাক্ পারুষ্য বলি জানিবা।। * ।। মধ্যম বাক্ পারুষ্যের কথা।। মাতাতে ও ভগিনীতে মিথ্যা উপপাতক প্রকাশক বাক্যস্বরূপ যে বাক্ পারুষ্য তাকে মধ্যম বাক্ পারুষ্য বলি ।। * ।। উত্তম বাক্ পারুষ্যের কথা।। মিথ্যা মহাপাতক প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাক্ পারুষ্য তাকে উত্তম বাক্ পারুষ্য বলি ।। * ।। লোকেতে ভৎসন সামান্যকেহি বাক্ পারুষ্য বলে। ভাষাতে যাকে গালি বলে তাহার নাম বাক্ পারুষ্য জানিবা।। প্রথম বাক্ পারুষ্যেতে সমান বর্ণ দুইও ব্যক্তিতে ও অসমান বর্ণ দুইও ব্যক্তিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার কথা।। জাতিতে ও গুণেতে তুল্য দুই ব্যক্তিতে যদি পরস্পর বাক্ পারুষ্য করে তবে উভয়ের সমান দণ্ড হয় জানিবা।। জাতিতে ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিতে ও জাতিতে গুণেতে ন্যূন ব্যক্তিতে যদি পরস্পর বাক্ পারুষ্য করে তবে ন্যূনব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড জানিবা। উত্তম ব্যক্তির অর্দ্ধেক দণ্ড জানিবা।। জাতিতে ও গুণেতে অধম ব্যক্তিকে যদি উত্তম ব্যক্তিতে বাক্ পারুষ্য করে তবেই অর্দ্ধেক দণ্ড হয় জানিবা। এবং অন্যের স্ত্রীকে ও উত্তম ব্যক্তিকে যদি অই ব্যক্তিতে বাক্ পারুষ্য করে তার ত্রিগুণ দণ্ড জানিবা। আমি ভ্রাত্ত হৈয়া অথবা অবধান না করিয়া অথবা প্রীতি প্রযুক্ত বলিয়াছি এমত আর কক্ষণ না বলিব পূর্ব্ব বাক্ পারুষ্য করিয়া পশ্চাৎ যদি এমত বলে তবেই অর্দ্ধেক দণ্ড দিতে হয়। উত্তম তুল্য ব্যক্তি দ্বয়ের পরস্পর আক্রোশন ও একেতে অন্যের আক্রোশন এহাতে ৮০ ১০ তেরপণ দশগুণ দণ্ড হয়।। অধম ব্যক্তিতে যদি বাক্ পারুষ্য করে তবে ১০ ১৫ বুড়িকম সাতপণ দণ্ড হয়। উত্তম ব্যক্তিতে আক্রোশন করিলে ১১৮ ১ এক কাহন এগারপণ দণ্ড হয়। হীন বর্ণ ব্যক্তি দ্বয়ে যদি পরস্পর আক্রোশ করে অথবা একেতে অন্যে আক্রোশ করে তবে ৮০ বারপণ দণ্ড দিতে হয়। তদপেক্ষাত হীন বর্ণেতে আক্রোশ করিলে ১০ ছয় পণ দণ্ড হয়। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে উত্তম বর্ণেতে আক্রোশ করিলে দণ্ডের দ্বিগুণাদি বৃদ্ধি এবং উত্তর উত্তর ক্রমে

হীন বর্ণেতে আক্রোশ করিলে দণ্ডের অর্ধেকাদি হ্রাস যুক্তিক্রমে জানিবা।।
 কাণ ও নপুংসক ও গুজা ইত্যাদিতে আক্রোশ করিলে ১৮০ হয় পণ দণ্ড হয়।।
 ইতি প্রথম বাক্‌পারুয্যের দণ্ড প্রকরণং।। *।। অথ মধ্যম বাক্‌পারুয্য দণ্ডঃ।।
 মাতা ও ভগিনীকে যে ব্যক্তিয়ে বলে তোমার যে মত বুদ্ধি হৈয়াছে এমত বুদ্ধিতে
 তোমী অপকৃষ্ট স্থানেতে যাবা এমত বাক্য দ্বারা মিথ্যা শংসন করিলে রাজাতে
 ১ ৮০ দণ্ড দিতে হয়।। এই অনুসারে মধ্যম বাক্য দ্বারা পারুয্যেতে ব্যক্তি ভেদে
 দণ্ড জানিবা ইতি মধ্যম বাক্‌পারুয্য প্রকরণং।। *।। অথ উত্তম বাক্‌পারুয্যঃ।।
 অতিশয় দোষ ঘটিত বাক্যদ্বারা যে ভৎসন তাহার নাম উত্তম বাক্‌পারুয্য জানিবা।
 ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে উত্তম বাক্‌পারুয্য করে তবে রাজাতে ৬০ দণ্ড দিতে
 হয়। এবং বৈশ্যে করিলে ৯ ৮০ দণ্ডঃ শূদ্রে করিলেহ ৯ ৮০ দণ্ড দিতে হয় এবং
 বেত্রাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ তাড়নীয় হয়।। ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিয়কে উত্তম বাক্‌পারুয্য
 করে তবে রাজাতে ৩ ৮০ তিন কাহন দুইপণ দণ্ড দিতে হয়। বৈশ্যেতে করিলে
 ১ ৮০ দণ্ডঃ। শূদ্রেতে করিলে ৮০ দণ্ড দিতে হয়।। পাতিত্য কারক দোষ
 ঘটিত বাক্য দ্বারা পারুয্যেতে যেই দণ্ড হয় তাহার কথা। ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিকে
 তাদৃশ আক্রোশ করে তবে ১৫ ৮০ দণ্ড দিতে হয়।। এবং বৈশ্য শূদ্রাক্রোশেতেহ
 এই অনুসারে হ্রাসিত দণ্ড দিতে হয়। ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে এতাদৃ আক্রোশ করে
 তবে ৩১ ৮০ দণ্ড দিতে হয়। বৈশ্য ও শূদ্রে আক্রোশ করিলেহ এই অনুসারে
 দণ্ডের বৃদ্ধি জানিবা।। আমি ধর্ম কথ্য বলিতে পারি এবং বেদের
 উদাহরণকরণেতে সমর্থঃ দর্প করিয়া শূদ্রে যদি এমৎ বলে কিম্বা ব্রাহ্মণকে বৃহৎ
 পাপের মিথ্যাভিশাপ করে তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা।। এবং
 অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্রে ভৎসনা করে এতেহ জিহ্বাচ্ছেদন
 রূপ দণ্ড জানিবা।। তোমী কিঞ্চিন্মাত্র না পড়িয়াছ এবং তোমী পুণ্য স্থানীয়
 ব্রাহ্মণ না হয় এবং তোমী দুর্শ্রম্মা ব্রাহ্মণ এমত অসত্য বাক্য যদি দর্প করিয়া
 শূদ্রে ব্রাহ্মণকে বলে তবে ১২ ৮০ দণ্ড দিতে হয় জানিবা।। স্বধর্ম্মেতে স্থিত যে
 রাজা তাকে যদি বলাৎকারাদি দ্বারা শূদ্রে আক্রোশ করে তবে রাজায়ে তাহার
 জিহ্বা ছেদ করিয়া সর্বস্বাহরণ করিবেন।। রাজাকে নিষ্ঠুর বলে ও আক্রোশ করে
 ও কর্ণকর্ণিত বাক্য শত্রুতে প্রকাশ করে যে শূদ্রে তাকে জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া রাজ্য
 হৈতে বাহির করাবেন ইতি উত্তম বাক্‌পারুয্যঃ।। প্রথম বাক্‌পারুয্য ও মধ্যম
 বাক্‌পারুয্য ও উত্তম বাক্‌পারুয্যের প্রভেদ যথা। সামান্য দোষ সূচক বাক্য দ্বারা
 যে ভৎসন তার নাম প্রথম বাক্‌পারুয্য।। মধ্যম দোষ সূচক বাক্য দ্বারা যে

ভৎসন তাহার নাম মধ্যম ॥ বৃহৎ দোষ ও অতি বৃহদোষ সূচক বাক্য দ্বারা যে ভৎসন তাহার নাম উত্তম ॥ ইতি বাক্পারুয্য প্রকরণং সমাপ্তং ॥ * ॥ * ॥
 অথ দণ্ড পারুয্য সংক্ষেপ ভাষা ॥ ভাষাতে যাহার নাম মারামারি তাকেই দণ্ড পারুয্য জানিবা জাতি ও গুণেতে সমান ব্যক্তিতে ক্রোধ করিয়া যদি ভস্ম ও অঙ্গার ক্ষেপ করে ও কিস্বা কর তাড়না করে তবে রাজাতে ২ দুই রান্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। পর স্ত্রীতে যদি ক্রোধত এমত করে তবে ৪ চাই রান্তি দণ্ড দিতে হয়। প্রধানা স্ত্রীতে যদি এমত করে তবে ৬ ছয় রান্তি দণ্ড দিতে হয় এবং জাতি ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্ম করে তবে ৪ চাইর রান্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। প্রধানা স্ত্রীতে যদি এমত করে তবে ৬ ছয় রান্তি দণ্ড দিতে হয় এবং জাতি ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্ম করে তবে ৪ চাইর রান্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। অতি প্রধান ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্ম করে তবে ৬ ছয় রান্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয় ॥ যেই খানে মুনি সকলে দণ্ড নিরূপণ না করি যাছেন তাতে অপরাধ বুঝিয়া যুক্তি দ্বারা দণ্ড কল্পিতে হয় ॥ ব্রাহ্মণকে মারিতে যদি ব্রাহ্মণে হস্ত তুলে তবে ৫০ দণ্ড সকৎ হস্ত পাতনেতে ১ ॥ ১০ দণ্ড সমান ব্যক্তি মাত্রেতে এই দণ্ড জানিবা ॥ উত্ত জাতিতে অথবা উত্তম ব্যক্তিতে তাড়না করিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার কথা ॥ উত্তমকে মারিতে যদি অধমে অস্ত্র উত্থাপন করে তবে ৬২ ॥ ১০ দণ্ড হয়। এবং সগুণ ব্রাহ্মণের উপর যদি নিগুণ ব্রাহ্মণে মারণার্থ হস্তোত্থাপন করি ভ্রমণ করায় তবে ১০ ২ কাহন দণ্ড হয়। পাদ ভ্রমণ করায় তবে ২০ ২ বিংশতি কাহন দণ্ড হয়। কাষ্ঠ ভ্রমণ করায় তবে ১৫ ৥ ১০ দণ্ড হয় ॥ দুই ব্রাহ্মণে যদি দণ্ড পারুয্য করিয়া অন্যোহন্যে হস্ত ও পদ যৎ কিঞ্চিৎ বিদারিত করে তবে পরস্পর ১২ ॥ ১০ কাহন ও ১২ ॥ ১০ কাহন দণ্ড দিতে হয়। সমান ব্রাহ্মণের উপর যদি ব্রাহ্মণে মারণার্থ অস্ত্র ভ্রমণ করায় তবে ৩১ ১০ কাহন দণ্ড হয়। এবং পরস্পর ভ্রামণেতে উভয়ের দণ্ড জানিবা ॥ শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা। ক্রোধত পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা ॥ ব্রাহ্মণের একাসনেতে এক কালী যদি শূদ্র বইসে তবে তাকে দাগদিয়া পূরি হইতে বাহির করিব অথবা নিতম্বদেশ সমীপের মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিব। শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্ত যদি ভুকুটি দ্বারা মুখ বিস্তার করে তবে তাহার উভয় গুষ্ঠ ছেদ করিব। শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রশ্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ কর্ত্তন করিব ॥

যদি বিষ্ঠা প্রক্ষিপ্ত করে তবে তাহার গুদ ছেদ করিব। শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে ও কিম্বা গ্রীবাতে ধরে ও কিম্বা পায়েতে ধরে ও কিম্বা অশুকোষেতে ধরে তবে তাহার হস্ত দ্বয় ছেদ করাব।। ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য হৈয়া বাদ করে যে শূদ্রে ও পথে যাইতে তুল্য হৈয়া গমন করে যে শূদ্রে ও শয্যাতে আসনেতে একদা সকুৎ উপবেশন করে শূদ্রে তাকে রাজা তাড়না করাবেন।। মারনেতে যদি চর্ম ভেদ হয় তবে ১৫ ৮০ দণ্ড দিতে হয় যদি মাংস ভেদ হয় তবে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয় অস্তি ভেদেতে ৬২।১০ দণ্ড হয়। অল্পতর ভেদেতে এতাদৃশ দণ্ড যুক্তি ক্রমে হয় জানিবা।। মারনেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাকেহ রাজা প্রতি বদল মারিতে হয়।। কর্ণ ও নাসিকা ও দন্ত ও অঙ্গুলী ভেদ করিলে ৩১।০ দণ্ড হয়।। এই সকলের পাতনেতে ৬২।১০ দণ্ড হয়। কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেহ যদি কোন ব্যক্তিতে প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব।। এই শাস্তি ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণেতে যানিবা। ব্রাহ্মণের মরণান্তিক শাস্তি নাই জানিবা। সর্ব পাতক যুক্ত যে ব্রাহ্মণ তাকেহ বধ করিতে পারেনাহি।। যেই ব্যক্তিতে যাকে আক্রোশ করে তাকে সেই ব্যক্তিতে আক্রোশ করিলে অপরাধী হয় নাহি এবং যেই ব্যক্তিতে যাকে মারে সেই ব্যক্তিতে তাকে মারিলেহ অপরাধী হয় নাহি কিন্তু এহাতে একব্যক্তি অপরাধী হয় নাহি উভয় ব্যক্তি অপরাধী হয় জানিবা ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস শিষ্য ও কনিষ্ঠ সোদর এই সকলে অপরাধ করিলে, রজ্জ্বাদি বন্ধ করিয়া বাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়ন করিতে পারে জানিবা এহাতে রাজ দণ্ড নাই।। কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চৌরের প্রায় রাজ দণ্ড হয়। মহিষাদি ও কুকুরাদির স্বামী সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তির উপর মহিষাদি রুষিতে যদি বারণা না করে তবে ১৫ ৮০ দণ্ড দিতে হয়। দূর কর দূর কর এমত বলিতে যদি মহিষাদিকে স্বামীয়ে বারণ না করে তবে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয়।। নীচ লোকে যদি সন্ত ব্যক্তিকে বাক্পাক্ষ্যাদি দ্বারা অভি লঙ্ঘন [করে] তবে নীচ লোককে যদি সন্তলোকে প্রহরাদি করে তবে রাজ দণ্ড হয় নাহি।।* ইতি দণ্ড পারুষ্য প্রকরণং ।।* অথ স্তেয় সংক্ষেপ ভাষা। চৌরের কথা।। চৌরের সহিৎ সর্বদা সংসর্গ করে যে ও কিম্বা যাহার পাশ চোরকর্ম্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার পাশ চোরিত দ্রব্য পাওয়া যায় সেই চোর জানিবা এতাদৃশ এতাদৃশ চিহ্ন দ্বারা চোরকে অবধারণ করিয়া রাজ্যে সপ্রমাণ দ্রব্য স্বামিকে দ্রব্য দেওয়াইয়া চোরকে যথা শাস্ত্র দণ্ড করিন।। চোরকে

নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করাবেন চোরের নিগ্রহেতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয়
অতএব পরম যত্ন করিব।। যেই যেই ব্যক্তিকে চোর বলা জায় তাহার কথা।।
চোর দ্বিবিধঃ।। প্রকাশ চোর ও অপ্রকাশ চোর।। কুট তোল করে যে বণিগাদি
তাকে প্রকাশ চোর জানিবা।। সন্ধানাди দ্বারা চোরি করে যে তাকে অপ্রকাশ
চোর জানিবা।। কুট তোলাতিক্ত যাবৎ সন্ধানে চোরি করিতে পারে তাবৎ
সন্ধানদ্বারা চোরি করে যে তাকেই অপ্রকাশ চোর জানিবা।। কপট তোল ও
কপট গণন ও কপট লেখ্য এইসকল দ্বারা ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া পুত্র
দারাদিকে প্রতিপোষণ করে যে তাহার কথা।। কপট তোলাদি দ্বারা যদি দ্রব্যের
অষ্টম ভাগ হরণ করে তবে রাজাতে ১২।০ দণ্ড দিতে হয়। এবং ক্রমে নবমাংশ
হরণেতে ১০ দণ্ড। দণ্ড ও দশমাংশ হরণেতে ৯।০ দণ্ড ও একাদশাংশ হরণেতে
৭ দণ্ড। পণ দণ্ড ও দ্বাদশাংশেতে ৬।০ দণ্ড ও ত্রয়োদশাংশ হরণেতে ৪।০ দণ্ড।
চতুর্দশাংশ হরণ করে তবে ৩।০ দণ্ড হয় পঞ্চদশাংশ হরণেতে ১।০ দণ্ড
এই অনুক্রমে অধিকাংশ অপহরণেতে দণ্ডের বৃদ্ধি জানিবা তদ্ যথা সপ্তমাংশ
হরণেতে ১৪।০ দণ্ড ও ষষ্ঠাংশ হরণেতে ১৫।০ দণ্ড হয় পঞ্চমাংশ হরণেতে
১৭।০ দণ্ড হয় চতুর্থাংশ হরণেতে ১৯।০ দণ্ড হয়।। তৃতীয়াংশ হরণেতে ২১।০
দণ্ড হয়।। দ্বিতীয়াংশ হরণেতে ২২।০ দণ্ড হয়। অষ্টমাদি ভাগ যে প্রকারে
হয় তাহার কথা।। চোরিত দ্রব্যকে অষ্টভাগ করিয়া প্রতি ভাগেতে যাহা হয়
তাকে অষ্টমভাগ জানিবা এই ক্রমে নবমাংশ ও দশমাংশ ও একাদশাংশ ও
দ্বাদশাংশ ও ত্রয়োদশাংশ ও চতুর্দশাংশ ও পঞ্চদশাংশ নির্ণয় করিবেক।। এবঞ্চ
চোরিত দ্রব্যকে সপ্তভাগ করিয়া প্রতি অংশেতে যাহা হয় তাকে সপ্তমাংশ জানিবা
এই অনুসারে ষষ্ঠাংশ ও পঞ্চমাংশ ও চতুর্থাংশ ও তৃতীয়াংশ ও দ্বিতীয়াংশ নির্ণয়
জানিবা ইতি প্রাথমিক প্রকাশ চোর সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণঃ।। *।। অথ কুট
দ্রব্য ব্যবহারি সংক্ষেপ ভাষা।। সুবর্ণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাতে ঔষধাদি কোন দ্রব্য
লাগাইয়া সুবর্ণের সদৃশ করিয়া সুবর্ণত্বের ভ্রম জন্মাইয়া ও কুকুরাদির মাংসকে
হরিণাদি ভক্ষ্যপশুমাংস হেন প্রকাশ করিয়া বিক্রয়াদি ব্যবহার করে যে তাহার
নাসাচ্ছেদ ও দন্তশূন্য ও হস্তচ্ছেদ করিয়া ৬২।০ রাজা দণ্ড লৈতে হয়।। অল্প
মূল্য দ্রব্য আনীয়া যদি বহুমূল্যের দ্রব্য হেন প্রকাশ করিয়া স্ত্রী ও বালককে বঞ্চনা
করিয়া স্ত্রী ও বালকেতে বিক্রয় করে তবে মূল্যানুরূপ দণ্ড দিতে হয়।। ঔষধাদি
যোগ করিয়া সুবর্ণাদিতে কৃত্রিম জন্মাইয়া যেই জনে বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিয়ে

ক্রয় কর্ত্তাতে মূল্য দিয়া রাজাতে সেই মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়। যাকে শুদ্ধ সুবর্ণ বলি তাহার চিহ্ন।। একরাত্রি ও একদিবা কাল ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষীণ না হয় যে সুবর্ণ তাকেহি শুদ্ধ সুবর্ণ জানিবা।। এক রাত্রি বা ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে শত পলেতে দুই পল ক্ষীণ হয় যে রজতেতে তাকেহি শুদ্ধ রজত জানিবা। শত পল পিত্তল ও রাস্ম শীশাতে তাদৃশ দাহ করিলে যদি অষ্ট পল ক্ষীণ হয় তবেহি শুদ্ধ জানিবা শত পল তাম্রেতে ৫ পল শত পল লৌহেতে ১০ পল যদি ক্ষীণ হয় তবেহি শুদ্ধ জানিবা।। * ।। ইতি কূট দ্রব্য ব্যবহারি সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং ।। * ।। অথাপ্রকাশ তস্কর দণ্ড সংক্ষেপ ভাষা ।। খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চোরি করে যে তাদৃশ চোরকে রাজায়ে হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণশূলেতে প্রবিষ্ট করাবেন্।। কুলীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও মরকতাদি রত্ন [এই] সকলকে রাত্রিতে তাদৃশ প্রকারেতে যদি হরণ করে তবে সেই বধ্য হয়।। এবঞ্চ মধ্যম পুরুষকে যদি হরণ করে তবে রাজা তাহার হস্ত ও পাদ ছেদন করিয়া সেই ব্যক্তিকে চতুষ্পথেতে স্থাপন করাবেন্।। যদি অধম পুরুষকে হরণ করে তবে রাজাতে ৬২।।০ দণ্ড দিতে হয়।। ঘোটক হরণ করে যে তাকে হস্ত ও পাদ ও কোটি ছেদ করিয়া মারিবেক। গো ও উষ্ট্র ও গজ এই সকলকে হরণ করে যে তাহার এক চরণাদি ছেদন করাবেন্।। বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের ন্যূন ধান্য চোরি করিলে ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ ধান্য দিয়া রাজাতে তাহার একাদশগুণ ধান্য দণ্ড দিতে হয়।। দ্রোণ যাকে বলি তাহার কথা।। অষ্ট মুষ্টি ধান্য একত্র করিলে যে হয় এহার নাম কুঞ্চি এতাদৃশ অষ্ট কুঞ্চিয়ে একত্র হৈয়া যে হয় তাহার নাম পুঙ্কলা এতাদৃশ চাইর পুঙ্কলা একত্র হৈয়া যাহা হয় তাহার নাম আঢ়ক এতাদৃশ চাইর আঢ়ক একত্র হৈলে যাহা হয় তাহার নাম দ্রোণ জানিবা।। এতাদৃশ বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক চোরি করিলে মারণীয় হয় স্বর্ণ ও রজত যদি শত পলের অধিক চোরি করে তবে বধ্য হয়।। এহার ন্যূন চোরি করিলে কর্ণচ্ছেদন যোগ্য হয়।। শাস্ত্রীয় পল ৪ চাইর সুবর্ণ।। লোকি পল ৮ অষ্টরত্তি ২ দুই মাসা।। অল্প সুবর্ণ ও অল্প রজত চোরি করিলে তাড়নীয় হয়।। কাষ্ঠনির্মিত ভাণ্ড ও তৃণ ও মৃত্তিকানির্মিত যাবদ্বস্ত্র ও বংশ ও বংশোদ্ভব যাবদ্বস্ত্র ও অল্প ধান্য ও সূত্র ও অস্থি ও চর্ম্ম ও শাক এই সকল ও অল্প মূল্য যাবদ্বস্ত্র তাকে চোরি করিলে রাজাতে মূল্যের পঞ্চগুণ দণ্ড দিতে হয়।। অঙ্গযুক্ত সকল বেদাধ্যাতৃ ব্রাহ্মণের তৃণ কাষ্ঠ ও পুষ্প ও ফল এই সকল চোরি করিলে হস্তচ্ছেদন হয়। রাজায়ে চোরকে আনাইয়া

ধনিকের ধন দেওয়াইয়া পশ্চাৎ দণ্ড করিবেক।। যদি ব্রাহ্মণ চোর হয় তবে তাকে অবমান করিব ব্রাহ্মণের যে অবমান সেই বধের তুল্য।। মধ্যম ব্রাহ্মণে যদি চোরি করে তবে তাহার ললাট-দেশেতে ভগাঙ্ক করাইয়া রাজ্য হৈতে বাহির করিবেক।। চোরিত দ্রব্য হেন্ জানিয়া যেই ব্যক্তিতে ক্রয় ও রক্ষণ ও গোপন করে সেই চোর সমান দণ্ড হয়।। ইতি অপ্রকাশ তস্কর দণ্ড সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং।। * ।। অথ দণ্ড প্রকরণে সাহস সংক্ষেপ ভাষা। অকস্মাৎ করে যে কস্ম ও বল দ্বারা করে যে কস্ম ও দর্প দ্বারা করে যে কস্ম তাহার নাম সাহস সেই প্রথম মধ্যম উত্তম ভেদে তিন প্রকার হয়।। লাঙ্গল ও সেতু ও পুষ্প ও মূল ও ফল এই সবার মধ্যে অল্পমূল্য যেই যেই দ্রব্য হয় তাকে যদি চোরি করে অথবা বিনাশ করে তবে রাজ্যে ৬।০ দণ্ড দিতে হয়।। সেতু [ও] ক্ষেত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য যদি চোরি করে অথবা নাশকরে সেই [চোরে]র সমান দণ্ড দিতে হয়। সেতুপুল ইতিখ্যাতঃ ক্ষেত্রাদি ভূম্যাদি এহার চোরি ও নাশ এই দুয়ের যথাসম্ভব অনুভবানুসারে বিবেচনা করিব। এতদতি রিক্ত দ্রব্যের কথা পশু ও বস্ত্র ও অন্ন পানীয় দ্রব্য ও শিলা পট্টাদি এই সকলের মধ্যে অল্প মূল্য যেই যেই দ্রব্য তাকে নাশ ও চোরি করিলে ১২।০ দণ্ড বহুমূল্যের যেই যেই দ্রব্য তাতে সেই দ্রব্যের মূল্য সমান ধন দণ্ড।। স্ত্রী ও পুরুষ ও হেম ও রত্ন ও দেববিপ্রধন ও কৃমিকোষোদ্ভব বস্ত্র বিশেষ এই সকলেতেহ মূল্য সমান দণ্ড কিন্তু সাহস কস্মকারক যদি হীন পুরুষ হয় তবে দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়।। চোরের সংসর্গ নিবৃত্তার্থ হরণকর্ত্তা যে হয় তাকে তাড়না করিতে হয়।। এতাদৃশ চোরের লক্ষণ কোন ব্যক্তিতে কোন দ্রব্য কোনদিগে লৈয়া যাইতে ও কিস্বা আপন গৃহস্থিত দ্রব্য ও কিস্বা কোন কার্যার্থ গৃহ হৈতে বাহির করে যে দ্রব্য এই সকল দ্রব্যকে অস্মাৎ আসীয়া ঋবট মারিয়া লৈয়া যায় ও কিস্বা বল করিয়া কাড়িয়া নিয়া যায়।। ও কিস্বা দর্প করিয়া ভয় জন্মাইয়া নিয়া যায় অথবা নষ্ট করে যেই ব্যক্তিতে তাকেহি সাহস চোর জানিবা।। উত্তরোত্তর ক্রমে অধিক ধন চোরিতে উত্তরোত্তর ক্রমে দণ্ডের আধিক্য জানিবা।। তদ যথা — ১৫ ॥৮০ পনের কাহন দশ পণের ন্যূন ধন চোরি করিলে ৬।০ দণ্ড ১৫ ॥৮০ চোরি করিলে ১২।০ দণ্ড তদপেক্ষাত কিঞ্চিৎ অধিক ধন চোরি করিলে ১৫ ॥৮০ দণ্ড এতদপেক্ষাত অধিক ধন চোরি করিলে সেই ধনের তুল্য ধন দণ্ড এবং বহুমূল্য দ্রব্য হয় তবে তাহার মূল্যের সমান দণ্ড।। ৩১।০ একত্রিংশ কাহন চাইর পণের দ্রব্য ও কিস্বা তাদ্ ধন চোরি করিলে ৩১।০ দণ্ড

কিন্তু এইসব দণ্ড ক্রিয়া ভেদে জানিবা। ক্রিয়াভেদো যথা সাহস ও বল ও দর্প এই তিনের সংসৃষ্টের প্রভেদ ও প্রত্যেকের প্রভেদ ও চোর সমূহের সাহসাদির প্রভেদও একের সাহসাদি প্রভেদ বুঝিয়া দণ্ড করিবেক। ইতি সাহস প্রকরণং।। *।। অন্য প্রকারীয় দণ্ড।। সমর্থ থাকিয়া যেই ব্যক্তিয়ে মাতা ও পিতা ও স্ত্রী ও পুত্র ঐ সকলকে ভরণ পোষণ না করে সে রাজাতে ৩৭।।০ দণ্ড দিতে হয়।। শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে ১৬ সুবর্ণ দণ্ড।। লশুনাди ভক্ষণ করাইয়া দুষ্ট করে তবে ১০০ শত সুবর্ণ দণ্ড।। সুরাপান করিয়া দুষ্ট করে তবে বধ্য হয়। এবং শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত্রিয়কে দুষ্ট করে তবে ৮ অষ্ট সুবর্ণ দণ্ডঃ। লশুনাদি দ্বারা দুষ্ট করে তবে ৫০ সুবর্ণ হয়। সুরা দ্বারা যদি দুষ্ট করে তবে অঙ্গচ্ছেদ রূপ দণ্ড হয়।। এবং বৈশ্যকে দুষ্ট করিলে বিষ্ঠাতে ৪ সুবর্ণ লশুনাদিতে ২৫ সুবর্ণ সুরাতে অঙ্গাঙ্গচ্ছেদ রূপ দণ্ড হয় এতাদৃশ দণ্ড উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় ও উৎকৃষ্ট বৈশ্যেতে জানিবা অন্যত্র এতাদৃশ কর্ম করিলে ১২।।০ দণ্ড জানিবা।। স্তম্ভন ও মোহন ও বশীকরণ ও উচ্চাটন ও বিদ্রোষণ ও মারণ ও উচ্চাটন কর্মের উদ্যোগ করিলেহ ১২।।০ দণ্ড জানিবা।। যজ্ঞোপবীত আদি ব্রাহ্মণের চিহ্ন যেই যেই বস্তু তাকে ধারণ করিয়া উপজীবিকা করে যে শূদ্রে সে রাজাতে ৫০২ দণ্ড দিতে হয়।। যাহার ভক্ষ্য যেই দ্রব্য না হয় সেই দ্রব্য যদি তাহার পাশ বিক্রয় করে ও কিম্বা নির্মিত দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গে তবে রাজাতে ৬২।।০ দণ্ড দিতে হয়।। বিষ দ্বারা ও অগ্নি দ্বারা পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে ও সেতু ভেদ করে যে স্ত্রীয়ে তাকে শিলা বান্ধিয়া জলেতে ক্ষেপনা করিব। স্বামী ও গুরু ও আত্মপুত্র এই সকলকে বধ করে যে স্ত্রীয়ে তাহার কর্ণ নাসা ও হস্ত ও ওষ্ঠ এই সকল ছেদ করিয়া গো দ্বারা মারিবেক।। কিন্তু শুদ্ধি চিন্তামণি কারের মতে স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারে নাই এবং সর্বমতেতেহি গর্ত্তিণী স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারে নাই জানিবা কিন্তু শিরোমুণ্ডনাди অশেষাবমাননা করিয়া দেশের বাহির করিব শিষ্য গামিনী ও গুরু গামিনী ও পতিঘ্নী যেই যেই স্ত্রীলোক হয় তাকেহ এতাদৃশ মতে বাহির করিব এবং নিন্দিত পুরুষগামিনীকেহ এতাদৃশ মতে বাহির করিব।। বিবাদ নির্ণয়েতে লিখিয়াছেন ধান্যাদি শস্যযুক্ত যে ভূমি ও গৃহসমূহ ও গ্রাম ও গোষ্ঠাদি ও নানাবিধ শস্যযুক্ত খলা নাম স্থান এই সকলেতে অগ্নি দিয়া দাহ করে যে ও রাজপত্নীতে অভিগম করে যে তাকে বীর্গাপত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিবেক।। * অথ বধ প্রতিনিধি দণ্ড সংক্ষেপ ভাষা।।

বধযোগ্যাপরাধি ব্যক্তিতে যদি ১০০ শত সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে তাকে বধ করাবেক নাহি।। এবং অঙ্গচ্ছেদনযোগ্যাপরাধি ব্যক্তিতে যদি ৫০ পঞ্চাশং সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে তাহার অঙ্গ ছেদ করাবেক নাহি। এই অনুসারে শাস্তি সামান্যেতে দণ্ডের অনুভব করিব শাস্তির অনুসারে দণ্ড দিতে পারিলে শাস্তি রক্ষা হয় জানিবা।* নিরপরাধি ব্যক্তিকে যদি অপরাধি হেন বলিয়া বান্ধে ও অপরাধি ব্যক্তিকে পাইয়া যে ছাড়ে সে রাজাতে ৬২।।০ দণ্ড দিতে হয়।। কূট প্রমাণ ও কূট মুদ্রা করিয়া কার্যোদ্ধার করে যে সেহ রাজাতে ৬২।।০ দণ্ড দিতে হয় কূট প্রমাণ মিথ্যা লেখ্যাদি দ্বারা যে প্রমাণ কূট মুদ্রা মিথ্যা মহর যাকে বলে তাহা নাম জানিবা।। অল্পাপরাধ বিষয়েতে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা।। পরের শরীরেতে শস্ত্র পাতন মাত্রেতে ৬২।।০ দণ্ড হয় এহাতে যদি ক্ষত হয় তবে অনুভব করিয়া ক্ষতানুসারে দণ্ড করিব।। এবঞ্চ ব্রাহ্মণী ভিন্না স্ত্রীর গর্ভ পাতনেতেহ ৬২।।০ দণ্ড হয় কিন্তু ক্রিয়া ভেদে এতাদৃশ দণ্ড ক্রিয়া ভেদে যথা।। যদি গুর্বিণী স্ত্রীকে পরিশ্রম করাইয়া গর্ভপাতন করায় তবে ১৫।।০ দণ্ড ও যদি ঔষধাদির যোগ করাইয়া গর্ভপাতন করায় তবে ৩১।০ কাহন দণ্ড ও যদি মারণ দ্বারা গর্ভপাতন করায় তবে ৬২।।০ দণ্ড জানিবা।। রাজায়ে যে বিষয়ের আজ্ঞা না দিয়াছেন সেই বিষয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন বলিয়া যে প্রকাশ করে ও যেই ব্যক্তিতে রাজাজ্ঞা খণ্ডন করে ও যেই ব্যক্তিতে কূট প্রস্তরাদি দ্বারা তোল করে এই সকল ব্যক্তির মারণ রূপ দণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদন রূপ দণ্ড বিষয় বুঝিয়া করিবেক বৃহৎ অপরাধি ব্যক্তিতে আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে মারণ অল্পাপরাধি ব্যক্তিতে আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে অঙ্গচ্ছেদন। এবঞ্চ অকৃতাজ্ঞার কৃতত্ব প্রকাশেতেহ কার্যভেদে মারণ কার্যভেদে অঙ্গচ্ছেদন জানিবা।। এই সকল বিষয়েতে মারণ ও অঙ্গচ্ছেদন রূপ যে দণ্ড তাকে অপরাধের আধিক্য ও অল্পত্ব বুঝিয়া করিবেক। অপরাধের আধিক্য ও অল্পত্ব অনুভব করিব এবঞ্চ কূট প্রস্তরাদি দ্বারা তোল করিলেহ বহু মূল্য দ্রব্যের ন্যূনাধিক্য করণেতে ও অল্পমূল্য দ্রব্যের ন্যূনাধিক্য করণেতে অপরাধের ন্যূনাধিক্য অনুমান করিব এতাদৃশমতে বহুমূল্য দ্রব্যের অত্যন্ত হ্রাস ও অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ব্যবহার করাতে মারণ অল্প হ্রাস ও অল্প বৃদ্ধি করিয়া ব্যবহার করাতে অঙ্গ ছেদন।। অল্প মূল্য দ্রব্যেতে দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধির অনুসারে দণ্ডের হ্রাস বৃদ্ধি জানিবা।। *।। এক ব্যক্তিতে অন্য ব্যক্তিকে প্রকাশিত মতে বধ করিলে ও কুন ছল করিয়া নিজ্জন স্থানেতে নীয়া বধ করিলে যাহা হয় তাহার কথা।। আমি ঐ

দুষ্ট ব্যক্তিকে বধ করিব ক্রোধত এমত বলিয়া যেই ব্যক্তিয়ে বধ করে ও কিম্বা সকল লোকের সাক্ষাৎ অকস্মাৎ অস্ত্রাদি দ্বারা বধ করে ও কিম্বা হস্তাদি দ্বারা বধ করে এতাদৃশ ব্যক্তিকে প্রকাশবধক নাম জানিবা ।। কুন ছল করিয়া নিজ্জন স্থানেতে নিয়া বধ করে ও কিম্বা নিজ্জন স্থানেতে পাইয়া বধ করে এতাদৃশ ব্যক্তিকে অপকাশ বধক নাম জানিবা ।। প্রকাশবধক ব্যক্তি ও অপকাশবধক ব্যক্তি এতাদৃশ উভয় ব্যক্তিকে রাজ্যে অঙ্গচ্ছেদন পূর্বক মারিবেক ।। কিন্তু এতাদৃশবধক যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে বধ করিতে পারে নাহি অতএব তাহার শিরোমুণ্ডন করাইয়া ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া গর্দভেতে চড়াইয়া পুরী হৈতে বাহির করিব ।। * ।। ইতি প্রকাশবধকাপ্রকাশ বধক দণ্ড প্রকরণং ।। * ।। অথ স্ত্রী গ্রহণ সংক্ষেপ ভাষা ।। -- অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতি সন্ধান করিয়া নিজ্জন স্থানেতে কিম্বা রাত্র্যাদি কালেতে অবস্থিত হৈয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন ও আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুনের কথা কহে যে এই সব ব্যক্তিয়ে রাজ্যে ১৫ ৥১০ দণ্ড দিতে হয় ।। ব্রাহ্মণাতিরিক্ত যে তিন বর্ণ সে যদি পরদার করে তবে তাহার কর্ণ ও নাসাদি ছেদন করিয়া বাহির করাইব সমান বর্ণেতে এতাদৃশ দণ্ড । অসমান বর্ণা স্ত্রী গমনের কথা ।। ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিয়ী ও বৈশ্যনী ও শূদ্রাণী গমন করে তবে রাজ্যে ৩১ ৥১০ দণ্ড দিতে হয় ।। রজক ও চর্মকারাদির স্ত্রী গমন করিলে ৬২ ৥১০ দণ্ড দিতে হয় ।। ধন ও ভ্রাতাদি ও সৌন্দর্য্য এই সকলের গর্বেতে দর্প করিয়া স্বামিকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচার করে যেই স্ত্রীয়ে তাদৃশ স্ত্রীকে রাজ্যে লোক মধ্যেতে কুক্কু দিয়া খাবাইবেক ।। অননুরক্তা যেই স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগম করে তবে তাকে অগ্নি মধ্যে লৌহময় পাত্রেরে শায়ািয়া দাহ করাবেক ।। মারণেতে নিযুক্ত যেই যেই পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ ক্ষেপনা করিবেক ।। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে যদি চণ্ডালাদির স্ত্রীগমন করে তবে তাহার শরীরেতে মস্তক রহিত পুরুষ অঙ্কিত করাইয়া দেশ হৈতে বাহির করাব । শূদ্রে যদি তাদৃশ স্ত্রী গমন করে তবে তাহার শরীরেতে মস্তক রহিত পুরুষ মাত্র অঙ্কিত করাইব কিন্তু তাকে দেশের বাহির করিবেক নাহি জানিবা ।। শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যনী গমন করে তবে বধ্য হয় । গুপ্তা গমনেতে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা ।। শূদ্রে যদি অগুপ্তা ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যনী গমন করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করি সর্ব্বস্বাহরণ করিবেক ।। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে যদি অগুপ্তাব্রাহ্মণী গমন করে তবে

৬২।১০ দণ্ড দিতে হয়। শূদ্রা তুল্যা ব্রাহ্মণীতে যদি গমন করে তবে ৩১।১০ দণ্ড দিতে হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি অত্যন্ত নিগুণ ব্রাহ্মণী গমন করে তবে শূদ্রের প্রায় দণ্ড জানিবা।। যদি গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন করে তবে ক্ষত্রিয়কে শর পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিব।। শর পত্র ভুটাদ্রপ পাতা জানিবা।। যদি বৈশ্য গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন করে তবে তাকে লৌহময় দর্ভ বেষ্টিত করিয়া দাহ করাবেক লৌহময় দর্ভ লৌহের কুশ প্রতিকৃতিঃ। গুপ্তা ব্রাহ্মণীতে যদি বলাৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণে গমন করে তবে রাজাতে ৬২।১০ দণ্ড দিতে হয়।। যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণীর ইচ্ছাত গমন করে তবে ৩১।১০ দণ্ড দিতে হয়।। যেই যেই অপরাধেতে প্রাণান্তিক দণ্ড লেখা জায় তাতেহি ব্রাহ্মণের শিরোমুগুন জানিবা ব্রাহ্মণের প্রাণান্তিক দণ্ড নাই।। বলাৎকার করিয়া যদি স্বজাতীয়া পরস্ত্রী গমন করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাজায়ে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন করাইয়া গর্দভেতে চড়াইয়া ভ্রমণ করাবেক। যদি কুন ছল দ্বারা স্বজাতীয় পরস্ত্রী গমন করে তবে তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া শরীরেতে ভগাঙ্ক করাইয়া পুরী হৈতে বাহি[র করি]বেক।। বল ও ছল ব্যতিরেকে দূতাদি দ্বারা সম্বাদ করিয়া সহায়যুক্ত স্বজাতী [য়া] পরস্ত্রীতে যদি গমন করে তবে রাজাতে ৬২।১০ দণ্ড দিতে হয়।। এতাদৃশ মতে যদি হীনবর্ণাতে গমন করে ৩১।১০ দণ্ড দিতে হয়।। এতাদৃশ মতে যদি উৎকৃষ্ট বর্ণা স্ত্রীতে গমন করে তবেহ বধ্য হয়। বিমাতা ও মাতৃস্বসু ও স্বশ্র ও মতুলানী ও পিতৃব্যপত্নী ও মিত্রপত্নী ও শিষ্যপত্নী ও ভগিনী ও ভগিনীসখী ও পুত্রবধু ও কন্যা ও আচার্য্যস্ত্রী ও আপনার সগোত্রা স্ত্রী ও শরণাগতা স্ত্রী ও রাজপত্নী ও তাপসী স্ত্রী ও স্তনপান করায় যে স্ত্রী ও সাধবীস্ত্রী ও উত্তম বর্ণা স্ত্রী গমনেতে লিঙ্গ কর্তন জানিবা যেই যেই বর্ণের স্ত্রী গমনেতে পূর্বের মারণাদি রূপ দণ্ড লিখিয়াছেন ও যেই যেই বর্ণের পশ্চাৎ লিখিবেন তদতিরিক্ত উত্তম বর্ণা স্ত্রী গমনেতে এতাদৃশ শাস্তি জানিবা।। মাতৃস্বসু মাতার ভগিনী স্বশ্র সশুড়ী পিতৃব্যপত্নী পিতার ভ্রাতৃবধু অন্য যে যে নাম সে বিপ্পষ্ট প্রযুক্ত জানিবা গুপ্তা যে বিমাত্রাদি এই সকল স্ত্রী তাতে গমন করিলে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা।। ব্যভিচারিণী এই সকলকে গমন করিলে সেই ব্যক্তিকে ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া নির্বাস করাবেক।। সুরা পানেতে ও হিরণ্য চোরিতে কুকুরপদচিহ্ন করাবেক। ব্রহ্মবধিব্যক্তিকে মস্তক রহিত পুরুষ অঙ্কিত করাবেক। শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণী গমন করে তবে তাকে বীর্ণাপত্র দিয়া বেড়িয়া অগ্নিতে ক্ষেপন করিবেক এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণীকেহ শিরোমুগুন করাইয়া [দেশের বাহির করিব]।

১. এই সকল স্থলে হিসাবে ভুল দেখা যায় ; এই ভুলগুলি ক- পুথিতেও দৃষ্ট হইবে।

হেডম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি

হেডম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি

ভূমিকা

যাঁহার নিকট হইতে “হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি” খানি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই হেডম্বরাজমন্দি-বংশ-সম্ভূত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেবলস্কর মহাশয় কিছুকাল হইল, আমার নিকট তিনখানি পুথি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি তিনি কাছাড় বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সেন বড়ভুঁইয়া মহোদয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একখানি হেডম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি, দ্বিতীয়খানি দাসদাসীর সংজ্ঞাবিষয়ক এবং তৃতীয় পুথি হেডম্বরাজ্যের শেষ ভূপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাসলীলা-বিষয়িণী পদাবলী। এই প্রথম সংখ্যক পুথিই প্রকাশ করা যাইতেছে। এই পুথির প্রথম হইতে ৩৪ সংখ্যক পত্র মাত্র বর্তমান— শেষ পাতাটি আবার মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত। অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইল। দ্বিতীয় পুথিখানির সম্পূর্ণই পাওয়া গিয়াছে, তবে ইহার পত্রসংখ্যা মাত্র ২। ইহা এতৎসহ পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হইল। তৃতীয় পুথি - মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রচিত পদাবলী — অতিশয় দুর্দশাপন্ন, ইহার প্রথম দুই পত্র আছে, তৃতীয় পত্র নাই; চতুর্থ আছে, ৫ম ও ষষ্ঠ নাই। অতঃপর ৭ম হইতে ২৩শ পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ২৩শ পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন, এবং ২৫ শ পত্রের এক পৃষ্ঠা মাত্র লিখিত হইবার পরেই লেখক হঠাৎ লিপিকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইহা প্রকাশার্থ যত্ন করা নিতান্তই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা মধ্যে মধ্যে পত্রহীন হওয়াতে প্রকরণ বুঝার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অথচ ইহার লিপিও এত কদর্য্য এবং বানান ভুল, অক্ষরচ্যুতি ইত্যাদি এত অধিক যে, রচয়িতার অভিপ্রেত পদ বা বাক্য যে কি ছিল, তাহা বুঝাই অনেক স্থলে কঠিন বোধ হয়। যদি অপর একখানি পুথি এ বিষয়ে কোনও সময়ে হস্তগত হয়, তবেই ইহার প্রকাশে যত্ন করা যাইতে পারে। তথাপি এই স্থলে গ্রন্থের কিয়দংশ “যদৃষ্টং তল্লিখিতং” ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

“অথ রাসলীলাঃ নম শ্রীকৃষ্ণঃ । ওঁ নবজলধরবর্গং চম্পকদাসীকর্গং বিকশতে
নলিনস্বাং নীপ্পুরং মন্দহাষ্যং অমিচ নীক্লিসারং নমি গোপীকুমারং ।” রাগ কৈলাণঃ ।
সারদ চন্দ্রিকা হেরি গৌর দ্বিজরাজ । সঙ্গে সঙ্গে বিহরয়ী ভকত সমাজ । ১ । পুরুষ

পড়িয়াছে মনে বিকল অন্তরে। খণে উঠে খণে পড়ে ধরণী উপর ॥২॥ কথা
বৃন্দাবন কথা নিকুঞ্জ কুটির। কথা ব্রজাঙ্গনাগণ পূয় রাধা মর ॥৩॥ ব্রজধাম
রাসস্থলী সরিয় কাতর। বাক্য নাহি স্বরে প্রভু ভাবে জুর জুর ॥৪॥ শ্রী গৌরান্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র লীলামৃত রসে। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নৃপ কবে জানী ভাসে ॥৫॥ দেখ কিহে
সোভা কিমদ্ভুত বৃন্দাবনধাম। মনোহর সুমাধুর্য্য ভম্য গুণ প্রাচর্য্য ত্রিভুবন অতি
অনুবাম ॥৬॥ এই গেল প্রথম পৃষ্ঠা হইতে। মধ্য ভাগ (১৬শ পৃষ্ঠা) হইতেও
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে, —

শ্লোকং ০ ॥ পদানি ব্যঞ্জমিতালি নন্দসুনোন্মহাংখনঃ লক্ষন্তেহি
ধ্বজাধ্বজবজ্রাক্ষুসম্বাদিভিঃ ॥ পদ ॥ দিপ্তপদচির্ধ রম্ভ সৌন্দর্য্যে অনুপম্য
ধ্বজবজ্রজবাক্ষুসাক্ষিতঃ ॥ মনুহর বংশীধর প্রেমরাসসুজতুর পদচির্ধব্যক্ত
সুরিক্ষিত ॥ ৪ ॥ সিকং কস্যাঃ পদাণি চৈতানী জাতানন্দসুযানা
অংসন্যস্তপ্রাকাজ্জরা করণা করিণা যথা ॥ ৫ ॥ পদ ॥ প্রকৃত্ত করিণ্যপরি যেন
কর দণ্ড করিতেন কৃষ্ণসহ গপী গতাঃ কৃষ্ণচিত্ত হরা নারিঃ পদচির্ধ সারি সারি
মনরমা গোপী সুরিক্ষিতাঃ পরস্পর গোপরামা সংগে সংঙ্গ ব্রজাঙ্গনাঃ বিরহেতে
ব্যাকুলীতা মতিঃ দায্যরস আহুদিত হেন রাষ বঞ্চিত শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নরপতি ॥
৬ ॥

এখন প্রকাশ্যমান ঋণাদানবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার শেষের দিকটা পাওয়া যায় নাই। তবে প্রথমাবধি
অনেকটা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাতে প্রাপ্ত অংশের ধারাবাহিক মর্ম্মাবগতির
ব্যাঘাত হইতেছে না। “হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি”র ন্যায় ইহাও কাছাড়ের শেষ
ভূপতি-প্রাপ্ত পদাবলীর রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র নৃপ বাহাদুর কর্তৃক সংকলিত।
দণ্ডবিধি ১৭৩৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ হইতে জারি হইয়াছিল --- ইহা
তৎপূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ ১৭৩৮ সালের) ১লা ফাল্গুন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।
দণ্ডবিধির যেমন সংস্কৃত অংশও পাওয়া গিয়াছে --- এই ঋণাদানবিধির তাহা
পাওয়া যায় নাই --- কেবল বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রাপ্ত পুথিখানিতে আছে।^৯ দণ্ডবিধি
যেমন প্রাচীনতর “বিবাদদর্পণ” অনুসারে প্রণীত হইয়াছিল --- ইহাও ঐ
গ্রন্থানুসারেই রচিত হইয়াছে। বোধ হয়, ঐ বিবাদদর্পণ হেডম্ব রাজ্যের পূর্ব্বতন
রাজগণের সময়ের সিভিল ও পিণাল কোড উভয়ই ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র,

সমীপস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আইনসমূহের অনুকরণপূর্বক পৃথক পৃথক বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

হেডম্বরাজ্য তথা গোবিন্দচন্দ্র ভূপতি সম্বন্ধে যতদূর তথ্যানুসন্ধান এ যাবৎ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা সঙ্কলনপূর্বক হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধির সচিত্র ভূমিকায় প্রদান করা হইয়াছে --- এই স্থলে ঐ সকলের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।*

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দণ্ডবিধির ন্যায় ঋণাদানবিধিও সংস্কৃত বাঙ্গালা, এই দুই ভাষাতে লিখিত ছিল, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুথিখানিতে বাঙ্গালা আছে। ঐ দুই হস্ত লিখিত পুথির পরস্পর আকারগত পার্থক্য দেখা যায় --- দণ্ডবিধি আধুনিক ছাপার পুস্তকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ছিল --- কিন্তু ঋণাদানবিধিখানির আকার প্রাচীন অন্যান্য হস্তলিখিত পুস্তকের ন্যায়ই ছিল --- লম্বা পাতায় দীর্ঘ পংক্তিতে লেখা।*

মৌলিকতা হিসাবে দণ্ডবিধির ন্যায় ঋণাদানবিধিরও মূল্যবত্তা বড় অধিক নহে। ঋণাদানবিধি কিংবা ইহার মূল 'বিবাদদর্পণ' নানা স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। সংকলয়িতা পণ্ডিত মহাশয়গণ অথবা হেডম্বরাজ্যপতি ভূপবাহাদুর হেডম্বরাজ্যের উপযোগী কোনও বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে ইহা ঠিক যে, এই সকল বিধিই হেডম্বের হিন্দু ভূপতিগণের রাজ্যে যথাসম্ভব প্রচলিত ছিল, এইরূপ গ্রন্থের ইহাই যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য। তবে সুবে বাঙ্গালার পূর্বতম প্রান্তবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে শত বৎসর পূর্বে সাধারণের বোধার্থে সরকারী আইনের কিরূপ ভাষা ছিল, এই গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হইবে এবং ইহাতে সাহিত্যিক হিসাবে কতকটা মূল্যবত্তা যে আছে, তাহা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই নিমিত্ত যে পুথি অবলম্বনে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ভাষা ও বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি যথাসম্ভব অব্যাহত রাখা হইল। নিতান্ত আবশ্যক স্থলে পাদটীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

উপসংহারে পুথির সংগ্রাহক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর এবং সংরক্ষক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সেন বড়ভুইয়া মহোদয়ের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, তাঁহাদের কর্তৃক ঈদৃশ অপর পুথিও আবিষ্কৃত হইয়া বিলুপ্ত হেডম্বরাজ্যের তথ্য প্রকাশের পথ অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা

(শ্রীহট্ট - কাছাড় অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে)

উল্লেখ পঞ্জী

১। প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহা সচিত্র ভূমিকা সমন্বিত হইয়া গৌহাটীস্থ বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা (বর্তমানে শাখা সাহিত্য পরিষৎ) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। 'নবজলধরবর্ণং' হইতে 'গোপিকুমারং' পর্য্যন্ত শ্লোকটির মূল পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত বৈষ্ণবতত্ত্ব নিষগত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীর "মুকুন্দমুক্তাবলীর" শ্লোক। সমগ্র বিশুদ্ধ শ্লোকটি এই —

'নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং বিকসিতনলিনাস্যঃ বিস্মরুগ্গম্ভাস্যম্।
কনকরুচিদুকুলং চারুবর্হাবিচুলং কিমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্।।
ইহা হইতেই লেখকের লিপি পটুতার নমুনা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৩। শ্লিকং বলিয়া যে শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক — অশুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে গোবিন্দচন্দ্র নরপতির পদাবলীর রচনা প্রণালী অনেকটা বুঝা যাইতেছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া, তাহার ভাবার্থ ব্যঞ্জক পদ রচনা করিয়াছিলেন। যদি প্রাপ্ত পুথিখানি মধ্যে মধ্যে পত্রহীন না হইত এবং অন্ততঃ পদগুলির লেখা পরিশুদ্ধ হইত, তবে শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোকগুলি অনায়াসে সংশোধিত করিয়া গোবিন্দচন্দ্রের পদাবলী প্রকাশ করা সর্ব্বদা কর্তব্য বিবেচিত হইত। যাহা হউক, এইরূপ নমুনা দেখিয়াও যদি কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি কেবল এই পুথি অবলম্বনে রাজকবির খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত পদাবলী সংস্কারপূর্ব্বক প্রকাশার্থে উদ্যত হন, আমরা কৃতার্থ হইব।

৪। এই ঋণাদানবিধিরও যে সংস্কৃত অংশ ছিল, তাহা ইহার অন্তর্বর্ত্তী ভূমিকাংশ (pre-
amble) হইতে জানা যাইতেছে — এই আইন '... বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ভাষাতে ...
জারি করিলেন।' বোধ হয়, খুব অনুসন্ধান করিলে দণ্ডবিধির ন্যায় ইহার সংস্কৃতংশ ও আবিষ্কৃত
হইত। তবে তজ্জন্য অপেক্ষা করাও সম্প্রতি অসমীচীন। ফলতঃ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহারই
সদ্যবহার আশু কর্তব্য। সাহিত্য হিসাবে সংস্কৃতংশের মূল্যও বড় বেশী নহে।

৫। 'হেডম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি' সম্প্রতি দুপ্রাপ্য হইয়াছে। তবে উহার ভূমিকায় যাহা
আছে, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশের উপসংহারভাগে
কাছাড়ের কথায় তাহার প্রায় সমস্তই আছে — এমনকি, দণ্ডবিধিখানি পর্য্যন্ত উহার পরিশিষ্টে
প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। এ স্থলে অবাস্তবভাবে দণ্ডবিধির ভূমিকার সম্বন্ধে দুইটি কথা বলা আবশ্যক মনে
করিতেছি। দণ্ডবিধির (তথা এই ঋণাদানবিধির) প্রাচীনতর গ্রন্থ 'বিবাদদর্পণের' সমালোচনা
প্রসঙ্গে হেডম্বরাজ্যের তাম্রধ্বজ মহারাজের সময় নির্ণয় করিতে গিয়া 'নারদীরসামৃত নামক
একখানি পদ্য গ্রন্থের রচনার তারিখ ষোল শত বাইশ শক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল।

কিন্তু বস্তুতঃ ঐ গ্রন্থ রচনার তারিখ ১৬২২ নহে, ১৬৫২ শক হইবে। কারণ, আমাদের দৃষ্ট পুঁথিতে ‘ষোল শত বাইশ’ এইরূপ লেখা থাকিলেও অপর প্রতিলিপিতে ষোলশত বায়ান্ন এইরূপ পাঠ আছে এবং ইহাই সম্ভবত পাঠ। ফলতঃ ১৬২২ শক হওয়াতে যে তথ্য নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ গোল হয়, তাহা দণ্ডবিধির ভূমিকা পৃষ্ঠায় ফুটনোটে উল্লিখিত হইয়াছিল। অপর কথাটি এই যে, দণ্ডবিধিতে শুদ্ধিচিন্তামণি ও বিবাদনির্ণয় নামক দুই গ্রন্থের ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা তত্তৎগ্রন্থে আছে কি না, তাহা জনৈক প্রাচীন স্মার্ত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেও সদুত্তর লাভ করা যায় নাই। (দণ্ডবিধির ভূমিকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি কাশীধামস্থিত শ্রীহট্টের পণ্ডিত বিশেষ কর্তৃক প্রকাশিত ছাপা শুদ্ধিচিন্তামণি দেখিলাম — তাহাতে (১১৮ পৃঃ) দণ্ডবিধির লেখানুযায়ী স্ত্রীলোকের বধ বা অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে — ‘ন চৈব স্ত্রীবধং কুর্য্যান্ন চৈবান্ধবিকর্তনম্’। অপর গ্রন্থখানি যদিও এ যাবৎ দেখি নাই, তথাপি একটি যখন ঠিক হইল, অপরটি সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্ধিগ্ন থাকিতে পারি। ফলতঃ দণ্ডবিধিতে তথা ঋণাদানবিধিতে কোনও অশাস্ত্রীয় বা অমূলক কথা উল্লিখিত হয় নাই।

হেডম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি

ন্যায় ও ব্যবহার যুক্তি কল্পিয়া যুক্তিযুক্ত বিচার করিব অন্যথা ধর্মহানি হয়। ঋণ গ্রহণকর্তা এবং ঋণদাতা এবঞ্চ জাহাতে জাহাতে ঋণ দিতে পারে নাহি এই তিনের নাম ঋণাদান।। স্ত্রী ও বালকও ভৃত্য এই তিনেতে কর্জু দিবেক না যদি দিতে চাহে তবে বন্ধক কিম্বা জামিন লৈয়া দিবেক এই তিনের পাস হৈতে পরিশোধ না করিতে পারিলে উহার পুত্রাদিকে ধরিতে পারিবেক না ইতি।। যুক্তলেখ্য পত্র অর্থাৎ তমছকাদিতে^১ সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখাইয়া দিবেক কিম্বা বন্ধক অর্থাৎ বন্ধক কিম্বা জামিন লইয়া দিবেক ইতি।। বন্ধক যে ঋণেতে দিয়াছে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ মাস প্রতি ব্রাহ্মণেতে কার্যাপণ প্রতি ৪ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৬ গণ্ডা বৈশ্যেতে ৮ গণ্ডা শূদ্রেতে ১০ গণ্ডা।। জামিন যে ঋণেতে দিয়াছে ব্রাহ্মণেতে ৪।। ১০ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৬ ১০ গণ্ডা বৈশ্যেতে ৯ গণ্ডা শূদ্রেতে ১১। ১০ গণ্ডা।। বন্ধক যে ঋণেতে না দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতে ৬।। ১০ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৯ ১০ গণ্ডা বৈশ্যেতে ১৩ গণ্ডা শূদ্রেতে ১৬ গণ্ডা অন্যজেতে^২ ১৯।। গণ্ডা।। অথাধর্মাবৃদ্ধিঃ কোন মতে অন্য মতেহ বৃদ্ধি আছে সেই অনেকবিধা হয় কায়িকা কালিকা চক্রবৃদ্ধিঃ কারিতাবৃদ্ধিঃ শিখাবৃদ্ধিঃ ভোগলাভ যথাক্রমে বিস্তার করিব। ধেনু বৃষ অশ্ব এই সবের ভাড়া সেই কায়িকা মাস প্রতি যে বৃদ্ধি সেই কালিকী বৃদ্ধিঃ মূলের পরিশোধ হৈলে সুদের সুদ নিরূপণ করিয়া পত্র করায় সেই চক্রবৃদ্ধিঃ।। কোন আপদে পড়িয়া স্বেচ্ছাত বহুতর সুদ মানিয়া যে ঋণ করে সেই সুদের নাম কারিতা এতাদৃশ সুদ ধনিয়ৈ লৈতে হয়। ধনিকের বলাতকারেতে যদি কারিতা বৃদ্ধি দিতে মানে তবে দিবে না কিন্তু সজাত্যুক্ত সুদ দিবেক। দিবসে পণ কড়া জে সুদ তাহার নাম শিখাবৃদ্ধিঃ ভৃত্যাদির বেতনরূপ যে সুদ ও স্থাবরাদির ফলশস্যাদি লাভ নাম যে যে সুদ তাহার যাবৎ পর্য্যন্ত মূল পরিশোধ না হয় তাবত লইতে পারে অন্য যে সুদ তাকে মূলধনের অধিক কালাবাস্তিতে দ্বিগুণের উপর পায় না যে ঋণেতে সুদ নাই তাহার নাম অকৃতবৃদ্ধিঃ অর্থাৎ আমানত কর্য্য^৩ ও স্নেহেতে কৌড়ি কিম্বা অন্য দ্রব্যাদি এই দুই প্রকার ঋণ যাচনান্তর ত্রিমাসের পর সজাত্যুক্ত বৃদ্ধি হয় যাচনা ব্যতিরেকে বৃদ্ধি নাহি। আমানত ঋণ যাচনা করিতে যদি ঋণিক পলাএ তবে পূর্বেবাক্ত বৃদ্ধি তিনি মাসের পর হয়। স্নেহেতে যে ঋণ দিয়াছে যাচন করিলে যদি ব্রাহ্মণ

মাস প্রতি কার্যাপণেতে ৬ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৮। সোয়া আষ্ট গণ্ডা বৈশ্যেতে ১২। গণ্ডা শূদ্রেতে ১৬ গণ্ডা বৃদ্ধি জানিবা এবং গুপ্ত রক্ষিত অর্থাৎ গুপ্ত করি যে ঋণ রাখিয়াছে ও বৃদ্ধিরূপ ঋণ অর্থাৎ সুদের কৌড়ি ও অদত্ত মূল্যদ্রব্যরূপ ঋণ অর্থাৎ দ্রব্য নিয়া মূল্য না দিয়াছে ও দ্রব্যার্থমূল্যরূপ ঋণেতে এই চাই প্রকার ঋণে যাচনান্তর ছয় মাসের পর ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণেতে ৬।৮।১২।১৬। গণ্ডা যথাক্রমে বৃদ্ধি জানিবেন। এবং হট্টাদিতে দ্রব্য খরিদ করি মূল্য না দেয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে জায় তবে ছয় মাসের পর বৃদ্ধি এবং গুপ্তার্পিত অর্থাৎ গুপ্ত করি যে ঋণ দিয়াছে এই ঋণেতেহ পূর্ববৎ বৃদ্ধি হয় কিন্তু যাচনান্তরেতে এই সবেব বৃদ্ধি হবে।। ঋণিকে ঋণ যাচন করিতে যদি ঋণ গ্রহণ না করেন এই ঋণ অন্য অন্য কোন ব্যক্তিতে রাখিব তবে বৃদ্ধি হয় না। মণি মুক্তা প্রবাল এই সব দ্রব্যের এতাদৃশ ঋণেতে দ্বিগুণের পর বৃদ্ধি হয় না। যাচনান্তর দ্বিগুণকালোপযুক্ত কালেতে বৃদ্ধি জানিবা।। এবং সুবর্ণ ও রজৎ সম্বৎসরের পর দ্বিগুণ বৃদ্ধি যানিবা এবং ফলাদিতে কীটোদ্ভব বস্ত্রেতে ও মেঘলোমজ বস্ত্র ইহাহ সম্বৎসরের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। এতভিন্ন বস্ত্রেতে এবং তাম্রাদিতে সম্বৎসরের পর ত্রিগুণ বৃদ্ধি লৈতে পারিবেক এবং ধান্যাতিরিক্ত কৃষিতে উৎপন্ন যে সস্য এবং ছিন্ন লোমাদিতে যাচনের পর ৪ গুণ বৃদ্ধি হয়।। শাকেতে ৫ পাঁচ গুণ ও ধান্যেবনাতে ৬ ছয় গুণ ইক্ষুতে ৬ গুণ লবনেতে ৮ গুণ তৈলেতে ৮ গুণ মদ্যেতে ৮ গুণ এইসব দ্রব্যের ঋণকালীয় মূল্যানুসন্ধ্যায় করিয়া অর্থাৎ দ্রব্য জখন নিয়াছিল পরিশোধকালে সেই দ্রব্যের মূল্য পূর্ব হইতে হ্রাস কি বৃদ্ধি জানিয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি অনুমানে করিব অতি অধিক হ্রাসে ত্রিগুণ বৃদ্ধি। ৩। এবং ৪। ৫। গুণ বৃদ্ধি হয় এবং মূল্যের বৃদ্ধিতেহ অনুমান করিব অধিক কাল অল্পকাল মূল্যের অধিক হ্রাস অধিক বৃদ্ধি এবং দেশের ব্যবহারানুসারে এই সমস্তের তুকুম দেন।। প্রীতিদত্ত ঋণ ধনিক যাচনান্তর ৬ ছয় মাসের পর অস্বীকৃত বৃদ্ধি যদি হয় তথা স্বজাত্যুক্ত বৃদ্ধি হয় এই সব ঋণের এতাদৃশ বৃদ্ধি হয় যদি ছলক্রমেতে ঋণিকে না দেয় তবে ১ এক বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি হয় যানিবা।। যদি কার্যানুরোধে না দেয় তবে বৎসরের পর জানিবা কিন্তু যাচনান্তরে।। বিক্রয়ার্থ প্রসারিত দ্রব্য অর্থাৎ জে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দিয়াছে ও কর্ম বেতন অর্থাৎ কর্ম করি কৌড়ি না পাইয়াছে ও বলাৎস্বীকৃত দেন অর্থাৎ বল করিয়া যে ধন স্বীকার করাইয়াছে এবং ছলক্রমে যে ধন স্বীকার করাইয়াছে এবং দ্যুতাদিতে পণ করি যে ধন এই সব

ঋণেতে বৃদ্ধি নাই কিন্তু পাওনাদারের যাচনাতে মীয়াদ করি না দিয়া অনুমতিতে দেশান্তরে জায় তবে তিন মাসের পর বৃদ্ধি হয়।। প্রীতিব্যয়িত স্ত্রীধন অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক ব্যয় করিয়াছে স্ত্রীধন ও সুদ ও গুপ্ত আমানত ও দেয়াদেয় সন্দেহ ও অর্পণ জামিন অর্থাৎ আমিও তুমাতে দিলাম তুমি উহাকে দেয় ও প্রতিভু অর্থাৎ মাল জামিনের পুত্রের দেন এই সব ধনেতে বৃদ্ধি নাই মাত্র মূল পরিশোধ করিতে হবে।। ছল করি যদি স্ত্রীধন নেয় তবে তিন মাসের পর বৃদ্ধি হয়। বলাৎকারে স্ত্রীধন ভক্ষণ করিলে সুদ সমেত দিতে হয়। এবঞ্চ রাজাতে রাজাতে দণ্ড দিবেক প্রণয়েতে ভক্ষণ করিলে ধনবস্ত হৈলে মূল মাত্র দিবেক।। ০৭।। এক ভ্রাতা গুপ্ত মতে গৈর দিয়া ঋণ করি মরে কিম্বা বিদেশে জায় তবে অন্য ভ্রাতা সেই দ্রব্য উদ্ধার করিতে সুদ নাই। ধর্ম্মানুদ্ধেশ্যক দান বৃদ্ধি হয় না ছল দ্বারা গৃহীতধীক ঋণ দ্বিগুণের পর বৃদ্ধি নাই।। *।। ধনিকে তাড়ন করিলে সুদ পায় নাহি। ঋণ গ্রহণ কালাপেক্ষাত অর্থাৎ জখন ঋণ গ্রহণ করে তখন ধান্যের মূল্য যাহা থাকে তাহা হৈতে অত্যন্ত হ্রাস হৈলে ধান্যাদির পঞ্চগুণা বৃদ্ধি হয় তৈল ও মদ্য ও ঘৃত ও গুড় ও লবণ এই সবের আষ্ট গুণা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি জানিবা। তৃণ ও কাষ্ট ও সূত্র ও মূল ও পর্ণ ও অস্থি ও চর্ম্ম ও বস্ত্র ও পুষ্প ও ফল এইসবের ঋণ কালেতে বৃদ্ধি স্বীকার না করিলে বৃদ্ধি নাই ইত্যকৃতবৃদ্ধি প্রকরণ।।

জানা কর্তব্য কোন ২ দ্রব্য কোন ২ মতে গির দিবেক ঐ গির কত দিবস পরে মোচন হবে কোন ২ গির্বিতে সুদ পাবে ও কোন ২ গির্বিতে সুদ না পাবে ঐ গির্বি যদি ২ দুই স্থানে কিম্বা তিন স্থানেতে দেয় তবে কোন ব্যক্তি অধিকার করিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুত হেডম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে জারী করিলেন ইতি। *।

আধি অর্থাৎ গীর ও বন্ধক গো অশ্ব নৌকা ও সকট অর্থাৎ গাড়ি এই সবের উপকারের কাল নিয়ম করি বেতন অর্থাৎ টাকা কিম্বা কৌড়ী গ্রহণ করিয়া গির দেয় তবে নিয়মিত কালের পর গিরকর্ত্তা রাখিতে পারিবেক নাহি।। ঋণের সুদের পরিশোধার্থ গির দেয় তবে মূল পরিশোধ না করিয়া ঋণিকে গির নিতে পারে না এবং দাসাদি গির্বিও ভূম্যাদিতে এই প্রকার। কিন্তু দেশব্যবহার ক্রমে ঐ সবের বেতন নিয়ম জানিবা।। ঋণিকের অনুমতিক্রমে গির দ্রব্য গ্রহণ

করিব ধনিকের দোষেতে গির দ্রব্য নষ্ট হৈলে লাভ পায়না।। এই দ্রব্য গির দিব এমত ঋণিকেচ্ছাসত্ত্বে অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রহণ করিলে সুদের অর্দ্ধেক পায়। এই সুদ সুবর্ণাদি গির্বিতে জানিবা।। ঋণিকেচ্ছা অনুমতি ব্যতিরেকে যদি দাসাদি গির রাখিয়া কৰ্ম করায় তবে বেতনের অর্দ্ধেক নিকালিয়া দিতে হয়।। ঋণিকের ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতিরেকে যদি সুবর্ণাদি গির যদি আচরণ করে তবে সুদ পায় না।। গুপ্ত করি গির দ্রব্য আচরণ করিলে সুদ পায় না।। উপকারক দ্রব্য অর্থাৎ গবাদি গির রাখিলে সুদ পায় না।। ঋণিকে গির দ্রব্য নিকালিয়া না নিলে সুদ পায় না।। দাসও গো ও অশ্ব ও নৌকা ও সকাট অর্থাৎ গাড়ি এই সকল দ্রব্য গির রাখিলে যদি ধনিকের দোষেতে কর্মের অযোগ্য হয় তবেহ সুদ পাবে না।। দৈব দোষেতে কিস্বা রাজদোষেতে কর্মের অযোগ্য হয় তবেহ সুদ পাবে না।। দৈব দোষেতে কিস্বা রাজদোষ ব্যতিরেকে যদি গির হারা জায় তবে মূল হানি হয়।। দাষাদির বেতনরূপ ঋণেতে দাসাদির কৰ্ম দ্বারা মূল পরিশোধ হৈলে পুনরায় মূল পাবেনা।। অল্প ঋণেতে যদি বহুমূল্য দ্রব্য রাখে ঐ গির ধনিকের দোষেতে নষ্ট হয় সুদ সমেত মূল রাখিয়া অধিক যাহা হয় তাহা ঋণিকে দিবেক। উপকারক নৌকাদি গির স্থলেতে প্রতোল করিয়া লৈলে গো ও অশ্বাদির দ্রব্যের গির দোষেতে যদি উপকার না হয় তথাচ এই সবার বেতন অর্থাৎ মূল্যরূপ ঋণেতে মূল হানি হয়।। বহুমূল্য সুবর্ণাদি গির ধনিকের দোষে নষ্ট হৈলে ঋণের অধিক যাহা হয় তাহা ধনিকে নিকালিয়া দিতে হয় ও সুদহ রাখিবেক।। দৈব রাজ উপঘাতে যদি গির নষ্ট হয় তবে অন্য গির দিবেক অথবা ঋণ পরিশোধ করিবেক।। *।। এই দ্রব্য গির দিমু বলিয়া ঋণ করিলে যাবৎ কালের পর দ্রব্য দিতে মানে তাবৎকালের পর সেই দ্রব্য সত্ত্বে সেই দ্রব্য দিব ভগ্ন হৈলে অন্য দ্রব্য দিব অথবা সবৃদ্ধিকং ঋণ দিবেক অর্থাৎ সুদ সহিৎ ঋণ পরিশোধ করিবেক।। ১০।। গোচর্মের পরিমাণের অধিক ভূমি গির্বি করিয়া ভূমিস্বামিকে বঞ্চনা করিয়া আপনে অধিকার নিমিত্তে যদি অন্যের পাস গির দেয় তবে তাহার শিরোমুগুন করিয়া গর্দভেতে চড়াইয়া লোকমধ্যে তাহাকে রাজা অপমান করিবেক। ১০। তাহার কমি ভূমি হয় তবে উত্তম মধ্যম অধম ধনি বুঝিয়া দণ্ড করিবেক। পাছের গির পায় নাহি কিন্তু জে ব্যক্তির পাস হৈতে গির করিয়াছিল সেই ব্যক্তির পাস হৈতে ঋণ পরিশোধ করিবেক।। ১০।।

জানা কর্তব্য যে ১ এক ভূমি অন্য দ্রব্যাদি ২ দুই স্থানেতে কিম্বা ৩ তিন স্থানেতে বিক্রয় করে কিম্বা গির দেয় তবে কোন ব্যক্তি ভোগ করিবেক অপর উত্তরাধিকারিহিত ব্যক্তি যদি গির্বি দিয়া মরে তবে সে গির্বিকে পাছে পাবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীশ্রীযুত হেডমেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে দেববানি ও ভাষাতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে শক ১৭৩৮ সনের ১ পহিলা ফাল্গুণে জারী করিলেন ইতি ॥ স্মামিকৃত বিক্রয় মঞ্জুর অন্যকৃত বিক্রয়াদি নামঞ্জুর। এক ভূমি যদি দুই ব্যক্তি ক্রয় করে তবে পূর্বক্রয়কর্তা যদি সেই ভূমির শস্য এক বৎসর ভোগ করে তবে পাছের ক্রয় অর্থাৎ খরিদকর্তা পায় না যেই ব্যক্তির ভোগ সেই পায়। দুই ব্যক্তিতে এক ভূমি গির দিয়া মরিলে তবে বলাৎকার ব্যতিরেকে যাহার ভোগ প্রমাণ হয় সেই ব্যক্তি পাবেক ॥ তুল্যকাল ভোগেতে দান বিক্রয়েতে ক্রিয়ার পূর্বাপর বুঝিয়া জয় কি পরাজয় তাহা কল্পিবেন ॥ সন্তানরহিত ব্যক্তি যদি গির দিয়া মরে ঐ ব্যক্তির যদি উত্তরাধিকারী না থাকে তবে রাজাতে জ্ঞাপন করি গির বিক্রী করিয়া আপনার সুদ সহিতে রাখিয়া যাহা অধিক হয় তাহা রাজাতে সমর্পণ করিবেক ॥ ০ ॥ যেই কাল নিয়ম করি গির দেয় সেই কালের মধ্যে গির দ্রব্য দান বিক্রী করিতে পারে নাহ এবং নিয়মিত কালের মধ্যেতে ঋণিকেহ গি পায়না ও ধনিকেহ ধন পায় নহি এই সব কথা বিচার প্রকরণেতে বিস্তার করিব ইতি ॥ ০ ॥

জানা কর্তব্য জামিন চাইর প্রকার কোন ২ প্রক [ারেতে] ৬। আসামী হাজির অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিব কোন ২ প্রকারেতে আসামী দাওয়ানিসা অর্থাৎ দিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুত হেডমেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের পহিলা ফাল্গুণে নীচের লিখিতানুসারে জারী করিলেন ॥ ০ ॥ প্রতিভূজামিন সেই চারি প্রকার হাজির জামিন অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদি পলায় তবে আমি সাক্ষাৎ করি দিব ॥ প্রত্যয় জামিন অর্থাৎ এই ব্যক্তি সাধু ও পলাবে না ॥ মাল জামিন অর্থাৎ উনি তোমার দায় না দেন তবে আমি দিব এমত জে বলে সের নাম ঐ ॥ অর্পণ জামিন অর্থাৎ এই দ্রব্য তুমি দেও উনি না দেন তবে আমি দিব [এমত] যে বলে সের নাম ঐ ॥ এই চাইর প্রকার জামিনের কথা বিচার প্রকরণেতে বিস্তার করিব ॥ অদালত বিচারে কথা অদানত বিচার দলতশূন্য

জে বিচার সেই অদালত বিচার।। অথাচ অদালত বিচারেতে বিচারকর্তা আপনার স্বদলেতে অনুগ্রহ পরদলেতে নিগ্রহ করিয়া বিচার করিতে পারে নাহি শত্রু মিত্রেতে সমভাব করিয়া যথার্থ বিচার করিব অন্যথা ধর্মহানি ও অপযশ হয়।। * ।।

জানা কর্তব্য ঋণিক ঋণ পরিশোধ করিবেক তাহা অবিদ্যামানে অর্থাৎ অসাক্ষাৎ থাকিলে কোন কোন ব্যক্তি ঐ ঋণ পরিশোধ করিকে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেডম্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৮ সালের ১ ফাল্গুণে জারী করিলেন ইতি ।। * ।। ঋণকর্তা ঋণ পরিশোধ করিবেক যদি তিনি অবিদ্যমান অর্থাৎ অসাক্ষাৎ থাকেন ও অসামর্থ্য দশাতে অর্থাৎ দিবার শক্তি না থাকিলেও রোগাপন্ন হইলে সর্বকার্যের অধ্যক্ষ পুত্র পরিশোধ করিবেক।। অধ্যক্ষ ভাবে অর্থাৎ যে পুত্রের উপর সমুদয় কর্মের ভার থাকে সে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেক।। পুত্রভাবে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পুত্র নাহি তাহার পৌত্রে পিতামহ ঋণ পরিশোধ করিবেক।। পুত্রাদির অবিদিত অসাক্ষাৎ জে ঋণ পিতা ও পিতামহ করি থাকেন সে ঋণ যদি পুত্র কিম্বা পৌত্র দিতে হয় তবে সাক্ষির সাক্ষ্য আছে যে ঋণেতে সে ঋণ পুত্র কিম্বা পৌত্র পরিশোধ করিবেক কিন্তু সাক্ষির সাক্ষ্য না থাকিলে দিবেক না।। ভিন্নাভিলাসী অর্থাৎ জে পুত্র পৃথক থাকে সে পুত্রে যদি পিতৃকৃত ঋণ দিতে হয় তবে বিংশতি বৎসরের মধ্যে দিবেক বিংশতি বৎসরের পর দিবেক নাহি কিন্তু তাহার স্বেচ্ছাত ধর্মার্থ পরিশোধ করিলে বাধা নাহি।। এবঞ্চ একান্নাভিলাসী ভ্রাতৃপুত্র অর্থাৎ যে ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যর একত্রেতে থাকে সেই ভ্রাতৃপুত্র হইতে পিতৃব্যহৃত ঋণ বিংশতি বৎসরের মধ্যে ধনিয় লৈতে পারিবেক এবং একান্নাভিলাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃকৃত ঋণেতেহ কনিষ্ঠের এই প্রকার।। ভিন্নাভিলাসি ভ্রাতাদি অর্থাৎ যে ভ্রাতাদি ভিন্ন থাকেন যদি অন্য ভ্রাতাদির স্ত্রী পুত্রাদি রক্ষার্থ ঋণ হয় সেই ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক তাহা অবিদ্যামানে অর্থাৎ অসাক্ষাতে থাকিলে উহার পুত্রাদি দিবেক। কর্ণে সূনে না কিম্বা চক্ষুয়ে না দেখে কিম্বা পাগল কিম্বা বৃহৎ রোগাদি পীড়াতে অবসন্ন এতাদৃশ পিতা বিদ্যামানেহ তাহার ঋণ পুত্রে পরিশোধ করিবেক।। এবঞ্চ পিতা যদি নির্ধন হয় তবে ভিন্নাভিলাসী পুত্র পিতা বিদ্যামানেহ পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিবেক পুত্রাবিদ্যামানে অর্থাৎ পুত্র সাক্ষাৎ না থাকিলে পৌত্রেহ পরিশোধ করিবেক।।* ।।

একান্নাভিলাসী পুত্র সকলের মধ্যে পিতা অবিদ্যমানহেতে জে পুত্রকে পায় তাহার পাস হৈতে পিতা ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ ০ ॥ পিতার সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ পিতার সহিত অপৃথক হৈতে জে ঋণ পিতার অবিদ্যমান দশাতে অর্থাৎ অসাক্ষাৎ কিম্বা মৃত্যু হৈলে সেই ঋণের মধ্যে পিতার জে অংশ হৈয়া থাকে তাহা পুত্রের পরিশোধ করিবেক ॥ পৃথগন্নাভিলাসী অর্থাৎ পিতার সহিত পৃথক হৈলে কিম্বা আপন সহিত পৃথক হৈলে জে ঋণ পিতৃব্য করি থাকেন সেই ঋণের নিমিত্তে ধনি ব্যক্তি ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে ধরিতে পারিবেক না ॥ * ॥

জানা কর্তব্য পিতৃকৃত ঋণ কোন সময় বালক হৈলে পরিশোধ করিবেক ও কোন সময় পরিশোধ না করিবেক ও পিতার কৃত কোন ২ ঋণ না দিবেক তা তাহার নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুক্ত হেডম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নিচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে চলন হৈবেক ইতি ॥ ০ ॥ পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্ক পিতৃহীন বালকর পাস হৈতে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাহি এবং ঐ বালকেতে ঋণাদি দিতে পারে নাহি এবং ঐ বালক ব্যবহারেতে অযোগ্য প্রযুক্ত পিতৃঋণ দিতে ও লৈতে এবং আপনার কার্যাদিহ অনুপযুক্ত কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষের পর সর্ব কার্যের উপযুক্ত ॥ সুরাপান নিমিত্ত জে ঋণ করি থাকেন ও দ্যুতাদি ক্রীড়ার পণরূপ ঋণ অর্থাৎ খেলাতে জে পণ করিয়া থাকেন ও ধর্মার্থ বিনা দানরূপ অর্থাৎ ধর্মকার্য্য ব্যতিরেক যাহা দান করি থাকেন ও কাম ক্রোধ হৈতে যাহা স্বীকার করি থাকেন ও হাজিরজামিন বিষয়ক জে দেন ও প্রত্যয় জামিন বিষয়ক জে দেন ও রাজদণ্ডবিষয়ক জে দেন ও ক্রিয়ামাত্রের পণ বিষয়ক অর্থাৎ তুমি যদি এই ক্রিয়া করিতে পার তবে আমি এত টাকা দিব ও লোকব্যবহারাতিরিক্ত কর্ম নিমিত্তক জে দেন অর্থাৎ লোকের বাহির্ভূত কর্ম করি জে ঋণ করি থাকেন এইসব পিতৃকৃত ঋণ পুত্রের দিবেক নাহি ॥

জানা কর্তব্য ঋণগ্রহণকর্তার মৃত্যু হৈলে ঐ ঋণ কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেডম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নিচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে জারীলেন ইতি

॥১০॥ ঋণিকের মরণ হৈলে ঐ ব্যক্তির ধন জে নিবেক সেই ব্যক্তির ধন জে নিবেক সেই ব্যক্তি তাহার ঋণ পরিশোধ করিবেক।। তদভাবে অর্থাৎ জে ব্যক্তি ঐ ধন নিয়াছিল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যোগ্য পুত্র জে হয় সেই দিবেক। যোগ্যপুত্রভাবে অর্থাৎ যোগ্যপুত্রভাবে * ঋণিকের স্ত্রী জিনি সে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হবে। তদভাবে উপ উপদ্রবগ্রস্ত পুত্রে পরিশোধ করিবেক। তদভাবে অযোগ্য পুত্র অর্থাৎ জে পুত্র কার্যাদিতে শক্ত না হয় সেই পুত্রে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক স্বেপর্জিত স্বর্ণাদি ধন ও হস্তি ও অশ্ব অর্থাৎ ঘোটক এতাদৃশ বহুতর ধনবস্ত পুত্র সত্ত্বে পিতৃঋণ অনেক পুত্র বিদ্যমানহে ঐ ধনবস্ত পুত্র পরিশোধ করিতে হবে ॥ * ॥ এবং স্ত্রীহারী অর্থাৎ স্ত্রীকে নিয়াছে জে ব্যক্তি উহারা সত্ত্বেহ পুত্র দিবেক ॥ পিতৃব্য জে ঋণ করিয়াছেন ও ভ্রাতৃপুত্র জে ঋণ করিয়াছেন ও স্ত্রী জে ঋণ করিয়াছেন ভৃত্য জে ঋণ করিয়াছিল ও শিষ্যে জে ঋণ করিয়াছিল ও অনুগত ব্যক্তির জে ঋণ করিয়াছিল সে ঋণ যদি আপনার পরিবার রক্ষার্থ হয় আর যদি ঐ সব আপনার একত্রে থাকেন তবে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ অনুমতিক্রমে পুত্রে ঋণ করিলে পিতা দিতে হয় ॥ কিন্তু অনুমতি ব্যতিরিক্ত ঋণ করিলে পিতা দিবেক না স্নেহ থাকে তবে দিবেক ॥ এবং স্বামীকৃত ঋণ স্ত্রী দিবেক নাই ॥ এবঞ্চ পুত্রকৃত ঋণ মাতা দিবেক নাই ॥ স্বামি সত্ত্বে অর্থাৎ স্বামী থাকিতে ও পুত্র সত্ত্বে অর্থাৎ পুত্র থাকিতে ঐ দ্বয়কে লইয়া স্ত্রীয়ে ঋণ করিলে ঐ স্বামী পরিশোধ করিতে হয় ॥ কিন্তু কেবল স্ত্রীর আত্মকৃত ঋণ হৈলে স্ত্রীয়ে নিজে পরিশোধ করিবেক ॥ আমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিবার মরণকালেতে যদি এমত অনুমতি দিয়া থাকেন তবে ঐ স্বামির ঋণ স্ত্রী পরিশোধ করিবেক ॥ অপুত্র ও অনুগত জে স্ত্রী উনী স্বামীর ধনাধিকারিণী প্রযুক্ত স্বামীকৃত ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ আপৎকালে কৃত যে স্ত্রীঋণ তাহাকে উহার স্বামীয়ে পরিশোধ করিবেক ॥ রজক ও ব্যাধ ও গোপ ও শৌণ্ডিক এই সবের স্ত্রী কৃত জে ঋণ তাহা স্বামী পরিশোধ করিতে হয় ॥ ধনরহিত ও সন্তানরহিত শৌণ্ডিকাদির কৃত যে ঋণ তাহার স্ত্রীকে উপভোগ অর্থাৎ সেঙ্গা যে ব্যক্তি করিবেক সেই ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হবে কিন্তু সুদ দিবেক নাই ॥ ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যদি ঋণ দিয়া মরে তবে ঋণিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্জ নিয়াছে সে ঐ ঋণ দ্বারা পুত্রাদিতে ঋণ দিবেক যদি পুত্রাদি না থাকে তবে সকুল্যাদিতে দিবেক যদি সকুল্যাদি না থাকে তবে বন্ধুবর্গেতে দিবেক যদি তাহার কেওহি না থাকে তবে অন্য ব্রাহ্মণেতে দিবেক যদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে

এতাদৃশ ঋণ জলেতে ক্ষেপনা করিবেক ॥ ক্ষত্রিয়াদির দত্ত ঋণ তাহার যদ্যপি কেহি না থাকে তবে রাজা গ্রহণ করিবেক ॥ ব্রহ্মদ্ব কোন প্রকারেহি গ্রহণ করিতে পারে নাহি জানা কর্তব্য যে কোন ২ প্রকারেতে ঋণ পরিশোধ করিবেক ঐ ঋণ গ্রহণকর্তা যদি না দেন তবে ঐ ব্যক্তিকে কি করা জাবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেডমেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রহানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে নীচের লিখিতানুসারে জারী করিলেন ইতি ॥ * ॥ সত্য বাক্যাদি দিব্য দ্বারা ও ছল দ্বারা ও ধারণ দ্বারা ও তাড়ন দ্বারা এই সকল দ্বারা ধনিক জে ঋণ দিয়াছে সে ঋণ শাসন করিবেক ধারণাদি করিলেহ যদি ঋণ না পায় তবে শৌণ্ডিকাদি ঋণিক হৈলে গৃহেতে আনিয়া কৰ্ম্ম করাবেক ॥ ধারণ তাড়নাদি ব্যতিরিক্ত যদি ঋণিককে ধনিয়ৈ গৃহেতে আনিয়া অযোগ্য কৰ্ম্ম করায় তবে রাজাতে ১৫ ৷৮ পনর কাহন দণ্ড পণ দণ্ড দিতে হয় এবঞ্চ ঋণ না দিয়া ঋণিক মুক্ত হৈতে পারিবেক ॥ ঋণ দ্বিগুণ হৈলে ঋণিক যদি পলায় কিস্বা মরে তবে তাহার সর্বস্ব আহণ করিয়া রাজসভাতে আনিয়া ১০ দিবস রাখিয়া আপনার ঋণোপযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট যাহা হয় তাহা ঋণিকের সপিণ্ডেতে রাখিবেক ॥ ধনিক যাহাকে ঋণ দিয়াছে যদি সেই ব্যক্তি ঋণ দেয় না তবে বলাৎকার করিতে পারি নাহি যদি বলাৎকার করে তবে রাজা ঐ ধনিকে শাস্তি করিতে হয় কিন্তু ঋণিক যদি ইচ্ছাত ঋণ দেয় তবে দোষ নাহি এতে দণ্ড নাহি ধনিকে ঋণ পরিশোধার্থ ঋণিককে ধরিতে বলে জে আমি তুমার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি এমত বলিয়া যদি ঋণিক রাজাদ্বারা জইয়া ধনিকের উপর নালিস করে তবে মিথ্যাবাদি ঋণিক রাজাতে দণ্ড দিয়া পশ্চাৎ ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ ধনিকে ঋণিককে ধরিতে যদি বলে ন্যায়ত যাহা হয় তাহা আমি দিব এমত বলিলে ঋণিককে তাড়না করিতে পারি নাহি ॥ এবং ধনিকে ঋণ দিয়াছে কিস্বা না দিয়াছে এমত সন্দেহেতে ঋণিককে তাড়না করিতে পারিবেক না কিন্তু সাব্যস্ত করি পরিশোধ করিবেক ॥ এতাদৃশ সাধন করে তবে রাজাতে দণ্ড দিতে হয় ॥ ঋণিকেতে যদি গুপ্ত করি রাখিয়া থাকে যে ঋণ সে ঋণ দিতে ঐ ঋণিক যদি সে ঋণ মিথ্যা করি বলে তবে ঋণ প্রতিপন্ন হৈলে যাহা ঋণ প্রতিপন্ন হয় তাবৎপরিমিতি ধন রাজা ঋণিককে দণ্ড করিবেক ॥ এবঞ্চ ধনিকেহ যে পর্য্যন্ত ধনের মিথ্যা নালিস করিয়া থাকেন তাবৎপরিমিতি ধন ঐ ফইরাদিতে রাজা দণ্ড করিবেন উভয়ের বাক্য যদি মিথ্যা

হয় তবে উভয়কে দণ্ড করিতে হবে।। আদ্যে বিমত হয় অর্থাৎ না নিয়াছে পশ্চাৎ যদি মন্যমান হয় যে ঋণিক সে ঋণিক ৬।০ সয়া ছয় কাহনেতে ১৮০ পাঁচ পন এহার অধিকেতে ও ন্যুনেতে এই অনুসারে রাজাতে দণ্ড দিতে হয়।। পূর্বেই বিমত হয় ও পাছেই বিমত হয় তবে ৬।০ সয়া ছয় কাহনেতে ১৮০ দশ পণ এই অনুসারে রাজাতে দণ্ড দিতে হয় এহা হৈতে অল্প ধনেতেই এই দণ্ড এই অনুসারে অধিকেতে অধিক করিবা।। ঋণিকে যদি বহু ধন নিয়া গোপনা করিয়া অল্প ধন মান্যমান হয় পশ্চাৎ সাক্ষি দ্বারা যদি সেই ধনের প্রমাণ হয় তবে তাহার সমান দণ্ড রাজাতে দিবেক ও ঋণ পরিশোধ করিবেক।। ধনিকে ধরিতে যদি ঋণিকে বলে জে আমি তোমার কোন ধন না নিয়াছি তবে যদি পাছে সাক্ষি দ্বারা ঐ ধনের প্রমাণ হয় তবে ঋণের দ্বিগুণ দণ্ড রাজাতে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেক।। অতিশয় ধনবান ঋণিক যদি দর্প করিয়া ঋণ পরিশোধ না করে তবে রাজা দ্বিগুণ দণ্ড লইয়া ধনিকের ধন দেওবেন।। ঋণিকে ঋণ দিতে না মানিলে যদি ধনিক জাইয়া রাজাতে ফইরাদ করে তবে রাজা সাক্ষি দ্বারা ঋণ প্রতিপন্ন করাইয়া ঋণিক হৈতে ঋণের দশম ভাগ দণ্ড লৈয়া ঋণ পরিশোধ করাবায় ১০ রাজসভাতে লালিস করিয়া ঋণিক হৈতে ধনিকের ঋণ প্রাপ্ত হৈলে ঋণের বিংশতি ভাগের ১ এক ভাগ ফৈরাদিয়ে রাজাতে দিয়া অবশিষ্ট যাহা তাহা গ্রহণ করিবেক।। যে ব্যক্তির পাশত উত্তর ২ ক্রমে এক জাতা নানা দ্রব্য অথবা ভিন্নজাতীয় নানা দ্রব্য ঋণ করিলে যথাক্রমে ধনিকে শাসনা করিতে হয় কিন্তু এই ক্রম রাজ সম্বন্ধি ঋণে ও শ্রোত্রিয় সম্বন্ধি ঋণে এহাতে উৎক্রমেই শাসনা করিতে পারে। ঋণিককে ঋণ পরিশোধ করিয়া আপনার লেখ্য পত্র অর্থাৎ তমছুকাদি লৈয়া ছেদনা করিবেক। লেখ্য পত্র হারা জায় তবে সাক্ষিযুক্ত যে ঋণ তাকে ধনিতে দিয়া ঋণিকে রশীদ লৈতে হয় এহাতে অন্যথাচরণ করিলে পুনশ্চ পরিশোধ করিতে হয়।। ইতি ঋণাদান বিচার।।

জানা কর্তব্য কোন কোন ব্যক্তিতে কোন ২ মত আমানত রাখিবেক এবং আমানত ভক্ষণ করিলে ও নাশ করিলে ও অপলাপ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া না দিলে কোন ২ দোষ হয় এবং আমানত সাক্ষি দ্বারা প্রতিপন্ন হৈলে এবং যে আমানত সাক্ষিরহিত হয় ও আমানতে দ্রব্য হারা গেলে ও চৌরি হইলে ও দৈব রাজোপঘাতে নষ্ট হৈলে কোন ২ প্রকারে লবে এবঞ্চ জে ব্যক্তিতে আমানত রাখা জায় সে ব্যক্তি যদি না দেয় এবং আমানত জে ব্যক্তিতে না দিআছে সে ব্যক্তিতে যদি বলে আমানত

দিয়াছে করি এই সকল বিচার নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌসল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রহানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে নীচের লিখিতানুসারে জারী করিলেন। অথ নিষ্ক্লেপ ভাষা ॥ কুলীন নানা বৃত্তিযুক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদি ও বন্ধুযুক্ত ও সাধু ব্যক্তিতে আমানত রাখিবেক। আমানত দুই প্রকার হয় সাক্ষীয়ুক্ত এবং ও সাক্ষীরহিত এক [জে] আমানত রাখে সে যদি সাক্ষীয়ুক্ত আমানত হয় সে আমানত যদি না মানে তবে রাজা সাক্ষি দ্বারা প্রতিপন্ন করাবেন সাক্ষীরহিত জে আমানতেতে সে যদি অপলাপ অর্থাৎ মিথ্যা বলে তবে উভয়ের সাধুতা বুঝিয়া দিব্য দেওয়াবেন স্ত্রীলোকের স্বামী বধেতে ও পুরুষের পুত্র বধেতে তাদৃশ পাপ আমানত দ্রব্য ভক্ষণ করণেতে এবং নাশ [করণেতে] ও অপলাপ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া রাখনেতে এতাদৃশ পাপ হয় আমানত দ্রব্য সাধারণ রাখা ভাল ন [হে] যদি হারা জায় ও নষ্ট হৈলে অনেক অপযশ হয় যদি রাখে তবে যত্ন করি রাখিবেক ॥ যাচনা মাত্রে তযাহার দ্রব্য হয় তা [হাকে] অর্পণ অর্থাৎ দিবেক যেই ব্যক্তি আমানত স্থাপন অর্থাৎ রাখে পুনর ঐ ব্যক্তিতে দিবেক ॥ তাহার অবিদ্যমান দ [শা] তে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হৈলে উহার পুত্রাদি দিবেক ॥ আমানত দ্রব্য ধনিক ব্যক্তি যাচনা করিতে যদি না দেয় তবে রাজাতে দণ্ড দিবেক। আমা দ্রব্য নষ্ট করিলে ঐ আমানত দ্রব্যের সমান দিতে হয় ॥ আমানত দ্রব্য ভক্ষণ করি [লে] সুদ সহিত তাহার সমান দ্রব্য দিতে হয় ॥ হারা গেলেহ তাহার সমান দ্রব্য দিতে হয় ॥ আমানত দ্রব্য যদি [দৈ] বত নষ্ট হয় কিম্বা হারা জাএ তবে চতুর্থ ভাগের এক ভাগ হিন করিয়া দ্রব্যান্তর দিবেক ॥ কোন কার্য নিমিত্ত ...

১. এই 'তমছক' শব্দটি পশ্চাৎ 'তমছক' লেখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা 'তমঃসুক' হইবে।
২. বোধহয়, অন্ত্যজেতে হইবে।
৩. অর্থাৎ কর্জ।
৪. বোধহয় 'ধান্যের লাভে' হইবে।
৫. 'ঋণিকেচ্ছা' — ছ স্থলে দণ্ডবিধিতেও কেবল ছ দেখা গিয়াছে।
৬. পত্রাংশ ছিন্ন স্থলে [] এই বন্ধনীমধ্যে নষ্ট অক্ষরগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।
৭. করিবেক।
৮. 'কৃত' হইবে।
৯. 'অর্থাৎ যোগ্য পুত্র ভাবে' এই টুকু ভ্রমতঃ অতিরিক্ত বোধহয়।
১০. বোধহয়, 'করাবেন' হইবে।

দাসদাসী বিষয়ক পুথি

এ স্থলে দাসদাসীবিষয়ক ক্ষুদ্র পুথিখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে নূতন কথা যে কিছু নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। দাসদাসী পঞ্চদশ প্রকার — তাহা কেবল হেডস্বরাজ্যে নহে, আর্যভূমির সর্বত্রই ছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক শব্দকল্পদ্রুমে “দাস” শব্দটি দেখিবেন। তাহাতে আছে — “স পঞ্চদশবিধঃ। যথা — নারদঃ।

গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।

অনাকালভূতস্তদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ।

মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাদ্যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।

তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যা সিতঃ কৃতঃ।

ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞয়ন্তথৈব বড়বাকৃতঃ।

বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ।।

তারপর ‘অস্যার্থঃ’ বলিয়া ‘ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত ‘ক্রমসংগ্রহঃ’ হইতে যে টিপ্পনী শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসহ নারদের বচন অবলম্বনপূর্ব্বকই তৎকালীন বঙ্গভাষায় এই দুই পত্রের পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার স্বতন্ত্র সংকলন করা হইল না। এ স্থলে ইহার সমস্তটাই যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

* দাস দাসী পঞ্চদশ প্রকার হয়।। প্রথম গৃহজাত অর্থাৎ দাসীগর্ভজাত ।।১।। দ্বিতীয় ক্রীত অর্থাৎ পিতা ও মাতা’ মুনিবাদিতে মূল্যাদি দিয়া খরিদ করে।।২।। তৃতীয় লব্ধদাসঃ অর্থাৎ বিবাহাদিতে যৌতুক পায়।। ৩।। চতুর্থঃ দায়াদুপাগত অর্থাৎ পিতৃপিতামহক্রমে এই নফর ।।৪।। পঞ্চমঃ।। অকালভূতদাসঃ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষেতে প্রতিপালন করে থাকে।।৫।। ষষ্ঠ আহিতদাসঃ অর্থাৎ দাসত্ব স্বীকার করিয়া কোন স্থানান্তর হৈতে সঙ্গে হৈতে আইসে।।৬।। সপ্তম মোক্ষিতদাসঃ অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে প্রযুক্ত ঋণ পরিশোধার্থে দাসত্ব স্বীকার করি রহে।।৭।। অষ্টম যুদ্ধে প্রাপ্তদাসঃ অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করি ধরিয়া আনে যাকে।।৮।। নবম পনেজিতদাসঃ অর্থাৎ দ্যুতাদি ক্রীড়াতে দাসত্বপন রাখিয়া হারে যে ব্যক্তি ।।৯।। দশম উপাগতদাসঃ অর্থাৎ তোমার দাস এমত বলিয়া দাসত্ব স্বীকার করে জে ব্যক্তি।।১০।। একাদশ কৃতদাসঃ অর্থাৎ এই কাল পর্য্যন্ত আমি

তোমার দাস হৈলাম এমত বলে যে ব্যক্তি ॥১১॥ দ্বাদশ ভক্তদাস : অর্থাৎ আমাকে তুমি অন্ন দেয় আমি তোমার দাস হৈলাম সুভিক্ষ সময়েতে এমত বলিয়া অন্নের নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকার করে যে ব্যক্তি ॥১২॥ ত্রয়োদশ : বড়বাভূতদাস : অর্থাৎ দাসী বিবাহ করিয়া দাসত্ব স্বীকার করে যে ব্যক্তি ॥১৩॥ চতুর্দশ আত্মা অর্থাৎ বিক্রয়দাস : অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে যদি আপনার মূল্য আপনি লেইয়া দাসত্ব স্বীকার করে যে ব্যক্তি ॥১৪॥ পঞ্চদশ প্রব্রজ্যাবসিতো দাস : অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যদি সংন্যাস করিয়া সংন্যাস পরিত্যাগ করে তবে রাজার গোলাম হয় ॥ ১৫ ॥ স্ত্রিয়ঃ সাক্ষী স্ত্রিয়ং দদ্যাৎ দ্বিজানামুত্তমা দ্বিজা শূদ্রানাং সন্তশূদ্রশ্চ অন্ত্যজে অন্ত্যজা সূতা° ॥ * ॥

-
- ১। এ স্থানের অক্ষরটি অস্পষ্ট- ‘ও’ পড়া যায়, কিন্তু ‘কে’ হইলেই অর্থ ভাল হয়।
 - ২। অর্থাৎ আত্ম।
 - ৩। এই শ্লোকটি হঠাৎ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া লেখক মহাশয় নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান মাত্র করিয়াছেন। ইহা মনুর -

স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্যু দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ ॥

শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥

এই বচনের (৮।৬৮) অশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট :১

‘হেডম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি’র সঙ্গে মনুসংহিতার সাদৃশ্য :

১. তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংসুঃ পশবো যদি।

ন তত্র প্রণয়েদগুং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্ ॥ (৮/২৩৮)

অনুবাদ :- ঐ পরীহার স্থানে বেড়া না দিয়া তৎসমীপে যদি কেহ শস্য বপন করে, আর গবাদি পশু ঐ শস্য ভক্ষণাদি দ্বারা নষ্ট করে; তজ্জন্য নৃপতি পশুরক্ষকদিগকে দণ্ড করিবেন না।

‘খ’ পুথি :- [গ্রামে] র নিকট কৃষি করিয়া যদি বেড়া না দেয় এহাতে যদি পালকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে গবাদি পশু যায়া শস্য নষ্ট করে তবে পালকের দোষ হয় নাহি জানিবা।

২. ক্ষেত্রেষন্যেষু তু পশুঃ সপাদং পণমহতি।

সর্বত্র তু সদো দেয়ঃ ক্ষেত্রিকস্যেতি ধারণা ॥ (৮/২৪১)

অনুবাদ :- পথ, গ্রামান্ত ও পরীহার ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে তবে পশুপালের বা পশুস্বামীর এক পণ পাঁচগুণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সর্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ক্ষেত্র স্বামীকে অর্থ দিতে হইবে।

‘খ’ পুথি :- এবঞ্চ গ্রামাদির দূরতরস্থ কৃষিতে কদাচিৎ যায়া যদি গবাদি পশুয়ে পালকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শস্য নষ্ট করে তবে পালকে রাজাতে /৫পণ দণ্ড দিয়া কৃষকে যদি * * শস্য পুরাইয়া লইতে চায় তবে পুরিয়া দিতে হয়।

৩. দণ্ডবিধি বিষয়ক ‘খ’ পুথিতে ‘বাক্যপারুয্য’ অধ্যায়ের সূচনায় বলা হয়েছে ‘অথ বাকপারুয্য সংক্ষেপ ভাষা’। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে ‘অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বাকপারুয্যবিনির্গয়ম্’ (৮/২৬৬)। অর্থাৎ ‘অতঃপর বাকপারুয্য সম্বন্ধে বলিব’।

৪. শতং ব্রাহ্মণমাত্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমহতি।

বৈশ্যোহপ্যর্দ্ধশতং দ্বৈ বা শূদ্রস্ত বধমহতি ॥ (৮/২৬৭)

অনুবাদঃ - ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যের দেড়শত বা দুইশত পণ দণ্ড হইবে। শূদ্রের তাড়নাদি শারীরিক দণ্ড হইবে।

‘খ’ পুথি :- ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে উত্তম বাকপারুয্য করে তবে রাজাতে ৬।০ দণ্ড দিতে হয়। এবং বৈশ্যে করিলে :।৯।০ দণ্ডঃ শূদ্র করিলেহ ৯।৯।০ দণ্ড দিতে হয় এবঞ্চ বেত্রাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ তাড়নীয় হয়।

৫. পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যভিশংসনে ।

বৈশ্যো স্যাদর্জপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ ॥ (৮/২৬৮)

অনুবাদ :- ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

‘খ’ পুঁথি :- ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিয়কে উত্তম বাকপারুষ্য করে তবে রাজ্যতে ৩৮• তিন কাহন দুইপণ দণ্ড দিতে হয়। বৈশ্যতে করিলে ১৮• দণ্ডঃ। শূদ্রেতে করিলে ৬• দণ্ড দিতে হয়।

৬. একজাতির্দ্বিজাতীংস্ত বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্ ।

জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রতবো হি সঃ ॥ (৮/২৭০)

অনুবাদ :- একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, কারণ ইহার জন্ম জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে।

‘খ’ পুঁথি :- আমি ধর্ম কথা বলিতে পারি এবঞ্চ বেদের উদাহরণ করণেতে সমর্থঃ দর্প করিয়া শূদ্রে যদি এমৎবলে কিস্বা ব্রহ্মণকে বৃহৎ পাপের মিথ্যাভিশাপ করে তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা ॥ এবঞ্চ অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্রে ভৎসনা করে এতেহ জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা ॥

৭. কাণং বাপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্ ।

তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্যাপণাবরম্ ॥ (৮/২৭৪)

অনুবাদ :- সত্য সত্য সেইরূপ হইলেও যদি কেহ কাহাকেও কাণা, খঞ্জ বা কুজ প্রভৃতি শব্দে আহ্বান করে, তবে রাজা তাহাকে এক কার্যাপণ দণ্ড করিবেন।

‘খ’ পুঁথি :- কাণ ও নপুংসক ও গুজা ইত্যাদিতে আক্রোশ করিলে ৮• ছয় পণ দণ্ড হয়।

৮. এষ দণ্ডবিধিঃ প্রোক্তো বাক্‌পারুষ্যস্য তত্ত্বতঃ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ম্ ॥ (৮/২৭৮)

অনুবাদ :- তত্ত্বতঃ বাক্‌পারুষ্যের দণ্ডবিধি এই বলা হইল ; এক্ষণে দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারি সম্বন্ধে বিধি বলিতেছি।

‘খ’ পুঁথি :- ইতি বাক্‌পারুষ্য প্রকরণং সমাপ্তং ॥ * ॥ * ॥ অথ দণ্ডপারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা।

৯. পাণিমুদ্যমা দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমহতি।

পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমহতি।। (৮/২৮০)

অনুবাদ :- শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ করিবেন ; আর পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে।

‘ক’ পুঁথি :- ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পাণিং প্রহরন্ শূদ্রঃ পাণিচ্ছেদন দণ্ড্যঃ। শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়। কোপাৎ পাদেন প্রহরন্ পাদচ্ছেদন দণ্ড্যঃ।

শূদ্রে যদি ক্রোধত পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তবে তাহার পাদ ছেদন করিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা। ক্রোধত পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা।

১০. সহাসনমভিপ্রেস্কুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।

কট্যাং কৃতাক্ষো নির্বাস্যঃ স্থিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ।। (৮/২৮১)

অনুবাদ :- শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন ; অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন।

‘ক’ পুঁথি :- সহাসনে বসন শূদ্রঃ কট্যাং কৃতচিহ্নঃ রাজ্যান্নিঃসার্য্যঃ অথবা (স্য) নিতম্বসমীপমাংস খণ্ডং কর্ত্তয়েৎ

ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈসে তবে তাহার কটিদেশ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে অথবা তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- ব্রাহ্মণের একাসনেতে এক কালী যদি শূদ্র বইসে তবে তাকে দাগ দিয়া পূরি হইতে বাহির করিব অথবা নিতম্বদেশ সমীপের মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিব।

১১. অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্ন পঃ।

অবমুত্রয়তো মেম্বেবশর্কয়তো গুদম্।। (৮/২৮২)

অনুবাদ :- দর্প করিয়া যদি শূদ্র, ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতু নিক্ষেপ

করে তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন ; প্রশ্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গ ছেদন করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে, গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন।

‘ক’ পুঁথি :- কোপাৎ প্রহারার্থং ভুকুট্যা মুখং বিস্তারয়তঃশূদ্রস্য দ্বাবাষ্ঠৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্তে যদি ভুকুটি মুখ বিস্তার করে তবে তাহার দুইয় ঠুট ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি মূত্রমুৎসৃজতঃ শূদ্রস্য লিঙ্গং ছেদয়েৎ।

শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রশ্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি পুরীষোৎসর্গে গুদং ছেদয়েৎ

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠা ক্ষেপণ করে তবে তার গুদ ছেদন করিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্ত যদি ভুকুটি দ্বারা মুখ বিস্তার করে তবে তাহার উভয় ওষ্ঠ ছেদ করিব। শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রশ্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ কৰ্ত্তন করিব।। যদি বিষ্ঠা প্রক্ষেপ করে তবে তাহার গুদ ছেদ করিব।।

১২. কেশেষু গৃহতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।

পাদয়োৰ্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ।। (৮।২৮৩)

অনুবাদ :- শূদ্র অহঙ্কার পূর্বক যদি হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়িকা, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।

‘ক’ পুঁথি :- ব্রাহ্মণস্য কেশেষু পাদয়োৰ্ব্বা গ্রীবায়াং বা অণ্ডকোষে বা কোপাৎ শূদ্রস্য গৃহতঃ হস্তৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে কিম্বা গ্রীবাতে ধরে কিম্বা পায়েতে ধরে কিম্বা অণ্ডকোষেতে ধরে (তবে উহার উভয় হস্ত ছেদন করাব।)

‘খ’ পুঁথি :- শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে ও কিম্বা গ্রীবাতে ধরে ও কিম্বা পায়েতে ধরে ও কিম্বা অণ্ডকোষেতে ধরে তবে তাহার হস্তদ্বয় ছেদ করাব।।

১৩. ত্বগ্ভেদকঃ শতং দণ্ডো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।

মাংসভেদো তু যদ্বিক্রাম্য প্রবাস্যস্থিভেদকঃ ॥ (৮/২৮৪)

অনুবাদ :- সমান জাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্মভেদ করে অথবা রক্তদর্শন করে, তবে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে ; মাংসভেদকারীর ছয় নিক্ক দণ্ড হইবে। আর অস্থিভেদে দেশ - নির্বাসনরূপ দণ্ড হইবে।

‘ক’ পুঁথি :- চর্মভেদে সর্বত্র সাদ্বিক্রাম্যতপণাঃ

সমান ব্যক্তিতে মারণেতে যদি চর্মভেদ হয় তবে রাজাতে ১৫ ৥০ পনের কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

[মাংস] ভেদে পঞ্চশত পণাঃ

সমান ব্যক্তিতে মারণেতে যদি মাংসভেদ হয় তবে রাজাতে ৩১।০ একত্বিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।

অস্থি ভেদে সহস্রপণাঃ

সমান ব্যক্তিতে অস্থিভেদ করিলে ৬২।০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- মারণেতে যদি চর্ম ভেদ হয় তবে ১৫ ৥০ দণ্ড দিতে হয় যদি মাংস ভেদ হয় তবে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয় অস্থি ভেদেতে ৬২।০ দণ্ড হয়।

১৪. ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।

প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ॥

পৃষ্ঠতন্তু শরীরস্য নোত্তমাস্তে কথঞ্চন।

অতোহন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিঞ্চিষম্ ॥ (৮/২৯৯ - ৩০০)

অনুবাদ :- স্ত্রী, পুত্র দাস, শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জ্ব দ্বারা অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে ॥ কিন্তু রজ্জ্বাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে — কদাপি উত্তমাস্তে আঘাত করিবে না। অন্যত্র প্রহার করিলে প্রহর্তা, চোরের ন্যায় অপরাধী হইবেন।

‘ক’ পুঁথি :- ভার্য্যাপুত্রদাসশিষ্যকনিষ্ঠা [দয়শ্চেৎ]

কৃতাপরাধাস্তান * * * রজ্জ্বাবন্ধনে * * * অতিসূক্ষ্ম * * * খ্যাতেন * * * তাদৃশ * * [তাড়] নং কুর্য্যাৎ।

ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস ও শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদর এই সকলে অপরাধ গণ্য

করিলে রজ্জ্বাদি বন্ধন করিয়া বাসের সূক্ষ্ম ২ কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়না করিতে পারে এহাতে রাজদণ্ড নাই।

শিরসি তাড়নং কদাপি ন কুর্যাৎ শিরসি প্রহরন্ চৌরবৎ * * প্রাপ্নোতি।

কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চৌরের প্রায় রাজদণ্ড দিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- ভাৰ্য্যা ও পুত্র ও দাস শিষ্য ও কনিষ্ঠ সোদর এই সকলে অপরাধ করিলে, রজ্জ্বাদি বন্ধন করিয়া বাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়ন করিতে পারে জানিবা এহাতে রাজ দণ্ড নাই।। কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চৌরের প্রায় রাজ দণ্ড হয়।

১৫. পরমং যত্নমতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।

স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে।। (৮/৩০২)

অনুবাদ :- রাজা চোরের নিগ্রহ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন, চোরের নিগ্রহ রাজার যশ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়।।

‘ক’ পুঁথি :- চৌরাণাং নিগ্রহে পরমং যত্নং কুর্যাৎ।। [চৌর] নিগ্রহাদ্ যশো বর্দ্ধতে।

চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করিবেন। চোরের নিগ্রহতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব।

‘খ’ পুঁথি :- চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করাবেন্ চোরের নিগ্রহেতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব।।

১৬. ধান্যং দশভ্যঃ কুণ্ডেভ্যো হরতোহত্যধিকং বধঃ।

শেষেহপ্যেকাদশগুণং দাপ্যন্তস্য চ তদ্ধনম্।।

তথা ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকে বঃ।

সুবর্ণরজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্।।

পঞ্চা শতস্তৃভ্যদিকে হস্তচ্ছেদনমিষ্যতে।

শেষে ত্বেকাদশগুণং মূল্যাদগুণং প্রকল্পয়েৎ।। (৮/৩২০ - ৩২২)

অনুবাদ :- দুইশত পলে এক দ্রোণ -- বিংশতি-দ্রোণে এক কুস্ত -- এইরূপ যে দশ-কুস্তেরও অধিক ধান্য চুরি করিবে, তাহার শারীরিক দণ্ড হইবে ; ইহার কম ধান্য চুরি করিলে একাদশ-গুণ দণ্ড হইবে এবং ধান্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। তুলা পরিমাণের যোগ্য সুবর্ণরজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম-বস্ত্রের একশত-পলের অধিক হরণ করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে। পঞ্চাশের অধিক শত পর্য্যন্ত ঐ

সকল দ্রব্য অপহরণে হস্তক্ষেদন দণ্ড হইবে ; এক হইতে পঞ্চাশৎ পল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যের মূল্যের একাদশগুণ দণ্ড হইবে।

‘ক’ পুঁথি :- বিংশতি দ্রোণন্যূনধান্যাপহরণে তৎসমং ধান্যং স্বামিনিদদ্যাৎ তদেকাদশগুণঞ্চ রাজনি দণ্ডত্বেন দদ্যচ্চ।

বিংশতি দ্রোণের [পরিমাণ] ধান্যের ন্যূন ধান্য [চোরি করিলে] ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ [ধান্য]দিয়া রাজাতে ঐ ধান্যের [একা]দশ গুণ ধান্যের মূল্য দণ্ড [দিতে] হয়।

ইতোধিকাপহরণে মারণীয় :

বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক ধান্য চোরি করিলে মারণীয় হয়।

সুবর্ণরজতাপহরণে শতপলাধিকে বধঃ

সুবর্ণ ও রজত যদি শত পণের অধিক চোরি করে তবে সে মারণীয় হয়।

ন্যূনে কর্ণক্ষেদঃ

উপরের লিখিত সুবর্ণ ও রজতের ন্যূন চোরি করিলে কর্ণ ক্ষেদন যোগ্য হয়।

স্বল্প সুবর্ণরজতাপহরণে তাড়নং

অল্প সুবর্ণ ও অল্প রজত চোরি করিলে তাড়না করিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের ন্যূন ধান্য চোরি করিলে ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ ধান্য দিয়া রাজাতে তাহার একাদশগুণ ধান্য দণ্ড দিতে হয়। ... এতাদৃশ বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক চোরি করিলে মারণীয় হয় স্বর্ণ ও রজত যদি শত পলের অধিক চোরি করে তবে বধ্য হয়।। এহার ন্যূন চোরি করিলে কর্ণক্ষেদন যোগ্য হয়।

১৭. পরস্মিয়ং যোহভিবদেৎ তীর্থেহরণ্যে বনেহপি বা।

নদীনাং বাপি সন্তেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ।।

উপচারক্রিয়া কোলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসসাম্।

সহখটাসনৈষ্ণেব সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।। (৮/৩৫৬, ৩৫৭)

অনুবাদ :- তীর্থে, অরণ্যে, নির্জ্জনবনে বা নদীসঙ্গমস্থলে যে পরস্মীর সহিত কথোপকথন করে, তাহার সে দোষ স্ত্রীসংগ্রহরূপে গণ্য হইবে। সুগন্ধি - মালাদি - প্রেরণ, পরিহাস ও আলিঙ্গন, অলঙ্কারস্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্র ভোজন -- পরস্মীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে, স্ত্রী সংগ্রহণরূপে

হইবে।

‘ক’ পুঁথি :- পরস্ত্রিয়া সহ নিজ্জনে রাত্রাদৌ প্রতিসন্ধানপূর্ব্বকমবস্থিতিঃ চিত্তাকর্ষণরূপসন্তাষণঞ্চ এক * * * ক্রীড়াচু [স্বনালিঙ্গনা] দিচ। [পরস্ত্রি] যা সহ (ঈদৃশ) মৈথুনানুকূলসন্তাষণে প্রথমসাহসদণ্ডঃ।

অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতিসন্ধান করিয়া [নিজ্জনে] স্থানেতে গিয়া কিম্বা [রাত্রাদি] কালেতে অবস্থিত হইয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ব্যক্তি ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুন করে যে এই ব্যক্তিরাজাতে ১৫ ৥৮ পনের কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

‘খ’ পুঁথি :- অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতিসন্ধান করিয়া নিজ্জনে স্থানেতে কিম্বা রাত্রাদি কালেতে অবস্থিত হইয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন ও আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুনের কথা কহে যে এই সব ব্যক্তিরাজাতে ১৫ ৥৮ দণ্ড দিতে হয়।

১৮. ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।

তাং স্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।।

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।

অভ্যাদধ্য কাষ্ঠানি তত্র দহোত পাপকৃৎ।। (৮/৩৭১, ৩৭২)

অনুবাদ :- “আমি ধনিলোকের কন্যা” -- এই দর্পে অথবা আপনার সৌন্দর্য্যদর্পে, যে স্ত্রীলোক নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহুলোক সমাজে লইয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবে ; আর সেই পাপকারী জারপুরুষকে তপ্তলৌহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে, -- যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, তাবৎ অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে।

‘ক’ পুঁথি :- ধনভ্রাতাদি সৌ [ন্দর্য্য] * * দর্পেণ যা পতিং * * ব্যভিচরতি তাং * * লোকমধ্যে কুকুরেণ খাদয়েৎ।

ধনও ভ্রাতাদির ও সৌন্দর্য্য এই সবে গর্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত [ব্যভিচার] করে যেই [স্ত্রী]য়ে এতাদৃশ স্ত্রীকে রাজায়ে [লোকমধ্যে] তে আনাইয়া কুকুর দ্বারা খাবাইবেক।

অননুরক্তায়াং দর্পেণাভিগন্তারং তপ্তে লৌহময়শায়য়িত্বা দাহয়েৎ।

অননুরক্তা অর্থাৎ মানে না যে স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগমন করে তবে তাহাকে অগ্নিমধ্যেতে লৌহময় পাত্রেতে শয়ন করাইয়া দাহ করাইবেক।

মারণনিযুক্তাঃ পুরুষাস্ত্রকাষ্ঠং ক্ষিপেয়ুঃ।

মারণেতে নিযুক্ত যেই ২ পুরুষ সেই সকলে তাহার উপরে কাষ্ঠ ক্ষেপণ করিবেক।

‘খ’ পুঁথি :- ধন ও ভ্রাতাদি ও সৌন্দর্য্য এই সকলের গর্বেতে দর্প করিয়া স্বামিকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচার করে যেই স্ত্রীয়ে তাদৃশ স্ত্রীকে রাজায়ে লোক মধ্যেতে কুক্কু দিয়া খাবাইবেক। অননুরক্তা যেই স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগম করে তবে তাকে অগ্নিমধ্যে লৌহময় পাত্রেতে শায়িয়া দাহ করাবেক। মারণেতে নিযুক্ত যেই যেই পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ ক্ষেপণ করিবেক।।

১৯. শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।

অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে।। (৮। ৩৭৪)

অনুবাদ :- যত্নরক্ষাযুক্তাই হউক, বা অরক্ষিতাই থাকুক, শূদ্র দ্বিজাতির স্ত্রীগমন করিলে, অরক্ষিতা গমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভত্ৰাদি কর্তৃক রক্ষিতা স্ত্রী গমনে বধ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড হইবে।

‘খ’ পুঁথি :- শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়ানী ও বৈশ্যানী গমন করে তবে বধ্য হয়। গুপ্তা গমনেতে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা। শূদ্রে যদি অগুপ্তা ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ানী ও বৈশ্যানী গমন করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করি সর্বস্বাহরণ করিবেক।

২০. উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।

বিপ্লুতো শূদ্রবদগুপ্তৌ দন্ধবৌ বা কট্যগ্নিনা।। (৮। ৩৭৭)

অনুবাদ :- বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি গুণবতী রক্ষণযুক্তা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে ; অথবা দর্ভ বা শর দ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দন্ধ করাইবে।

‘খ’ পুঁথি :- যদি গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন করে তবে ক্ষত্রিয়কে শর পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিব।। শরপত্র ভুটাস্বর পাতা জানিবা।। যদি বৈশ্য গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন করে তবে তাকে লৌহময় দর্ভ বেষ্টিত করিয়া দাহ করাবেক লৌহময় দর্ভ লৌহের কুশ প্রতিকৃতিঃ।

২১. সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদব্রজন।

শতানি পঞ্চ দণ্ডাঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ ॥ (৮/৩৭৮)

অনুবাদ :- ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মায়ুক্তা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্বক গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে, আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে উহার পাঁচশত পণ দণ্ড হইবে।

‘খ’ পুঁথি :- গুপ্তা ব্রাহ্মণীতে যদি বলাৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণে গমন করে তবে রাজাতে ৬২ ॥০ দণ্ড দিতে হয় ॥ যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণীর ইচ্ছাত গমন করে তবে ৩১ ৥০ দণ্ড দিতে হয়।

২২. মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।

ইতরেষান্ত বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ ॥ (৮/৩৭৯)

অনুবাদ :- প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন দণ্ড হইবে — ইহাই বিধান, অপরাপর বর্ণের প্রাণান্তদণ্ড হইতে পারে।

‘খ’ পুঁথি :- যেই যেই অপরাধেতে প্রাণান্তিক দণ্ড লেখা জায় তাতেই ব্রাহ্মণের শিরোমুণ্ডন জানিবা ব্রাহ্মণের প্রাণান্তিক দণ্ড নাই ॥

ঋণাদানবিধি ও মনুসংহিতার সাদৃশ্য :

১. বালদায়াদিকং রিক্তং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।

যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ ॥ (৮/২৭)

অনুবাদ :- পিতৃমাতৃবিহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে তাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকূল হইতে গৃহস্থশ্রমে সমাবৃত না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত না সে অতীত শৈশব হয়। ষোড়শবর্ষ বয়স্ক হইলে বালক অতীত-শৈশব হয় - ইহা নারদ বচন।

ঋণাদানবিধি :- পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক পিতৃহীন বালকের পাস হেতে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাহি এবং ঐ বালকেতে ঋণাদি দিতে পারে নাহি এবং ঐ বালক ব্যবহারেতে অযোগ্য প্রযুক্ত পিতৃঋণ দিতে ও লৈতে এবং আপনার কার্যাদির অনুপযুক্ত কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষের পর সর্ব কার্যের উপযুক্ত

২. ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ চ্ছলেনাচরিতেন চ।

প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ ॥ (৮/৪৯)

অনুবাদ :- ধর্ম্ম অর্থাৎ বান্ধবাদি দ্বারা উপদেশ দিয়া ; ব্যবহার অর্থাৎ সাক্ষি

লেখা দিয়া বা শপথাদি দ্বারাও প্রমাণ করিয়া দিয়া ; ছল অর্থাৎ কৌশল দ্বারা, আচরিত অর্থাৎ ঋণিকের গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি ধরিয়া অথবা তাহার যাতায়াতের পথ অবরোধ করিয়া — এই সকল উপায় দ্বারা উত্তমর্ণ আপনার টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন এবং পঞ্চমতঃ বলপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রহারাদিও করিতে পারেন।

ঋণাদানবিধি :- সত্য বাক্যাদি দিয়া দ্বারা ও ছল দ্বারা ও ধারণ দ্বারা ও তাড়ন দ্বারা এই সকল দ্বারা ঋণিক যে ঋণ দিয়াছে সে ঋণ শাসন করিবেক ধারণাদি করিলেহ যদি ঋণ না পায় তবে শৌণ্ডিকাদি ঋণিক হৈলে গৃহেতে আনিয়া কৰ্ম্ম করাবেক।

৩. অর্থোহপব্যয়মানস্ত করণেন বিভাবিতম্।

দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ ॥ (৮/৫১)

অনুবাদ :- “আমি তোমার ধারি নাই,” বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহুব করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহুবের দণ্ড করিবেন।

ঋণাদানবিধি :- ধনিকে ধরিতে যদি ঋণিকে বলে জে আমি তোমার কোন ধন না নিয়াছি তবে যদি পাছে সাক্ষি দ্বারা ঐ ধনের প্রমাণ হয় তবে ঋণের দ্বিগুণ দণ্ড রাজ্যে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেক।

৪. নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।

চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কারিকা চ যা ॥ (৮/১৫৩)

অনুবাদ :- একমাস, দুইমাস বা তিনমাস অন্তর একবার সুদ লইব, এই নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর অতীত করিয়া তাহার সুদ একেবারে গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নয়। কিংবা অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণ করাও উচিত নয়। চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূলের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, কারিতা অর্থাৎ অধমর্ণ আপৎকালে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং কারিকা বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি দ্বারা যে বৃদ্ধি -- এই চারিপ্রকার বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিবে।

ঋণাদানবিধি :- অথাধর্ম্যাবৃদ্ধিঃ - কোন মতে অন্য মতেহ বৃদ্ধি আছে সেই অনেকবিধা হয় কায়িকা কালিকা চক্রবৃদ্ধিঃ কারিতাবৃদ্ধিঃ শিখাবৃদ্ধিঃ ভোগলাভ যথাক্রমে বিস্তার করিব।

৫. প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাস্থিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।

দণ্ডশুল্কান্যশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি ॥ (৮/১৫৯)

অনুবাদ :- দর্শন প্রতিভু হেতু ধন দিতে হইলে, ভণ্ড প্রভৃতিকে পরিহাস নিমিত্ত বৃথা দান, দ্যুতক্রীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডনিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষ -- পিতৃকৃত এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না।

ঋণাদানবিধি :- সুরাপান নিমিত্ত জে ঋণ করি থাকেন ও দ্যুতাদি ক্রীড়ার পণরূপ ঋণ অর্থাৎ খেলাতে জে পণ করিয়া থাকেন ও ধর্মার্থ বিনা দানরূপ অর্থাৎ - ধর্মকার্য্য ব্যতিরেকে যাহা দান করি থাকেন ও কাম ক্রোধ হৈতে যাহা স্বীকার করি থাকেন ও হাজিরজামিন বিষয়ক জে দেন ও প্রত্যয় জামিন বিষয়ক জে দেন ও রাজদণ্ড বিষয়ক জে দেন ও ক্রিয়ামাত্রের পণ বিষয়ক অর্থাৎ তুমি যদি এই ক্রিয়া করিতে পার তবে আমি এত টাকা দিব ও লোকব্যবহারাতিরিক্ত কর্ম্ম নিমিত্তক জে দেন অর্থাৎ লোকের বাহির্ভূত কর্ম্ম করি জে ঋণ করি থাকেন এই সব পিতৃকৃত ঋণ পুত্রে দিবেক নাহি।

৬. কুটুম্বার্থেহপ্যধীনোহপি ব্যবহারং যমাচরেৎ।

স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ামবিচালয়েৎ ॥ (৮/১৬৭)

অনুবাদ :- কুটুম্ব ভরণপোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তবে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাঁহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে।

ঋণাদানবিধি :- পিতৃব্য জে ঋণ করিয়াছেন ও ভ্রাতৃপুত্র জে ঋণ করিয়াছেন ও স্ত্রী জে ঋণ করিয়াছেন ভৃত্য জে ঋণ করিয়াছিল ও শিষ্যে জে ঋণ করিয়াছিল ও অনুগত ব্যক্তির জে ঋণ করিয়াছিল সে ঋণ যদি আপনার পরিবার রক্ষার্থ হয় আর যদি ঐ সব আপনা র একত্রে থাকেন তবে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক।

৭. দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্।

মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥ (৮/১৪২)

অনুবাদ :- উত্তমর্ণ এইরূপে স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়া বর্ণানুপূর্ব্বী ক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুইপণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের নিকট চারিপণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচপণ সুদ প্রতিমাসে লইতে পারেন।

ঋণাদানবিধি :- বন্ধকল জে ঋণেতে দিয়াছে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ মাস প্রতি ব্রাহ্মণেতে কার্য্যপণ প্রতি ৪ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৬ গণ্ডা বৈশ্যেতে ৮ গণ্ডা শূদ্রেতে ১০ গণ্ডা ॥ জামিন জে ঋণেতে দিয়াছে ব্রাহ্মণেতে ৪ ॥ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে

৬।। গণ্ডা বৈশ্যেতে ৯ গণ্ডা শূদ্রেতে ১১। গণ্ডা।।

৮. কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।

মহাপক্ষে ধনিন্যার্যো নিক্ষেপং নিক্ষেপেদ্বধঃ।। (৮/১৭৯)

অনুবাদ :- সৎকুলজাত, সদাচার, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহু পরিবার, ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান লোক ধন গচ্ছিত রাখিবেন।

ঋণাদানবিধি :- কুলীন, নানা বৃত্তিযুক্ত ও ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদি ও বন্ধুযুক্ত ও সাধু ব্যক্তিতে আমানত রাখিবেক।।

পরিশিষ্ট : ২

একটি রাজকীয় সনদ

[ইতিহাসবিদ দেবব্রত দত্তের সম্পাদনায় গুরুচরণ কলেজ থেকে প্রকাশিত History Seminar Magazine এর ১৯৬৫ - ১৯৬৬ শিক্ষাবর্ষ সংখ্যায় Two Interesting Letters শিরোনামে দুটি পত্র মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ ৮-১১)। দ্বিতীয় পত্রটির (১১ মার্চ, ১৮৫০) লেখক কাছাড়ের তৎকালীন সুপারইনটেনডেন্ট; বিষয় - রাজকীয় সনদ। পত্রিকাটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তাই প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পত্রটিকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হল।)

No. 36 of 1850

To

R.N. Mython Esqr.

Offg. Commissioner of Dacca Division,

Dacca

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Roobacarry dated 19th ultimo containing your orders on the case of Dunnecs Meah versus Atteo Meah and directing that I should inform you by an English letter how the little Baraluskar and other titles in Cachar originated ; what the custom has been regarding them, and by whose orders, if those holding them perform any work and if there are any perquisites attached to the titles or not.

In reply I have the honour to inform that whilst this district was governed by its own Rajahs, they conferred the titles of Choudhury, Mojoomdar, Burra Luskur, Kelma Luskur, Burrabooyah, and Chotabooyah on individuals and their paying certain fixed sums for these titles according to the rank for Rs. 100 down to Rs. 10/-.

To each of these titles there were attached certain privileges and also perquisites. For example, the two First only were allowed to be carried in Palkys or to make use of fire arms. None except those with these titles were allowed to wear gold ornaments or to have any native music or bajna. Then at all marriages they were entitled to certain fees and in certain cases to portions of fines etc. Their names were all entered into sunnods, with the Rajah's seal and with the order that the title should descend from father to son for ever.

After we obtained possession of this country both the privileges and perquisites appertaining to these titles continued in full force for about two years, since when they have been entirely done away with and prohibited. Several people claimed their rights in court but to none were they allowed beyond that of retaining the name and that was allowed to all who could prove their right to the title, but as many had assumed them who had no right, one or two proclamations were issued prohibiting any person from doing so, or if they did they would be punished. On two or three different occasions all the sunnads were called in order that the names of those entitled to their titles might be ascertained, and all those whose names or whose forefathers names were down in them were permitted to retain their titles but without any powers; and as these titles were conferred on the more respectable classes they feel proud of them, and of course do not like giving them up.

I have etc.

Sd/- G. Verner

Supdt. of Cachar.

11th march, 1850.

[Given below a copy of a Sanad referred to in the letter. Readers may note the Bengali language which was current in Cachar about 150 years ago. Some illegible words have been omitted]

জমিমতলেকে শনদ হুখুম জারি হৈডিম্বরাদিশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দচন্দ্র
নারায়ণ নৃপবাহাদুরশ্য

° ৭ শুধাকর কুলোদ্রব পাণ্ডু বংশ প্রভুশিত ছত্রিত কিত্তিমণ্ডল
ভূপালবৃন্দবন্দ্য হৈডিম্বরাদিশ্বর, শ্রীঃযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ মহারাজাধিরাজ
নৃপেন্দ্রবাহাদুরস্যাজ্ঞা সনদপত্রমিদং

° ৭ সন ১৭৩৮ শালর আরিখে ৬ জৈষ্ঠ মাসে পরগণে বরাকপারের
জমিধারআন ও তালুকধারআন ও রার্যের প্রতি হুকুম সাদির হৈলেক মৌজে
কনকপুরর পূর্বের প্রমাণপত্রের চৌহদ মৌজা মজকুরের শ্রীরজুমিআ
ও শ্রীনকিমিআকে তাহার নিজ তালুকর মিরাস ও খরিদা মিরাস ও রাইতআন
সহিতে ১ এক নম্বর করিবতখেল্মাতে মৌজা মজকুরের চৌধুরিকি বিসয় দিলাম
উহার বিবাহের কালেতে মণিধার ও সুনার খাড়া ও খেস কমলি ও পালকি ও
চৌদল ও নিশান ও খালি ও টাশাবন্দুক আওয়াজ এই সব রকম
চৌধুরি মজকুর চালাইতে হুকুম সাদির হৈলেক এবং নিজ বিবাহ ও
অন্যের বিবাহ গতায়আতে পালকি চালাইবেক চৌধুরী মজকুরের টঙ্গিতে জমায়
দিবেক তৎপর মৌজা মজকুরের জাবধি জমিধারআন ও তালুকধারআন সমস্তের
অগ্রে খুরইপাক ও চৌখাই পাইবেক সমস্তের অগ্রেতে চলিবেক চলাইবেক উপরের
লিখিতমত উহার বংসাবংসানুক্রমে চৌধুরিকি বিসয় ভোগ করিবেক রার্যে য়ুনদ
..... আনিবেক মিতি সন ১৭৩৮ সাল মাহে ৭ জৈষ্ঠ

পরিশিষ্ট : ৩

দুটি রাজপত্র : বিষয় দেশমুখ্যের ক্ষমতা।

(১)

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের (১৭৮০-১৮১৩) আমলে ১৮০৯ খ্রিঃ জারি করা এই আদেশপত্রটি কোন ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। মূল পত্রটি আইনজীবী রামেন্দ্র দেশমুখ্যের (আর্যপট্ট, শিলচর - ১) নিকট সংরক্ষিত ছিল। সোনারামের শাসন ক্ষমতার অন্তর্গত এলাকার উল্লেখসহ এইপত্রে তাঁকে দু'ধরনের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ; (১) হিন্দুরা পতিত হলে দেশমুখ্যের সম্মতিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত করলে শুদ্ধ হবেন ; (২) ব্রাহ্মণ, কাছাড়ীও মণিপুরিরা দেশমুখ্যের অনুমতিক্রমে উপবীত ধারণ করতে পারবেন ; সম্মতি ব্যতিরেকে এ কাজ করলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে একঘরে করার ক্ষমতা সোনারামকে দেওয়া হয়েছিল।



শ্রী শ্রী যুক্ত নৃপ আজ্ঞা পত্রিকেষং প্রসিতা
 শ্রী সুনারাম শর্মা দেশমুক্ষ্য প্রতি হুকুম মালুম করি
 বায়ে পূর্বের তুমার মৌরসি বিসয় উধারবন্দ
 ও বাসকান্দি কামরাজ্জারবন্দ ও জয়পুর সমন্দের
 জীরি নদির পশ্চিমপার খাঁসপুর তাহার লাগা
 অন্য ২ স্থান সকলের দেশমুক্ষ্য তোমাকে নিযুক্ত
 করা গিয়াছে অদ্য তোমার পার্থনায়ে এই হুকুম
 মতে তোমার কণ্ডব্য কাজে অধিকার দিতেছি এই
 সকল স্থানের হিন্দু জাতির ব্যক্তিগন মধ্যে পাতিত
 কাজ্য করি শাস্ত্র মতে তুমার পত্রানুশারে
 প্রায়চ্ছিত্ত দিয়া সুদ্ধ করিতে পারিবাএ এবং এ

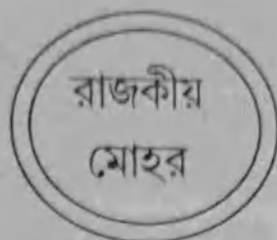
সকল স্থানের ব্রাহ্মান ও কাচারি ও মণিপুরিয়া
 জাতি মধ্যে জজ্ঞ পবিত বিনা কালাতি
 ও জজ্ঞ পবিত হিন পিতার পুত্র নব্য জজ্ঞ
 পবিত ধারণ করিতে হইলে তুমার পত্র দ্বারা এ
 প্রাওচ্চিত দিয়া জজ্ঞাজজ্ঞ বিবেচনাএ জজ্ঞ
 পবিত ধারন করানের অধিকার দিলাম তুমার
 সম্মতি পত্র বিনা জজ্ঞ পবিত ধারণ করিলে
অত্রাত্য দিবেক এবং পোরহিত ও নাপিত
 ধুপি ও সমাজে তোমি কি তোমার পুত্র পৌত্রা
 দির মানা করার অধিকার জারি করি
 এ হাতে ২ জানিবাএ ইতি শকাব্দা ১৭৩১
 সাল ২৫ কাত্তিক

(২)

[নিম্নোক্ত আদেশ পত্রটির অংশবিশেষ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ লিখিত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের (অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটি, ১৯৭১) ১৭৬ - ১৭৭ পৃষ্ঠায় 'দেশমুখ্যের নিয়োগ পত্র' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে। পত্রটির সম্পূর্ণ পাঠ কোন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি। দেশমুখ্যদের সমাজ শাসনের পরিসীমার স্পষ্ট ছবিটি এই পত্রে বিধৃত হয়েছে। মূল পত্রটি আইনজীবী রামেন্দ্র দেশমুখ্যর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ পত্রটিকে নিয়োগপত্র বললেও আমাদের অনুমান এটি - অনুমোদন পত্র। ১৮২৪ খ্রিঃ জারি করা এই পত্রের মাধ্যমে মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ (১৮১৩ - ১৮৩০) সোনারাম শর্মাকে তাঁর 'সাবেক মৌরসি পরগণা' উপাধারবন্দের দেশমুখ্য হিসেবে বহাল রেখেছেন এবং সঙ্গত কারণেই আদেশপত্রে দেশমুখ্যের কাজকর্মের ধারাগুলো উল্লেখ করেছেন।

'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে পত্রটির মুদ্রিত অংশের পাঠও যথাযথ নয়। অনেক জায়গাতেই মূল বানানরীতির পরিবর্তন করা হয়েছে, যতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে এবং পংক্তির দৈর্ঘ্যের ক্রম লঙ্ঘন করা হয়েছে]



বৈছমে শ্রী সোনারাম সন্ন্যাসী সাকিন পরগনা উধারবন্দ
মোতালকে হেড্‌স্ব প্রতি বেদানন্দ আগে তোমাকে
তোমার সাবেক মৌরসি পরগনা উধারবন্দ বমজীবে
তপছিল মৌজা জাতের দেসমুক্ষ কর্মে মকরর করা গেল
তোমি সদরের সাক্ষমতে আমানত ও দেয়ানত সাবুদ
রাখীয়া রাস্তী ও দোরস্তী মতে আপন এলাকায় বেবস্তা ও
পত্রাদি কর্ম্মেতে মকরর থাকিবেক ইহাতে সাক্ষ ও
হুকুমের বহির্ভূতে কোন কর্ম্ম করহ এমত হুকুর জাহের
হবে তবে হুকুর ইহাতে জেমত হুকুম জাহেব
ইহাবেক আমলে আনিবা তারিখ --- জৈষ্ট সন ১২৩১
সালে বাঙ্গালা মোতাবেক সন ১৭৪৬ শকাব্দা
তপছিল মৌজা জাত--- ও যদি কেহ কোন কুকর্ম্ম
উধারবন্দ -- ১ করিয়া হুকুর জাহের
বাসকান্দি -- ১ না করে তবে তোমি
২ জাহের করিবা -

শ্রী ১...



* দেবকার্যের দেশমুক্ষের সম্মানিত

জবানি : -----

দফে জায় মকদ্দমা -----

তপছিল সদর বিচার -----

চণ্ডালি যবনি গমন -----১

চণ্ডাল যবনান্ন ভক্ষন-----১

ব্রাহ্মণাদির অন্তর্জ স্থি গমন -----১

সর্ব জাতির গর্ভ নষ্ট হইলে -----১

মহাপাতকি ----- ১

অতিপাতকি ----- ১

পা তে গোবধ -----১

.....

জঙ্গ পবিত ছেদন -----১

অবিবাহিত জৈষ্ট থাকায়

কনেষ্ট ভ্রাতা বিবাহ-----১

৯

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের জঙ্গপবিত

ছেদন করিলে -----১

জজ্ঞমানে পূরহিতকে ও সিম্য

গুরুকে শুদ্রে ব্রাহ্মণকে মোন্দ

বলিলে -----১

২

* বস্ম.....বি.....

পূর্বের তেমতে ও হুজুরের জানিব =

বিনা হিন্দুর

(এর পর চার পঙক্তি দুস্পাঠ্য)

দেষে সমাজ বিচার পূর্ব নিশ্চএ ও

বিনা ই-১৪

সজাতি গমনে গর্ভ বহে যে-----১

সজাতি গমন ভর্তা ঐ স্থিয়ে

সংগ্রহ করিলে -----১

- বালক ও বিদ্ধ ও রোগির অঙ্গ ব্র——১
 অপালন গোবধ আদি —————১
 অজ্ঞাত সমসর্গ পশ্চাদজ্ঞাত ———১
 শ্রাদ্দ পুনর্বিবাহ ও চতুর্থ বিবাহ
 পতিত হওা —————১
 পুত্রে মাতা পিতা ও জেঠা ও খুড়া
 ও জেষ্ঠ ভ্রাতা ও সম্বর আদিকে মন্দ
 বাক্য বলিলে—————১
 বিরোদ্ধকালে মিথ্যাবাদ বলিয়া
 পশ্চাদ কাহেন হইলে —————১
 ভোজন কালিন সুদ্র পরষ করিলে —১
 ক্রোধেতে মোহেতে ভার্যাকে
 মাতা ভগ্নি বলিলে এবং স্ত্রিয়ে স্বামীকে
 পিতা ও ভ্রাতা বলিলে —————১
 হিন্দু হইয়া বৃষকে দামা বলদ করে ———১
 মহারোগীকে গ্রহন করিয়া দাহ
 করে —————১
 ক্রোধে কিম্বা অজ্ঞতে অন্তজের
 জল পান করে —————১
 সুদ্রাধি কপিলা বিক্রী করিলে ———১
 সুদ্রাধি কপিলার পারেন
 ধান্মাধিক্ষর খরচ বিনা হেড়ম্বে পাবেন ———১

পরিশিষ্ট : ৪

হিরণ্যগর্ভ : মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ কৃত মহাদান

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ (১৭৮০ - ১৮১৩) ১৭৯০ খ্রিঃ ‘হিরণ্যগর্ভ’ নামে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। কাছাড় জেলা গেজেটিয়ারে (১৯০৫) উক্ত অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে B.C. Allen লিখেছেন, “The next historical event of importance was the formal conversion of the Raja Krishna Chandra to Hinduism in 1790 A.D. He and his brother Gobind Chandra were placed inside the body of a large copper cow, and thence produced by the Brahmans who declared them to be Hindus and Kshattriyas, ...”। Edward Gait এর A History of Assam গ্রন্থেও অনুষ্ঠানটির অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ‘কাছাড়ের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে ‘হিরণ্যগর্ভ’ সম্পর্কে লিখেছেন, --

“... রাজা দ্বাদশ আদিত্যের পরামর্শে এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদনে মাতৃদোষের উপশমার্থ হিরণ্যগর্ভ নামক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন।

“ব্যবস্থানুসারে সোনারপাতে মণ্ডিত পিতলের বৃহৎ একটি গাভী প্রস্তুত হইল। রাজা ও তদীয় অমাত্যগণ এই গাভীর মধ্যে প্রবেশ ও বহিরাগমন করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। কথিত আছে কাছাড়ী জাতীয় বহু লোক এইরূপে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বর্ণাশ্রম উপাধি ধারণ করে।” ২

‘হিরণ্যগর্ভ’ সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যা ইতিহাসবিদ্রা কোন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এর কোনও উল্লেখ তাঁরা করেননি। পরবর্তী গবেষকেরাও এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ‘হিরণ্যগর্ভ’ অনুষ্ঠানটি আদৌ এরকম নয়। ‘হিরণ্যগর্ভ’ একটি পৌরাণিক প্রক্রিয়া এবং এর বিস্তৃত বিবরণ আছে মৎস্যপুরাণে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজবংশও ‘হিরণ্যগর্ভ’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ইতিহাসবিদ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার এ বিষয়ক একটি নিবন্ধে দক্ষিণাপথের কয়েকজন রাজার তাম্রশাসনে ‘হিরণ্যগর্ভ’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। ৩

গোরান্টলা তাম্রশাসনে রাজা অত্তিবর্মাকে বলা হয়েছে ‘অপ্রমেয় হিরণ্যগর্ভ প্রসব’; চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের মহাকুট স্তম্ভলেখো ‘হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত’ কথাটি

পাওয়া যায় ; ১ নং ঈপুর তাম্রশাসনে বিষ্ণুকুণ্ডিবংশীয় রাজা মাধব বর্মার পরিচিতি ‘হিরণ্যগর্ভ প্রসূত’। এই ঐতিহ্যে সূত্রেই কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণও ‘হিরণ্যগর্ভ’ থেকে জাত।

‘হিরণ্যগর্ভ’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদে। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ১২১ নং সূক্তে আছে :

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূবস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কটস্ম দেবায় হবিষা বিধেম্।।

(সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন।)

‘পৌরাণিক অভিধান’ এ ‘হিরণ্যগর্ভ’ এর আলোচনায় বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্মপুরাণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলা হয়েছে ; “সৃষ্টির আদিম পুরুষ। ব্রহ্মা স্বর্ণ ডিম্ব বা স্বর্ণ-গর্ভরূপে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্ট হয়ে ইনি স্বর্ণ ও পৃথিবীকে রক্ষা করেন। সুবর্ণময় অণু হতে ব্রহ্মার জন্ম বলে ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিপুরুষ প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন। তারপর সেই জলে তিনি বীৰ্য নিক্ষেপ করলেন। সেই বীৰ্য এক হিরণ্যবর্ণ অণুকারে পরিণত হোল। সেই অণুমধ্য হইতে পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। এই কারণে তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে খ্যাত হন।” ৪

মনুসংহিতায়ও বলা হয়েছে, সুবর্ণ ডিম্ব থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি।

“সোহভিধ্যায় শরীরাৎস্বাৎসিসৃক্ষুব্রিবিধাঃ প্রজা।

অপ এব সসজ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।।

তদণুমভবদ্বৈমৎ সহস্রাৎশুসমপ্রভম্।

তস্মিন যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ।। ১। ৮-৯

(তিনি স্বকীয় শরীর থেকে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করে চিন্তা মাত্রে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করলেন এবং সেই জলে আপন শক্তি বীজ অর্পণ করলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণ - বর্ণোপম সূর্যের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট একটি অণুে পরিণত হল। এ অণুে তিনি স্বয়ং সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করলেন।)

পাশাপাশি ‘হিরণ্যগর্ভ’ শব্দের অন্য অর্থও রয়েছে। ‘শব্দকল্পদ্রুম’ অনুযায়ী ‘হিরণ্যগর্ভ’ শব্দের একটি অর্থ হল — ‘ষোড়শমহাদানান্তগর্তদ্বিতীয়মহাদানম্’ অর্থাৎ ষোড়শবিধ মহাদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাদান। মৎস্য পুরাণ অনুযায়ী এই ষোড়শবিধ মহাদান হল ;

আদ্যন্ত সর্বদানানাং তুলাপুরুষ সংজ্ঞকম্।

হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্।

কল্পপাদপদানঞ্চ গোসহস্রঞ্চ পঞ্চমম্।।

হিরণ্যকামধেনুশ্চ হিরণ্যাস্থস্তথৈব চ।

হিরণ্যাস্থরথস্তদ্বন্ধেমহস্তি রথস্তথা।।

পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বন্ধরাদানং তথৈব চ।

দ্বাদশং বিশ্বচক্রস্ত ততঃ কল্পলতাত্মকম্।।

সপ্তমাগরদানঞ্চ রত্নধেনুস্তথৈব চ।

মহাভূতঘটস্তদ্বৎ ষোড়শং পরিকীৰ্ত্তিতম্”।। ২৭৪/৬-১০

১. তুলাপুরুষ ২. হিরণ্যগর্ভ ৩. ব্রহ্মাণ্ড ৪. কল্পপাদপ ৫. গোসহস্র ৬. হিরণ্য কামধেনু ৭. হিরণ্যাস্থ ৮. হিরণ্যাস্থ রথ ৯. হেমহস্তী রথ ১০. পঞ্চলাঙ্গ লক ১১. হেমধরা ১২. বিশ্বচক্র ১৩. মহাকল্পলতা ১৪. সপ্তমাগর ১৫. রত্নধেনু ১৬. মহাভূতঘট।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ এই ষোড়শবিধ মহাদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাদানটির অনুষ্ঠান করেছিলেন। মৎস্যপুরাণের ২৭৫ অধ্যায়ে ‘হিরণ্যগর্ভ’ মহাদানের যে বর্ণনা রয়েছে তা রাজকীয় মহিমামণ্ডিত। অনুষ্ঠানটির বিবরণ এই ; যিনি হিরণ্যগর্ভ মহাদান করবেন তিনি একটি পবিত্র দিন স্থির করে সেদিন উপবাসে থাকবেন এবং তুলাপুরুষ দানের মত মণ্ডপ, জিনিসপত্র, অলঙ্কার, চন্দ্রাতপ ও ঋত্বিকদের ব্যবস্থা করবেন। ভগবান বিষ্ণু ও লোকপালকে আবাহন করে পুণ্যাহ বচন ও অধিবাসনের পর বাহান্তর অঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি পদ্মাকৃতি পবিত্র স্বর্ণকুণ্ড আনয়ন করবেন। ঐ স্বর্ণকুণ্ডের তৃতীয়াংশ পরিশোধিত ঘি, মাখন ও দুগ্ধে পূর্ণ থাকবে এবং ঐ কুণ্ডের অভ্যন্তরে থাকবে দশবিধ অস্ত্র, সূচ, মণিমাণিক্য, একটি কাস্তে ও স্বর্ণ। একটি আসনের উপর স্বর্ণ

নির্মিত পদ্মপত্র রেখে তার উপর কুণ্ডটি স্থাপন করতে হয়। কুণ্ডের বহির্দেশে একটি সূর্যমূর্তি অঙ্কিত থাকে এবং কুণ্ডটির নাভিদেশ স্বর্ণসূত্র দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কুণ্ডটির একপাশে একটি স্বর্ণযষ্টি ও অন্যপাশে একটি কমণ্ডলু রাখা হয়। ঐ কুণ্ডের চতুর্দিকের অধিকাস্থল পরিমিত স্থান পদ্মাকারে বিহিত হবে এবং তা মুক্তাবলী সমুপেত, পদ্মরাগ সমন্বিত, তিলদ্রোণী সমায়ুক্ত ও বেদী মধ্যে সংস্থাপিত হবে।

মঙ্গলধ্বনি ও বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণরা ক্রিয়াকারীকে সর্বৌষধির জলে স্নান করানোর পর তিনি শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল পুষ্পমাল্য ও নানা আভরণে সজ্জিত হন। এরপর কুসুমাঞ্জলি গ্রহণান্তে তিনি এই মন্ত্র পাঠ করবেন,

নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।

সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ জগদ্ধাত্রে নমো নমঃ ॥ ২৭৫ ॥ ১১

(হিরণ্যগর্ভকে আমি প্রণাম করি। হিরণ্যকবচকে আমি প্রণাম করি। যিনি জগতের প্রভু, যিনি সপ্তলোকের অধীশ্বর তাঁকে বার বার প্রণাম করি।)

ভূলোকপ্রমুখা লোকান্তব গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।

ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা নমস্তে বিশ্বধারিণে ॥ ২৭৫ ॥ ১২

(হে প্রভু ভূলোক এবং অন্যলোক তোমার গর্ভেই নিহিত। ব্রহ্মলোক এবং অন্য দেবলোকও তোমার গর্ভে। তুমি এই সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করছ। তোমাকে প্রণাম।)

নমস্তে ভুবনাধার নমস্তে ভুবনাশ্রয়।

নমো হিরণ্যগর্ভায় গর্ভে यस্য পিতামহঃ ॥ ২৭৫ ॥ ১৩

(হে ভুবনাধার, হে ভুবনাশ্রয়, তোমাকে প্রণাম। যার গর্ভে পিতামহ ব্রহ্মা সেই হিরণ্যগর্ভকে প্রণাম।)

যতস্ত্বমেব ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতাঃ।

তস্মান্মামুদ্ধরাশেষ দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ২৭৫ ॥ ১৪

(যেহেতু তুমি সমস্ত প্রাণীজগতের আত্মা, তুমি সমস্ত প্রাণীজগতেই বর্তমান আছ; অতএব প্রার্থনা জানাই তুমি আমার সংসারের দুঃখ যাতনা দূর কর।)

এভাবে আমন্ত্রণের পর ক্রিয়াকারী বেদীমধ্যে প্রবেশ করবেন এবং উত্তরমুখ হয়ে উভয় মূর্তিতে ঃ মরাজ ও চতুর্মুখের মূর্তি গ্রহণ করে জানু মध्ये মস্তক স্থাপন করে, পঞ্চ-নিঃশ্বাস পতনকাল পর্যন্ত এভাবেই অবস্থান করবেন। ব্রাহ্মণরা তখন ঐ হিরণ্যগর্ভের পুংসবন, গর্ভাধান ও সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান করবেন। পরে বেদোচ্চারণ ও মঙ্গলধ্বনির মাধ্যমে গুরু অবনত মস্তক যজমানকে উত্থাপন করাবেন এবং জাতকর্মাদি ষোড়শ ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। সূচ্যাদি গুরুকে দান করার পর ক্রিয়াকারী এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন।

নমো হিরণ্যগর্ভায় বিশ্বগর্ভায় বৈ নমঃ।

চরাচরস্য জগতো গৃহভূতায় বৈ নমঃ।। ২৭৫। ১৯

(হিরণ্যগর্ভকে প্রণাম, বিশ্বগর্ভকে প্রণাম। চরাচর জগতের আত্মাকে প্রণাম।)

যথাহং জনিতঃ পূর্ব্বং মর্ত্যধর্ম্মা সুরোত্তম।

ত্বদগর্ভসম্ভবাদেব দিব্যদেহো ভবাম্যহম্।। ২৭৫। ২০

(হে সুরোত্তম, পূর্বে মাতৃগর্ভ থেকে আমার জন্ম হয়েছিল বলে আমি মর্ত্যধর্ম্মা ছিলাম। এখন তোমার গর্ভ থেকে জন্মলাভ করে আমি দিব্যদেহ ধারণ করলাম।)

এরপর ব্রাহ্মণরা চার কলস জল দ্বারা সর্বাভরণ ভূষিতা প্রসন্নাগাভী সকলকে 'দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রে স্নান করাবেন এবং বলবেন —

চতুর্ভিঃ কলশৈর্ভূয়ন্ততস্তে দ্বিজপুঙ্গবাঃ।

স্নাপয়েযুঃ প্রসন্নাগাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ।।

দেবস্য ত্বে ত মন্ত্রেণ স্থিতস্য কনকাসনে।

অদ্যজাতস্য তেহঙ্গানি অভিষেক্যামহে বয়ম্।

দিব্যোনানেন বপুষা চিরং জীব সুখী ভব।। ২৭৫। ২১ - ২৩

(আমরা এখন অদ্যজাত তোমার অঙ্গগুলিকে ধৌতকরব। এই দিব্য দেহের দ্বারা আপনি চিরজীবী ও সুখী হন।)

তারপর এই হিরণ্যগর্ভটি উপস্থিত ব্রাহ্মণদের দান করা হবে। এবং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে গুরুদের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী দেওয়া হবে।

এভাবে যাঁরা হিরণ্যগর্ভ মহাদান করবেন তাঁদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং

তারা কোটিকল্পকাল জীবিত থাকেন। কলিকালের পাপমুক্ত হয়ে লোকপালদের জগতে বাস করেন এবং সিদ্ধসাধ্য ও অঙ্গরীদের দ্বারা নন্দিত হয়ে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেন। তিনি --

পিতৃশতমথ বন্ধুন পুত্র পৌত্রান্ প্রপৌত্রান্।

অপি নরকনিমগ্নাংস্তারয়েদেক এব।। ২৭৫। ২৮

(অপিচ সে ব্যক্তি একক হলেও শত পিতৃলোক, বন্ধু, পুত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিকে নিরয় পতন থেকে উদ্ধার করে থাকে।)

এরপর ‘হিরণ্যগর্ভ মহাদান’ পঠন ও শ্রবণ মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ কৃত ‘হিরণ্যগর্ভ’ স্থানীয় পণ্ডিতদের অনুমোদিত কোনও আঞ্চলিক ব্যাপার নয়, গৌরবোজ্জ্বল একটি পৌরাণিক রীতিই তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

লক্ষণীয় যে ‘হিরণ্যগর্ভ’ অনুষ্ঠানে গাভীর আদৌ কোন ব্যবহার আছে কি না এ নিয়ে সংশয় আছে। কারণ পাঠভেদ। মৎস্যপুরাণের একাধিক সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে একটি সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন ভারততত্ত্ববিদ H.H. Wilson ; উক্ত সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী ‘হিরণ্যগর্ভ’ অনুষ্ঠানে গাভী আবশ্যিক। যেমন ;

চতুর্ভিঃ কলশৈর্ভূয়স্ততস্তে দ্বিজপুঙ্গবা।

স্নাপয়েয়ুঃ প্রসন্নাগাঃ সর্বাভরণ ভূষিতাঃ।।

আবার ‘শব্দকল্পদ্রুম’ এ এই অংশের পাঠ ভিন্ন;

চতুর্ভিঃ কলশৈর্ভূয়স্ততস্তে দ্বিজপুঙ্গবা।

স্নানং কুর্যুঃ প্রসন্নাঙ্গাঃ সর্বাভরণ ভূষিতাঃ ।।

এই পাঠভেদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হল, ‘প্রসন্নাগাঃ’ পাঠ হলে গাভী আবশ্যিক কিন্তু ‘প্রসন্নাঙ্গাঃ’ পাঠ হলে ক্রিয়াকারীর প্রসন্ন অঙ্গই বোঝাচ্ছে এবং এতে গাভীর কোনও স্থান নেই।

‘হিরণ্যগর্ভ’ অনুষ্ঠানের এই বিবরণ থেকে ডিমাসাদের বর্মণ উপাধি গ্রহণের একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। ‘হিরণ্যগর্ভ’ থেকে ব্রহ্মার জন্ম

হয়েছিল। দক্ষিণের রাজারা সগৌরবে নিজেদের ‘হিরণ্যগর্ভ প্রসূত’ বলেছেন। একই প্রক্রিয়ায় রাজারা নিজেদের ‘ব্রহ্মণঃ’ (৫মী বিভক্তি। ব্রহ্মা থেকে) বলতেই পারেন। ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দটি বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে ‘বর্মণ’ হতেই পারে।

উল্লেখপঞ্জী

১. B.C. Allen, Cachar District Gazetteer, Shillong, 1905, P - 25
২. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ‘কাছাড়ের ইতিবৃত্ত’, গুয়াহাটি, ১৯৭১, পৃঃ ১১২
৩. ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, ‘সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ’ (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃঃ ১০১ - ১০৪
৪. সুধীর চন্দ্র সরকার, ‘পৌরাণিক অভিধান’, কলিকাতা ১৩৬৫, পৃঃ ৪৬৯
৫. পঞ্চানন তর্করত্ন (স), ‘মৎস্য পুরাণম’, কলিকাতা, ১৩৯৫
৬. Nag Sharan Singha (Arranger), The Matsyamaha Purranam, (vol-I & II), Delhi, 1983.

অর্ধসাপ্তাহিক ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ পত্রিকায় (২১ বর্ষ। ৫২ সংখ্যা/২৬-১০-৯৮ ইং) ‘হিরণ্যগর্ভঃ প্রসঙ্গ পাঠভেদ’ শিরোনামে প্রকাশিত চিঠির অংশ বিশেষ।

উইলসন সাহেবের ভূমিকায়ুক্ত গ্রন্থের ‘স্নাপয়েষু প্রসন্না গাঃ ...’ পাঠটি ব্যাকরণগতভাবে বিশুদ্ধ। এর অর্থ- ‘তারপর পুনরায় সেই ব্রাহ্মণগণ চারকলস জলদ্বারা সর্বাভরণ ভূষিতা প্রসন্না গাভীসকলকে স্নান করাবেন। ‘প্রসন্না গাঃ সর্বাভরণভূষিতা।’ ‘গো’ শব্দ ধেনু অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ হলেও তার রূপ পুংলিঙ্গ ‘গো’ শব্দের মত। ‘গো’ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে ‘গাঃ’ হয়। ‘প্রসন্নাঃ’ শব্দটি ‘গাঃ’ শব্দের বিশেষণ। সন্ধিতে বিসর্গ লোপ হয়েছে। ‘সর্বাভরণভূষিতাঃ’ শব্দটিও ‘গো’ শব্দের বিশেষণ।

‘শব্দকল্পদ্রুম’ এর ‘স্নানং কুর্যুঃ প্রসন্নাঙ্গাঃ ...’ পাঠে ‘দ্বিজপুঙ্গবাঃ’ শব্দের দ্বারা যিনি সদ্য দ্বিজত্ব লাভ করেছেন তাঁকে বোঝাচ্ছে। ‘দ্বিজপুঙ্গবাঃ’ শব্দে গৌরবে বহুবচন। ‘প্রসন্নাঙ্গাঃ’ ‘দ্বিজপুঙ্গবাঃ’ শব্দের বিশেষণ (প্রসন্নানি অঙ্গানি यस্য (বহুব্রীহি) তে)। তাহলে শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায়- তারপর ‘ভূয়ঃ’ অর্থাৎ পুনরায় চার কলস (জল) দিয়ে নানা আবরণে ভূষিত প্রসন্নাঙ্গ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত (যজমান) নিজেই স্নান করবেন এবং তারপর কনকাসনে উপবিষ্ট অদ্য জাত যজমানকে ব্রাহ্মণগণ বলবেন, আমরা তোমার অঙ্গসকলকে ‘দেবস্যাভা’ এই বেদমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক করছি। অর্থাৎ যজমান নিজে স্নান করলেও ঋত্বিকগণ পুনরায় তাঁকে জল দিয়ে অভিষেক করাবেন, - কোন গাভীকে নয়।

আনন্দমোহন মোহন্ত

সংস্কৃত বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর - ৪

পরিচিতি : ৫

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য : জীবন ও কর্ম

পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৮৬৮ খ্রিঃ ৬ই সেপ্টেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত তৎকালীন শ্রীহট্টের বাগিয়াচন্দ্রের, বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। তাঁর পিতা পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মাতা হরসুন্দরী দেবী। কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পদ্মনাথকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। ১৮৮৬ খ্রিঃ পদ্মনাথ শ্রীহট্টের রাজকীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষা দেন এবং আসামের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রিঃ এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯০ খ্রিঃ ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র এই তিন বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯২ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের চাকুরী জীবন শুরু হয় শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজে। কিন্তু স্বল্প দিন পরেই আসাম সেক্রেটারিয়েটে করণিকের পদে যোগ দিয়ে শিলং চলে আসেন। ১৮৯৭ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি তিনি সুরমাভ্যালির ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ পদে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রিঃ গুয়াহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯২২ খ্রিঃ পদ্মনাথ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু মেয়েদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ করে ‘সরদা আইন’ পাশ হলে তিনি ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯২৩ খ্রিঃ চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি সপরিবারে কাশী চলে যান। কাশীতে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বসন্ত কুমারীর (পদ্মনাথের প্রথম স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা দেবীর মৃত্যু হয় ১৮৯৬ খ্রিঃ) মৃত্যুর পর (১৯৩৫) তিনি নিজগ্রাম বাগিয়াচন্দ্রে ফিরে আসেন। জন্ম মাটিতেই ১৯৩৮ খ্রিঃ ৩০ অক্টোবর পদ্মনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি পদ্মনাথের গভীর অনুরাগ ছিল। বি.এ. ক্লাসে পড়াকালীন ইতিহাসে ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি ‘ডনেলি মেডেল’ এবং ইংরেজি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় Lewis Prize ও মেডেল পান। শিলং এ থাকাকালীন সময়ে তিনি ‘ধর্মসভা’ ও সাহিত্য সভায় নিয়মিত যোগ দিতেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের জীবনীকার যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর সার্বিক সাহিত্যচর্চাকে তিন

ভাগে ভাগ করেছেন — ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী ও জীবনালেখ্য।
 (দ্রষ্টব্য : সাহিত্য সাধক চরিত্রালা - ১১০ / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
 আঞ্চলিক ঐতিহ্যচর্চায় পদ্মনাথ কি ভাবে অনুরাগী হলেন — সেই বিবরণ রয়েছে তাঁরই লেখা একটি নিবন্ধে। শিলচর থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ‘শিক্ষাসেবক’ পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬) ‘আমার দেখা মানুষ : মিঃ এ . পোর্টিয়স সি. আই.ই.’ শিরোনামে প্রকাশিত রচনায় তিনি লিখেছেন, “সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ (পশ্চাৎ স্যার জর্জ) গ্রীয়ারসন তখন সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব সঙ্কলনে (Linguistic Survey of India) এবং ইউ.পি. প্রদেশের ক্রুকস নামক একজন সিভিলিয়ান ভারতের প্রচলিত লোকাচার (Folklore of India) সম্বন্ধে প্রতি জেলার তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। শ্রীহট্টের তত্ত্বদ্বিয়ক তথ্য সঙ্কলন ভার পোর্টিয়স সাহেব আমার উপর অর্পণ করেন।” পাদটীকা অংশে তিনি আরও লিখেছেন, “এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহার্থ আমাকে অনেক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, শিক্ষক ও মৌলবীর নিকট প্রশ্ন পাঠাইয়া উত্তর আনা হইতে হইয়াছিল। ... এই ব্যাপারে স্বদেশের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে আমার ‘হাতেখড়ি’ হইয়াছিল, পরিণাম — “শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত”।”
 গ্রীয়ারসন ভাষাবিদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি উইলিয়াম ক্রুক ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের একজন হলেন ক্রুক। তিনি পরে লণ্ডনের ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, গ্রীয়ারসন ও ক্রুকের গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পদ্মনাথ নিজস্ব অঞ্চলের ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে বিপুল ভাণ্ডারের পরিচয় পেয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হল ‘প্রবন্ধাষ্টক’ (১৩১৭), ‘হেডম্বর রাজ্যের দণ্ডবিধি’ (১৩১৭), ‘হিন্দু বিবাহ সংস্কার’ (১৩২১), ‘বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস’ (১৩২১), ‘পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ’ (১৩২১), ‘হেডম্বর রাজ্যের ঋণাদানবিধি’ (১৩২৮), ‘আলোচনা চতুষ্টয়’ (১৩৩১), ‘রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ’ (১৩৩১, স্যার গুরুদাস প্রসঙ্গ’ (১৩৩৫), ‘কামরূপ শাসনাবলী’ (১৩৩৮)। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ, লিখিত অভিভাষণ ইত্যাদির সংখ্যা দুই শতাধিক। এই রচনা

সমূহ 'উপাসনা', 'আল এছলাম', 'কমলা', 'ঢাকা গেজেট', 'ব্রাহ্মণ পরিষৎ পত্রিকা', 'শিক্ষাসেবক', 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', Epigraphica Indica, Hindusthan Review, Indian Antiquity, Indian Historical Quarterly, Journal of the Assam Research Society, Man in India ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো এখনো অগ্রথিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত গবেষণায় তথ্য আহরণ ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত উদ্যোগ অধিকতর ফলপ্রসূ। এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে পদ্মনাথই প্রথম আঞ্চলিক গবেষণাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯১৪ খ্রিঃ শিলচরে অনুষ্ঠিত 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর' দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের সূত্রে গঠিত হয় 'শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান সমিতি'। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন যথাক্রমে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ও জগন্নাথ দেব। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও ঐতিহ্য চর্চায় প্রভূত অবদান থাকা সত্ত্বেও জগন্নাথ দেবের কর্ম-কাণ্ডের কোন মূল্যায়নই আজ পর্যন্ত হয়নি। 'শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান সমিতি'র প্রথম গ্রন্থ 'হেডম্বরাজ্যের ঋণাদান বিধি'।

'শিক্ষাসেবক' পত্রিকার সঙ্গে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 'পরলোকে ধর্ম্মধীরোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য' শীর্ষক রচনায় (শিক্ষাসেবক / ১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা/ কার্তিক, ১৩৪৫) এ সম্পর্কে তারিণীচরণ দাস লিখেছেন, "তিনি শিক্ষা-সেবক পত্রিকার একজন বিশিষ্ট ও নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই পত্রিকা যাহাতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় সেই সম্বন্ধে তিনি সদা-সর্বদাই খোঁজ খবর নিতেন এবং প্রবন্ধের অভাব বিষয়ে কিছু জানিতে পারিলে ইহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিতেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে এই অঞ্চলে এতজন বিদ্বান ও লেখক লোক থাকা সত্ত্বেও একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিচালনার জন্য যে এত বেগ পাইতে হয় এবং প্রবন্ধের অভাব পরিলক্ষিত হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।" (পৃঃ ৬৮)

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কামরূপ শাসনাবলী'। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে

গুয়াহাটিতে ‘বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল ‘আসাম প্রদেশ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পূর্বক বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া এই প্রান্তীয় প্রদেশটিকে বাঙালীর নিকট সম্যক সুপরিচিত করা’। এই সভার সূত্রেই পদ্মনাথ তাম্রশাসন সম্পর্কিত আলোচনায় উৎসাহী হন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে কামাখ্যাধামে ‘উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের’ অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আসামের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের জন্য ‘কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি’ স্থাপিত হয়। সমিতির তরফে পদ্মনাথের উপর ঐ সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলোর পুনরালোচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই আলোচনাগুলো ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ’ কর্তৃক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ‘কামরূপ শাসনাবলী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।